BANGLA POST Year: 21 ◆ Issue: 1009 ◆ Friday 26 April - Thursday 02 May 2024

FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

অসহ্য গরমে পুড়ছে দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কমছে না গরমের তেজ। তীব্র তাপপ্রবাহে হাঁসফাঁস অবস্থা মানুষের। বিশেষ করে বয়স্ক ও শিশুরা কষ্ট পাচ্ছে বেশি। খেটে খাওয়া মানুষেরও কষ্টের শেষ নেই। প্রতিদিনই হিটস্ট্রোকে মৃত্যুর --১৬ পৃষ্ঠায়

এসাইলাম প্রার্থীদের রুয়ান্ডা পাঠানো হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রিটেনে স্থায়ী হতে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আবেদনের মধ্যেই তাদের আফ্রিকার দেশ রুয়ান্ডায় পাঠানোর বিল পাস করেছে দেশটির পার্লামেন্ট। এই বিলের পক্ষে-বিপক্ষে সমালোচনার মুখেই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার দৃঢ়প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। মঙ্গলবার এ খবর দিয়ে অনলাইন এনডিটিভি জানিয়েছে, পার্লামেন্টে 'রুয়ান্ডা বিল' পাসের পর ঋষি সুনাকের দল কনজারভেটিভ পার্টিতে বড় ধরনের মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে সকল বাধা এবং রাজনৈতিক চাপ মোকাবিলা করে এ বিল বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

ঋষি সুনাক এক বিবৃতিতে বলেছেন, অবৈধ পথে যাওয়া অভিবাসন ঠেকাতে এই ঐতিহাসিক বিল বাস্তবায়ন শুধুমাত্র সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া নয় বরং এটি অবৈধ অভিবাসন রোধে বড় ধরনের মৌলিক পরিবর্তনের একটি।

ব্রিটেনের পার্লামেন্টে এই বিল পাস হওয়ার

পরপরই বিলটি সংশোধন করার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। এই বিল বাস্তবায়িত হলে বৈশ্বিকভাবে আইনের শাসন ব্যাহত হবে বলে মনে করছে মানবাধিকার এই সংস্থাটি। ফলে অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে যুক্তরাজ্যকে এই নীতি পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। এর আগে ২০২২ সালে সংসদে এই বিলের প্রস্তাব উত্থাপন করেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো অভিবাসনপ্রত্যাশীকে রুয়ান্ডায় পাঠায়নি প্রশাসন। গত বছরের নভেম্বরে যুক্তরাজ্যের সুপ্রিম কোর্ট এই নীতিকে বেআইনি বলে ঘোষণা করে। তবে ঋষি সুনাক মনে করেন, দেশটির নতুন এই নীতি বৈধ এবং এর মাধ্যমে ইংলিশ চ্যানেল দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাওয়া অবৈধ অভিবাসনপ্রত্যাশীদের যাতায়াত ঠেকানো সম্ভব হবে।

এক কোটি ৩০ লাখ মানুষের দেশ রুয়ান্ডা। দেশটি প্রশাসনিকভাবে নিজেদের স্থিতিশীল দেশ হিসেবে দাবি করে। তবে রুয়ান্ডার ডানপন্থি প্রেসিডেন্ট পল কাগামের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নসহ নাগরিকদের বাকস্বাধীনতা খর্বের অভিযোগ রয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত কোনো অভিবাসনপ্রত্যাশীকে রুয়ান্ডাতে পাঠানো হয়নি, তবে রুয়ান্ডাকে এরইমধ্যে ২৪ কোটি পাউন্ড পরিশোধ করেছে ব্রিটেন। এ ছাড়া রুয়ান্ডায় কয়েকশ' অভিবাসীকে ঠাঁই দেয়ার সক্ষমতা থাকলেও সেখানে হাজার --১৬ পৃষ্ঠায়

সাংবাদিক আফসার উদ্দিনকে শেষ বিদায় জানালেন ব্রিটেনের গনমাধ্যম কর্মীরা

ইব্রাহিম খলিল : ব্রিটেনের বাংলাভাষী গণমাধ্যমের অত্যন্ত পরিচিত ও প্রিয়মুখ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চ্যানেল এস-এর সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার সৈয়দ আফসার উদ্দিনকে চোখের জলে শেষ বিদায় জানালেন ব্রিটেনের গনমাধ্যমকর্মীরা।

গত ১৩ এপ্রিল, শনিবার ইস্ট লন্ডন মসজিদে তার জানাজায় শরিক হন কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ। এ সময় অনেকে আবেগ আপ্লুত হয়ে যান। এর আগে সকাল ১১টা থেকে --১৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে কঠিন হচ্ছে অসুস্থতাজনিত ছুটির নিয়ম

স্টাফ রিপোর্টার : দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতাজনিত ছুটির নিয়ম কঠোর করার কথা বলেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। কারণ, স্থায়ীভাবে কর্মক্ষেত্র থেকে সরে যাওয়া মানুষের সংখ্যা ব্রিটেনে কমে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য তিনি এই নিয়ম করতে যাচ্ছেন। ব্রিটেনে কর্মউপযোগী বয়সীদের কাজে অংশগ্রহণ ২০১৫ সালের পর সর্বনিম্ন। এর কারণ, দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা এবং বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থী। ব্রিটেনে জাতীয় স্বাস্থ্যবিষয়ক এনএইচএস-এর জিপি --১৭ পৃষ্ঠায়

দেশের ব্যাংক সেক্টর এখন কোন পথে?

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশের ব্যাংক খাত নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলছে উদ্বেগ। আর এই উদ্বেগকে নতুন করে আরও ঘনীভূত করেছে ব্যাংকের একীভূতকরণ (মার্জার)। মার্জারকে আর্থিকখাত সংশ্লিষ্টরা শুরুতে সাধুবাদ জানালেও পরবর্তীতে বিষয়টি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অযৌক্তিক ও বৈষম্য হিসেবে দেখছেন। একই সঙ্গে দুর্নীতিবাজ ও অসৎ ব্যাংক মালিকদের রক্ষায় দেশে ব্যাংকিং সেক্টরকে অস্থিতিশীল করতে দুরভিসন্ধিমূলক ভাবে এই মার্জারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি একীভূত করার বিষয়টিকে দেখছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের চাপিয়ে দেওয়া বা নির্দিষ্ট ব্যাংককে টার্গেট করে নিজস্ব সিদ্ধান্ত হিসেবে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন পক্ষ থেকে নানা আপত্তিও উঠতে শুরু করেছে। এছাড়া ব্যাংক পাড়া ও দেশের অর্থনীতিতে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করেছে 'মার্জার ইফেক্ট'। ব্যাংকের আমানতকারী ও গ্রাহকরা অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। ব্যাংক কর্মকর্তারাও এক ধরনের অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। কেউ কেউ ব্যাংকখাতকে বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ এবং কোন কোন ব্যাংক প্রধানমন্ত্রী বরাবর খোলা চিঠি দিয়েছে। অথচ দীর্ঘদিন থেকে আলোচনায় থাকা ইসলামী ধারার ব্যাংকগুলো বিশেষ করে লুটপাটে জর্জরিত একটি --১৬ পৃষ্ঠায়

হজ ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ২০২৪ সালে হজ ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এজেন্সির মালিকরা। সময়মতো মুনাজ্জিম ভিসা না পাওয়া ও মক্কায় বাংলাদেশ হজ মিশনের ব্যর্থতার জন্য এমন আশঙ্কা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা।

বুধবার (২৪ এপ্রিল) রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে ২০২৪ সালের হজ ব্যবস্থাপনার সব প্রতিবন্ধকতা দ্রুত নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে 'অপারেটিং হজ এজেন্সির মালিকরা' এ আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

লিখিত বক্তব্যে আল কুতুব হজ ট্রাভেলসের মালিক হাবিবুল্লাহ মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ সাধনার ফসল সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনায় এবার অভাবনীয় কিছু জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। --১৭ পৃষ্ঠায়

মোদির বিরুদ্ধে ১৭৪০০ নাগরিকের চিঠি

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দমঙ্গলসূত্র' মন্তব্যে অসন্তোষ বাড়ছে। সিপিআইএম (এল), কংগ্রেসের পর এবার মোদির বিরুদ্ধে কমিশনে চিঠি লিখলেন ১৭ হাজার ৪০০ আমনাগরিক। ফলে একপ্রকার চাপে পড়েই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ খতিয়ে দেখছে নির্বাচন কমিশন। রাজস্থানের বাঁশওয়ারায় প্রধানমন্ত্রী --১৭ পৃষ্ঠায়

সউদী আরবে বাড়ছে সিনেমা হল, ৬ বছরে আয় ৩.৭ বিলিয়ন

পোস্ট ডেস্ক : সউদী আরবে প্রায় তিন যুগ বন্ধ থাকার পর আবারও সিনেমা হল চালু হয় ২০১৮ সালে। এরপর দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশটিতে সিনেমা হল এবং সিনেমা প্রদর্শনীর স্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সৌদিতে সিনেমা হল রয়েছে ৬৬টি। এসব হলে রয়েছে ৬১৮টি পর্দা। ২২টি শহরজুড়ে থাকা এসব সিনেমা হলে ৬৩ হাজার ৩০০ আসন রয়েছে। যা আরব বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। সম্প্রতি নতুন করে সিনেমা হল খুলে দেওয়ার ৬ বছর পূর্তি উদযাপন করেছে সউদী আরব।

জানা গেছে, গত ৬ বছরে সউদীতে প্রায় ১ হাজার ৯০০ সিনেমা প্রদর্শিত হয়েছে। যার মধ্যে ৪৫টি তাদের নিজস্ব। এসব সিনেমা --১৭ পৃষ্ঠায়

হাউস অফ লর্ডসে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম বেঙ্গল ব্রিটিশ আইকন অ্যাওয়ার্ডস

বিস্তারিত -১৩ পাতায়

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব আয়োজিত শোকসভায় বক্তারা

বিলেতে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে সৈয়দ আফসার উদ্দিনের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে

লন্ডন, ১৭ এপ্রিল ২০২৪: বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ আফসার উদ্দিন-এর মৃত্যুতে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব আয়োজিত শোকসভায় বক্তারা বলেছেন, তিনি ছিলেন একজন আপাদমস্তক ভদ্রলোক। ছিলেন সদালাপী, বিনয়ী ও কৃতজ্ঞতাবোধ সম্পন্ন মানুষ। একজন সাংবাদিক ও শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী। তিনি যে কাজটিই করতেন তা সুন্দর ও সুনিপুনভাবে সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন। সংবাদপাঠকে তিনি মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন। টেলিভিশনে ব্যতিক্রমী ভঙ্গিমায় সংবাদ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে তিনি দর্শকদের মনজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সাংবাদিকতা ও শিক্ষকতার মাধ্যমে বিলেতে বাংলা ভাষার প্রচার ও যে প্রসারে যে অসাম্য অবদান রেখেছেন তার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বক্তারা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বলেন, মহান আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁকে জান্নাতে সমাসীন করেন।

১৬ এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডস্থ লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত এই শোকসভায় বিলেতের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মালিক, সম্পাদক ও সাংবাদিকগণ বক্তব্য রাখেন।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের এর সভাপতিতে অনুষ্ঠিত শোকসভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ।

অতিথিবক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাপ্তাহিক নতুন দিন সম্পাদক মহিব চৌধুরী, চ্যানেল এস-এর ফাউন্ডার মাহি ফেরদৌস জলিল, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল আহমদ, সদ্যসাবেক সভাপতি ও সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদক মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী এবং সাবেক সভাপতি ও জনমত-এর সাবেক সম্পাদক নবাব উদ্দিন। অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী।

শুরুতে অনুবাদসহ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং মানুষের জীবন ও মৃত্যু নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র ইমাম সৈয়দ আনিসুল হক। এরপর সৈয়দ আফসার উদ্দিনের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেন চ্যানেল এস এর নিউজ প্রেজেন্টার শহীদুল ইসলাম সাগর। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে সাংবাদিক কামাল মেহেদীর নেওয়া একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়। এর আগে ৫২ বাংলা টিভিতে প্রচারিত একটি ডকুমেন্টারি প্রজেক্টার স্ক্রীনে দেখানো হয়।

শোকসভায় আরো বক্তব্য রাখেন মরহুম সৈয়দ আফসার উদ্দিনের পরিবারের পক্ষে সলিসিটর সৈয়দ শাহীন, চ্যানেল এস এর চেয়ারম্যান আহমদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের আজীবন

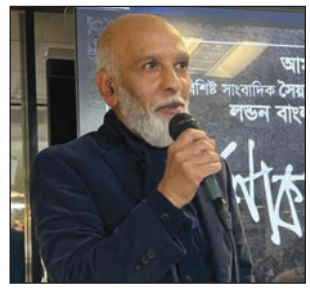

সদস্য ও ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট শাহগীর বক্ত ফারুক, প্রেস ক্লাবের আজীবন সদস্য ব্রিটিশ বাংলাদেশী ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট শাহানুর খান, ব্রিটিশ বাংলাদেশী টিচার্স এসোসিয়েশন ইউকের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল বাসিত চৌধুরী, ও কবি সারওয়ার-ই-আলম, টিভিওয়ান এর ডাইরেক্টর অপারেশন্স গোলাম রাসুল, সাপ্তাহিক সুরমা সম্পাদক শামসুল আলম লিটন, চ্যানেল এস এর সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টোর ডাঃ জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার, এটিএন বাংলা ইউকের প্রেজেন্টার উর্মি মাযহার, লন্ডন বাংলা কামাল মিলন, চ্যানেল এস এর হেড অব নিউজ কামাল মেহেদী, হেড অব প্রোগ্রামস ফারহান মাসুদ খান, সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার তৌহিদ শাকিল, এটিএন বাংলা ইউকের সিনিয়র রিপোর্টার মোস্তাক আলী বাবুল, সাংবাদিক ও লেখক আব্দুল মুনিম জাহিদী ক্যারল, সানরাইজ টুডে নিউজ প্রেজেন্টার শামসুল তালুকদার। প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মহিব চৌধুরী বলেন, সৈয়দ আফসার উদ্দিন ছিলেন একজন অমায়িক মানুষ । তিনি তাঁর স্মৃতি ধরে রাখতে প্রেস ক্লাব এবং চ্যানেল এস মিলে যৌথভাবে কিছু করার আহবান জানান।

বিবিসি বাংলার সাবেক প্রযোজক কামাল আহমদ, সাবেক প্রযোজক উদয় শঙ্কর দাশ, মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক আবু মুসা হাসান, সাংবাদিক প্রেস ক্লাবের ট্রেজারার সালেহ আহমদ, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ইভেন্টস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারি রুপি আমিন, সিনিয়র সাংবাদিক ও শিক্ষক মোস্তফা অনলাইন-এর সম্পাদক এনাম চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য-সাবেক নির্বাহী সদস্য আহাদ চৌধুরী বাবু ও এনটিভি ইউরোপের সিনিয়র ফেরদৌস জলিল বলেন আফসার উদ্দিন একজন পেশাদার সাংবাদিক ছিলেন । তিনি কাজকে মায়ের মত সম্মান করতেন। তাই তার সংবাদ পাঠে ভুল থাকতোনা। তিনি সব জায়গায়ই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । তিনি আরো বলেন, জীবন একটি সুযোগ, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন আফসার উদ্দিন। তাই তিনি তাঁর কাজকে গুরুত্ব দিয়েছেন সকল জায়গায়। তিনি ধর্মভীরু ছিলেন। সর্বদা হাসিখুশী থাকতেন।

সাবেক সভাপতি এমদাদুল হক চৌধুরী বলেন, সৈয়দ আফসার উদ্দিন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কিছু করতেন না। তাঁর মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ ছিলো। তিনি আরো বলেন, মরহুম আফসার উদ্দিন বিলেতে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষার চর্চা ছড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, সেটা বাস্তবায়ন করতে পারলে ভাল হবে।

সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ বেলাল আহমদ বলেন, আফসার উদ্দিন একজন সজ্জন মানুষ
ছিলেন। তিনি সবার সাথে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতেন।

নবাব উদ্দিন বলেন আফসার উদ্দিন বহুমাত্রিক গুণের অধিকারি ছিলেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী "তসুদ্দুক আহমদ জার্নালিস্ট এওয়ার্ড" চালু করা যায় কিনা- বিষয়টি ভেবে দেখতে প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানান।

আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী বলেন আফসার উদ্দিন একজন গোছানো এবং ফ্যাশন-সচেতন মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করেন।

আবু মুসা হাসান বলেন সৈয়দ আফসার উদ্দিন ছিলেন বিরল গুণের অধিকারী। তিনি তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

শাহগীর বখত ফারুক বলেন, আফসার উদ্দিন সর্বগুণে গুণান্বিত একজন মানুষ ছিলেন। তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ ছিলো অপরিসীম।

মোস্তফা কামাল মিলন বলেন আফসার উদ্দিন একজন স্পষ্টবাদী মানুষ ছিলেন।

সলিসিটর সৈয়দ শাহীন বলেন, আফসার উদ্দিন মিঠু একজন সজ্জন এবং বিনয়ী মানুষ ছিলেন । তিনি সকলকে আপন করে নিতে পারতেন।

শোকসভার শেষ দিকে ছিলো দোয়া মাহফিল। দোয়া পরিচালনা করেন ব্রিকলেন জামে মসজিদের প্রধান ইমাম মাওলানা নজরুল ইসলাম। শোকসভা উপলক্ষে একটি শোকবই খোলা হয়। অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকরা তাঁদের প্রিয় সহকর্মী সৈয়দ আফসার উদ্দিন সম্পর্কে তাঁদের অনুভুতি লিপিবদ্ধ করেন। আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সদস্য, চ্যানেল এস এর সিনিয়র সংবাদ পাঠক বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শিক্ষক সৈয়দ আফসার উদ্দিন গত ১২ এপ্রিল শুক্রবার রাত ২টা ৩০ মিনিটে লন্ডনের একটি হাসপাতালে ইন্তকাল করেন। লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব গত ২৩ ফেব্রুয়ারি (২০২৪) মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে সৈয়দ আফসার উদ্দিনকে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বিলেতে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে অসামান্য রাখায় "লাইফটাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ড" প্রদান করে।

মানুষ মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে মেসবাহ আহমদ এমবিইকে পশ্চিম লণ্ডনে সম্বর্ধনা প্রদান

মানুষ মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে গত ১৪ এপ্রিল রবিবার পশ্চিম লণ্ডনের কুইন্স পার্ক এলাকার থারড এভিনিউয়ের ' দি হ্যাপী হাব ' সেন্টারে বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ক্রীড়া সংগঠক মেসবাহ আহমদ এমবিইর সম্মানে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। সংগঠণের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মাসুদ বকস নাজমুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন - বিবিসিই এর প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান রেণু, সাংবাদিক ও কমিউনিটি সংগঠক কে এম আবু তাহের চৌধুরী, বিবিসিইর ডাইরেক্টর শাহনুর আহমদ খান, কুইন্স পার্ক বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি বুলবুল আহমদ, সাংবাদিক মিছবাহ জামাল, কাউন্সিলার শিফা হক ও সুরমা সেন্টারের সাবেক চেয়ারম্যান শামীম আহমদ।

সভায় অন্যান্য কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কমিউনিটি নেতা আব্দুল হান্নান, শাহজাহান খান, রেফুল মিয়া, সাংবাদিক তোফায়েল আহমদ, মইনুল ইসলাম, কবির আহমদ খলকু, জামাল আহমদ, আব্দুল মোহিত, নজরুল খান, আনকার মিয়া প্রমুখ।

সভায় বক্তারা -মেসবাহ আহমদ এমবিই খেতাব লাভ করায় অভিনন্দন জানান ও তাঁর বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের ভূঁয়শী প্রশংসা করেন। বক্তারা বলেন -মেসবাহ আহমদ এমবিই নতুন প্রজন্মের জন্য একজন রোল মডেল। তিনি লণ্ডন টাইগারস প্রতিষ্ঠা করে খেলাধূলার মাধ্যমে শত শত যুবককে ড্রাগস ও অপরাধমূলক কাজ থেকে রক্ষা করেছেন। মেসবাহ আহমদের মরহুম পিতা কমিউনিটি নেতা হাফিজ উদ্দিনের মারলিবন বাংলাদেশ সোসাইটি গঠণ ও বিভিন্ন সমাজসেবমূলক কাজ স্মরণ করে রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

সভায় বক্তারা - জীবন জীবনের জন্য ফাউণ্ডেশনের বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিদের নিয়ে যে কাজ করে যাচ্ছে তার প্রশংসা করেন ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সম্বরধিত অতিথি মেসবাহ আহমদ এমবিই তাঁকে এ সম্মান প্রদর্শন করায় অশেষ ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন - তাঁর পিতার পদান্ক অনুসরন করে তিনি আজীবন সমাজের কল্যানে বিশেষ করে যুব সমাজের উজ্বল ভবিষ্যতের জন্য কাজ করে যাবেন।

মানুষ মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে মেসবাহ আহমদ এমবিইকে সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

বিপুল সংখ্যক লোক এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সবাইকে প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রাক্তণ ইমাম শায়খ মোকাররম আলীর মৃত্যুতে শোক

ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রাক্তণ ইমাম শায়খ মাওলানা মোকাররম আলীর মৃত্যুতে মসজিদের ট্রাস্টি বোর্ড গভীর শোক প্রকাশ করেছে। এক শোকবার্তায় ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ আব্দুল হাই মুর্শেদ বলেন, শায়খ মোকাররম আলীর কর্মপরিধি শুধু একজন ইমামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলোনা, তিনি ছিলেন ইসলামের একজন নিবেদিতপ্রাণ খাদেম। যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে তিনি বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন। আশির দশকে তিনি শতশত তরুণ যুবককে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিখিয়েছেন। তিনি মক্তবের শিশুরা পড়তে আসার আগেই মসজিদে পৌঁছতেন এবং তাঁরা বিদায় নেওয়ার পর মসজিদ ত্যাগ করতেন। তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন তাঁর প্রিয় সন্তানের মতো। কিন্তু বিনিময়ে কিছু আশা করতেন না। আমরা দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁর দ্বীনের খেদমতকে কবুল করেন এবং বিনিময়ে জান্নাতে সমাসীন করেন। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে মরহুম মাওলানা মোকাররম আলীর গুণাবলী দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন এবং তাঁর মতো শতশত মোকাররম আলী উপহার দেন।

উল্লেখ্য, শায়খ মোকাররম আলী ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন খুবই অমায়িক ও পরহেজগার। ইস্ট লন্ডন মসজিদের সদস্য, ট্রাস্ট্রি, স্টাফ এবং ভলান্টিয়ারদের মধ্যে অনেকেই আশির দশকে মাওলানা মোকাররম আলীর ছাত্র ছিলেন। তাঁর কাছে মক্তবে কুরআন তেলাওয়াত শিখেছেন।

গত ২০ এপ্রিল শনিবার রাত ১২ টায় শায়খ মোকাররম আলী পূর্ব লন্ডনের শাডওয়েলের নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাই রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৯৮ বছর।

তিনি ৪ ছেলে ২ মেয়ে, নাতি-নাতনীসহ বহু আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের বাংলাদেশের বাড়ি সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার মুড়িয়া ইউনিয়নের বড়উদা গ্রামে।

২২ এপ্রিল সোমবার বাদ জোহর ইস্ট লন্ডন মসজিদে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ও ভক্ত-অনুরাগী অংশগ্রহণ করে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। পরিদন মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে মাওলানা মোকাররম আলীকে পূর্ব লন্ডনের গার্ডেন্স অব পিস গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

I don't go to Specsavers
They come to me

We're there for people who are unable to get to a Specsavers store too. See if you're eligible for a home visit at specsavers.co.uk/HomeVisits

Specsavers

For full details, visit specsavers.co.uk/HomeVisits

বিয়ানীবাজার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ইউকে এর ঈদ পূর্ণমিলনী এবং অভিষেক অনুষ্টান সম্পন্ন

সোমবার (১৫ মার্চ) বিকেলে ইস্ট লন্ডনের একটি অভিজাত হলে বিয়ানীবাজার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ইউকের ঈদ পূর্ণমিলনীএবং অভিষেক অনুষ্টান সম্পন্ন হয়েছে। সোসাইটি সেক্রেটারি মোহাম্মদ নুরুজ্জামানের প্রানবন্ত সঞ্চালনায় অনুষ্টিত হয় এইপূর্ণমিলনী। সভায় সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির নব নির্বাচিত সভাপতি জনাব আবু বক্কর। অনুষ্টানে মহাগ্রন্থ আল কোরআনথেকে তেলাওয়াত করেন কাজী পারভেজ আহমদ, ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন যৌথভাবে আবু তাহের সাইফুল্লাহ ওআহমেদ ইফতেখার। অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সোসাইটির সভাপতি জনাব আবু বক্কর। এছাড়াওতিনি সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবংপরিকল্পনা সম্পর্কেও আলোকপাত করেন।

উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপিস্থিত ছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের ঈমাম হাফিজ আবুল হোসাইন খান। বিশেষ অতিথিহিসেব উপস্থিত ছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের হেড অফ এসেট আসাদ মোহাম্মদ জামান। বৃট কলেজের চেয়ারম্যান মুছাদ্দিক আহমদ। ছাতক ইসলামীক সোসাইটির সভাপতি লোকমান আহমদ ও গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকে সেক্রেটারি মুহিবুল হক।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সোসাইটির সদ্য বিদায়ী সভাপতি মোহাম্মদ বাবুল খান।

অন্যান্যদের মধ্যে কথা রাখেন, আখনু হুসাইন, মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ, আব্দুল্লাহ আল মুনিম, মুহিবুল হক, কয়েছ আহমদ, এমদাদুল হক কাজল, সালাহ আহমদ, আহমদ হুসাইন, ফখরুল ইসলাম, জাকের আহমদ চৌধুরী, এমদাদুল হক নওয়াজ প্রমুখ।

জমকালো আয়োজনে লন্ডনে বাংলাদেশ সেন্টার উদযাপন করলো স্বাধীনতা দিবস ও বাংলা নববর্ষ

কামরুল আই রাসেল, লন্ডনঃ জমকালো আয়োজনে লন্ডনে বাংলাদেশ সেন্টার উদযাপন করেছে বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা দিবস ও বাংলা নববর্ষ। ১৪ এপ্রিল বিকেল থেকে শুরু হওয়া অনুষ্টানটি রাত ১০টা পর্যন্ত দুটি পর্বে অনুষ্টিত হয়।জাতীয় সংগীত দিয়ে অনুষ্টানের শুরুতে ও স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হওয়া সকল শহিদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। বাংলাদেশ সেন্টারের ভাইস-চেয়ারম্যান তফজ্জুল মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনের

পরিচালনায় অনুষ্টানের প্রথম পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেমডেন কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর নাজমা রহমান, বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, এনফিল্ড কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর আমিরুল ইসলাম, কেমডেন কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলর নাছিম আলি, বি ই। অন্যান্যদের মাজে আরো বক্তব্য রাখেন, চ্যানেল এস ইউকের এর ফাউন্ডার চেয়ারম্যান মাহি ফেরদৌস জলিল, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও ব্রিটিশ বালাদেশ চেম্বারের ডিরেক্টর শাহনুর খান, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক লিডার হেলাল উদ্দিন আব্বাস, কাউন্সিলর মেহফুজ ফারুক, সেন্টারের ভাইস চেয়ারম্যান এনায়েত খান, গুলনেহার খান, মামুন রশিদ, আনোয়ার আলী, জাহিদুর রহমান ও আমিনুল হক জিলু, ময়নুল হক, সাদ চৌধুরী, সোহেল রহমান, এমদাদ তালুকদার এম বি ই, চিফ ট্রেজারার শিব্বির আহমেদ, আব্দুল হান্নান, শামীম আহমেদ, চেনেল এস এর হেড অফ প্রোগ্রাম ফারহান মাসুদ খান এবং সেন্টারের ফাউন্ডার মেম্বার মিসেস মামুন রহমান।

অনুষ্টানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেন্টারের সাংস্কৃতিক উপ কমিটির আহ্বায়ক আবৃত্তিকার ফখরুল আম্বিয়ার পরিচালনায় অনুষ্টিত হয় কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য ও গান, অনুষ্ঠান সমবেত কণ্ঠে এশো হে বৈশাখ এসো গান দিয়ে শুরু হয়, নৃত্য পরিবেশন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্য শিল্পী মোহাম্মদ দীপ, কবিতা আবৃত্তি করেন সেন্টারের স্থায়ি সদস্য মিসবাহ জামাল, ফয়েজ নুর, হাফছা ইসলাম ও ফখরুল আম্বিয়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন, বীথি চৌধুরী লাকি, পথিক চৌধুরী, রানা ও জিতু চৌধুরী, অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেন্টারের সদস্য ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যাক্তিবগ উপস্থিত ছিলেন, মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। রাত নয়টার পরে অনুষ্টিত হয় বাঙলা খাবারের আয়োজনে রাতে খাবার।

বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে এর অর্থায়নে সুজানগর ইউনিয়নে সেলাই মেশিন বিতরন

গত মঙ্গলবার (১৬ই এপ্রিল ২০২৪ ইংরেজী) বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে (চ্যারেটি নং- ১১৯১৫১৩) এর অর্থায়নে ফাউন্ডেশনের স্বাবলম্বী প্রকল্পের আওতাধীন ০৯ সুজানগর ইউনিয়নে ২০ পরিবারকে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়।

বড়লেখা ফাইন্ডেশনের ট্রাস্টি ও সিনিওর সহসভাপতি অধ্যাপক মোঃ সফিকুল হকের সভাপতিত্বে এবং সংগঠক ও সমাজ সেবক নাদের আহমদের পরিচালনায় উক্ত সেলাই মেশিন বিতরনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ০৯ সুজানগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব বদরুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র ইউনিয়নের ২ বারের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব নছিব আলী, সুজাগর ইউ পি আওয়ামিলীগ সভাপতি ইমরুল ইসলাম লাল, বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে এর প্রধান সমন্বয়ক রেজাউল ইসলাম মিন্টু, সুজানগর ইউপি বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আবুল আছ, সুজাগর ইউ পি আওয়ামিলীগ সাঃ সম্পাদক সাহেদুল মজিদ নিকু, সুজাগর ইউপি বিএনপি সিনিওর সহসভাপতি রহিম বক্ত মুসা, বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে এর উপদেষ্টা ডাঃ নজরুল ইসলাম, নারী শিক্ষা একাডেমী ডিগ্রী কলেজের সহঃ অধ্যাপক মোঃ রফিক উদ্দীন, বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে এর সহকারী সমন্বয়ক কাউন্সিলর কবির আহমদ, বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে এর আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম রাফি, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক সরফ উদ্দিন, বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ হোসেন, বড়লেখা উপজেলা বিএনপির নির্বাহী সদস্য সৈয়দ আজহারুল হোসেন ফায়েক ও বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে এর কার্যকরি সদস্য জামাল সাইদ জুবের।

বক্তারা ফাউন্ডেশনের এ স্বাবলম্বী প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং অভিমত পোষণ করেন যে উপকারভোগী সেলাই মেশিন গ্রহীতারা

এ মিশিনের সাহায্যে বাড়তি আয় করে তাদের পরিবারকে স্বাবলম্বী করতে পারবেন।

সেলাই মেশিন বিতরনের অন্যতম বিশেষ অতিথি সুজানগর ইউনিয়নের ২ বারের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব ছাবির আহমদ, সুজানগর ইউপি বিএনপি সভাপতি ফখরুল ইসলাম সুনু মিয়া ও বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে এর সহকারী সমন্বয়ক আবু আহমদ হামিদুর রহমান শিপলু অসুস্থতাজনিত কারনে উপস্থিত হতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

সভাপতির সমাপনি বক্তব্যে অধ্যাপক সফিকুল হক স্বপন সেলাই মেশিন গ্রহীতাদেরকে আহ্বান করেন তারা যেনো মহানবীর শিক্ষায় মেহনত করে এ সেলাই মেশিন গুলোর সদ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের ভাগ্যকে যেনো সুপ্রসন্ন করেন।সভাপতি সাহেব সেলাই মেশিন বিতরনে আগত অতিথি বৃন্দ ও উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন সবাই যেনো বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে এর জন্য দোয়া করেন যাতে করে মানবতার এ সংগঠনটি বড়লেখার হত দরিদ্রদের জন্য আরো ও কল্যাণকর কাজ করে যেতে পারে।

"গ্রেটার সিলেট ইউকের কেন্দ্রীয় ফাউন্ডার্স ট্রেজারার এর সাথে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের সাউথ ওয়েলস রিজিওনাল কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আতিকুল ইসলামঃ "গ্রেটার সিলেট ইউকের কেন্দ্রীয় ফাউন্ডার্স ট্রেজারার ও বর্তমান গ্রেটার সিলেট কমিউনিটির অন্যতম উপদেষ্টা বিশিষ্ট কমিউনিটি লিডার ও সমাজসেবক জনাব মাহিদুর রহমান বৃটেনের ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফে গতকাল এক সংক্ষিপ্ত সফরে এলে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে সাউথ ওয়েলস রিজিওনের নেতৃবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভা মিলিত হোন।

মতবিনিময় সভার শুরুতেই সংগঠন এর পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে সংগঠন এর নেতৃবৃন্দ উনাকে স্বাগত জানান।

মতবিনিময় সভায় সংগঠনের বর্তমান কার্যক্রম ও আগামী দিনের অগ্রযাত্রার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কনভেনার ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটির অন্যতম উপদেষ্টা বিশিষ্ট সমাজসেবক মাসুদ আহমেদ, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের সাউথ ওয়েলসের কনভেনার মুজিবুর রহমান মুজিব, জয়েন্ট কনভেনার ইউসুফ খান জিমি, জয়েন্ট কনভেনার এম আসরাফ হোসেন, জয়েন্ট কনভেনার শাহ্ গোলাম কিবরিয়া,সদস্য সচিব রকিবুর রহমান, অন্যতম সদস্য জুবায়ের আহমেদ, মোহাম্মদ ফয়ছল মনসুর,আতিকুল ইসলাম ও শামীম আহমদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গ্রেটার সিলেট ইউকের কেন্দ্রীয় ফাউন্ডার্স ট্রেজারার ও বর্তমান গ্রেটার সিলেট কমিউনিটির অন্যতম উপদেষ্টা বিশিষ্ট কমিউনিটি লিডার মাহিদুর রহমান আজকের মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কনভেনার মোহাম্মদ মকিস মনসুর, ও সদস্য সচিব ডক্টর মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী টিম গ্রেটার সিলেট কমিউনিটির উন্নয়নে ও মানবতার কল্যাণে ঐক্যের বন্ধনে কাজ করার যে দীপ্ত শপথ নিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার ও পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। এই সংগঠনের আগামী দিনের পথচলায় আমাদের সবাইকে সহযোগিতা করার উচিৎ বলে উল্লেখ করে তিনি কমিউনিটির সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন।

যুক্তরাজ্য সফরে আল্লামা হুসাম উদ্দিন চৌধুরী এমপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান, সিলেট-৫ (জকিগঞ্জ-কানাইঘাট) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ'র মুহতারাম সভাপতি হযরত আল্লামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী এমপি এক সংক্ষিপ্ত সফরে যুক্তরাজ্য এসেছেন। সফরসঙ্গী হিসেবে তাঁর সাথে আছেন চ্যারিটি সংস্থা লাতিফী হ্যান্ডসের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা গুফরান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী।

মঙ্গলবার বিকেলে বিমান বাংলাদেশের একটি ফ্লাইটে ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরে অবতরণ করলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বিমানবন্দরে জড়ো হন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের নেতৃবৃন্দসহ কমিউনিটি ব্যক্তিবর্গ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মুহাম্মদ হাসান চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা ফখরুল হাসান রুতবাহ, হাফিজ কয়েছুজ্জামান, দারুল হাদীস লাতিফিয়া নর্থওয়েস্টের প্রিন্সিপাল মাওলানা সালমান আহমদ চৌধুরী, লাতিফিয়া উলামা সোসাইটির সেক্রেটারি মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী, বৃটিশ-মুসলিম স্কুল বার্মিংহামের প্রিন্সিপাল মাওলানা এমএ কাদির আল হাসান, শাহজালাল মসজিদ ম্যানচেস্টারের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ সুরাবুর রহমান, আল ইসলাহর কেন্দ্রিয় নেতা আলহাজ বদরুল ইসলাম, মাওলানা এমএ আউয়াল হেলাল, মাওলানা খায়রুল হুদা খান, আলহাজ আবদুস সালাম, মাওলানা আবদুল কুদ্দুস, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আবদুল মুছাব্বির, মিজান খান, হাজী সিরাজ খান প্রমুখ।

মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী উপস্থিত নেতৃবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং সংক্ষিপ্ত মুনাজাত পরিচালনা করেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মাওলানা বদরুজ্জামান রিয়াদ, মাওলানা সুলতান আহমদ চৌধুরী, মাওলানা মুজতাবা হাসান চৌধুরী, মাওলানা আবদুল মতিন, মাওলানা হুছামুদ্দীন হুমায়দী, মাওলানা আখতার জাহেদ, মাওলানা বদরুল হক খান, আলহাজ সদরুল ইসলাম, আবদুল হান্নান, মাওলানা বেলালুর রহমান, হাফিজ রুমেল আহমদসহ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শতাধিক শুভাকাঙ্খী।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার মতবিনিময় সভা ও চা চক্র অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার ঈদুল ফিতর পরবর্তী মতবিনিময় সভা ও চা চক্র অনুষ্ঠান গত ১৪এপ্রিল রবিবার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। সহ সভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের সভাপতিত্বে ও সহসাধারন হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইনের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান।বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মিছবাহুজ্জামান হেলালী। সভায় লন্ডন মহানগর শাখার সহ সভাপতি মাওলানা শামছুল হুদা সহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, রমজান মাসের নেক আমলের অভ্যাস কে ধরে রেখে বাকি এগার মাস আমাদের জীবন কে পরিচালনা করতে হবে। নেক আমল করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রিয় নেক বন্দা হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভ্যাচুয়ালি ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় ও বাংলা নববর্ষ উদযাপন

জেসমিন মনসুরঃ গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন কেন্দীয় কমিটির উদ্দোগে ভ্যাচুয়ালি ঈদ পুনর্মিলনী ও বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়। সভায় ঈদের গান ও বৈশাখের গান পরিবেশন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি জনাব মুহিবুর রহমান মুহিব ও পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক ময়নুল চৌধুরী হেলাল।

অতি সম্প্রতি জুম এর মাধ্যমে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিশেষ করে ইংল্যান্ড আমেরিকা, বাংলাদেশ, মধ্যপাচ্য কাতার, সৌদি আরব, বাহরাইন, ফ্যান্স, ইতালী, জার্মানী, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, স্কটল্যন্ড, মাসয়েশিয়া, ও অষ্টেলিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশথেকে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ অংশগহন করেন ।বৈশাখী সংগীত পরিবেশন করেন বীর মুক্তিযোদ্বা ও একুশে পদক পাপ্ত ডাঃ অরুপ রতন চৌধুরী, ও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী হিমাদ্যী বিশ্বাস এবং রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর সহ আর ঈদের গান পরিবেশন করেন সংগীত শিল্পী ও লেখক আলী ইদ্রিস।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ছোটন, কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কানাডা জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি দেবব্রত দে তমাল, সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি ও গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের ফাউন্ডার্স কনভেনার সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি অলি উদ্দিন শামীম সহ সভাপতি শেখ ফারুক আহমদ, আবুল হোসেন কাউন্সিলার ফয়জুর রহমান কোষাধ্যক্ষ রফিক হায়দার, বাংলাদেশ ইউনিটের সাধারন সম্পাদক তিতাস গ্যাস এর সাবেক জি এম ইন্জিনিয়ার মহিব উদ্দিন, বাংলাদেশ ইউনিটের অধ্যক্ষ নেছার আলী, বীর মুক্তিযোদ্বা আব্দুল মোনেম নেহেরু, ছাঁদের আহমদ, বাংলাদেশ ইউনিটের বাংলাদেশ ইউনিটের উপদেষ্টা এনামুল হক চৌধুরী জালাল, সহ সম্পাদক শামীম আহমদ নিউজার্সীর সহ সভাপতি আবুল কাশেম মজুমদার ও আখলাকুল আম্বিয়া চৌধুরী। জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইউ কের সাধারন সম্পাদক সৈয়দ সাদেক আহমদ, ইংল্যান্ড এর সহ সম্পাদক আব্দুল ওদুদ দীপক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজু চৌধুরী, আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে যোগদান করেন কেন্দীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শ্যামল কান্তি চন্দ, ফ্যান্স গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি ফয়ছল উদ্দিন সহ ও সহ সভাপতি আব্দুল বাছিত, মালয়েশিয়া থেকে যুক্ত হন জাকারিয়া আহমেদ বাহরাইন থেকে যুক্ত হন সম্যাট নজরুল ইসলাম সিদদিকী বাংলাদেশ থেকে অংশগহন করেন আব্দুস সালাম, রাসেল কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস উন্নয়নে প্রবাসীদের অবদানের কথা তুলে ধরেন এবং গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি বলেন এই সংগঠনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে পবাসীদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের উদ্দোগে ঈদের ও বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্টানে যোগদানকরেনইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপাচ্য, এশিয়া অষ্টেলিয়া, কালাডা, মালয়েশিয়া, কাতার, বাহরাইন, সৌদিআরব, ইংল্যান্ড, ফ্যান্স, ইতালী, জার্মানী, বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ অংশগহন করেন।

বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের নির্বাচন ৫ মেঃ নতুন ট্রাস্টি হলেন ২৭৩ জন

খালেদ মাসুদ রনিঃ বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের আগামী ৫ মে'র নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ট্রাস্টিশিপ গ্রহন করেছেন।

উৎসব মুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে ট্রাস্টিশিপ গ্রহনের শেষ দিন গত রবিবার(৭ মার্চ) যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে বসবাসরত ২৭৩ জন প্রবাসী ট্রাস্টি হন। গত প্রায় দুই মাসে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী এবার ট্রাস্টি হওয়ায় খুশি ট্রাস্টের নেতৃবৃন্দ।দীর্ঘ গত ৭ বছর পর প্রতিদ্বন্দ্বীতা পূর্ণ নির্বাচন হওয়ায় এই বিপুল ট্রাস্টি হয়েছেন বলে জানিয়ে আব্দুল কুদ্দুস।

উৎসব মুখর পরিবেশে ট্রাস্টিশিপ গ্রহণ অনুষ্টানে মাফিজ -গুলজার এবং মনির প্যানেল এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ট্রাস্টি আলহাজ্ব রইস আলী, আব্দুল কুদ্দুস, সাধারণ সম্পাদক গুলজার খান, কোষাধ্যক্ষ মনির আহমদ, সহ-সভাপতি প্রার্থী ফারুক মিয়া, প্রেসএন্ড পাবলিসিটি প্রার্থী শরিফুল ইসলাম, আজিজুল খান রাজু, কদর উদ্দিন প্রমুখ। অপর প্যানেলের চেয়ারম্যা প্রার্থী শেখ তাহির উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী আজম খান এবং কোষাধ্যক্ষ প্রার্থী আখলাকুর রহমান প্রমুখ।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার এবং জার্জ বেলায়েত হোসেন, এ কে এম এহিয়া, বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের সভাপতি মতছির খান, সম্পাদক মিছবাহ উদ্দিন প্রমূখ।

বিশিষ্ট সাংবাদিক আফসার উদ্দিন এমবিই ও চলচ্চিত্র নির্মাতা জি এম ফুরুখের মৃত্যুতে বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকের স্মরণ সভা ও দোয়ার মাহফিল

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শিক্ষক সৈয়দ আফসার উদ্দিন মিঠু এমবিই এবং লেখক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা জি এম ফুরুখের মৃত্যুতে বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে গত ১৫ এপ্রিল সোমবার পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি হলে এক স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

সংগঠণের সভাপতি কে এম আবুতাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সাপ্তাহিক বাংলা পোষ্টের সাবেক ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আলহাজ্ব এ এস মোহাম্মদ সিংকাপনী এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন -গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকের সাবেক চেয়ারপারসন নুরুল ইসলাম মাহবুব, লেখক নুরুল ইসলাম এমবিই ও কাউন্সিলার আবু তালহা চৌধুরী। মরহুম সৈয়দ আফসার উদ্দিন এমবিই ও মরহুম জি এম ফুরুখের জীবন ও কর্ম নিয়ে অন্যান্যদের মধ্যে স্মৃতিচারন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সময় সম্পাদক সাঈদ চৌধুরী, সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, সাংবাদিক রেজাউল করিম মৃধা, সাংবাদিক শরীফুল ইসলাম চৌধুরী, সাংবাদিক ডঃ আজিজুল আম্বিয়া, সাংবাদিক বদরুজ্জামান বাবুল, সাংবাদিক শিহাবুজ্জামান কামাল, সাংবাদিক শাহ আলম রাজন প্রমুখ।

মরহুমদ্বয়ের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে জীবন ও কর্ম নিয়ে বক্তব্য রাখেন -অধ্যাপক শায়েখ আব্দুল কাদের সালেহ, এডিনবরা মসজিদের সাবেক ইমাম মাওলানা জিল্লুর রহমান, টিভি উপস্থাপক মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের সাউথ ইষ্ট রিজিয়নের আহ্বায়ক হারুনুর রশীদ ও যুগ্ম আহ্বায়ক জামাল হোসেন, বাংলাদেশ প্রবাসী অধিকার পরিষদের সভাপতি জামান সিদ্দিকী, দক্ষিণ সুনামগন্জ উন্নয়ন সংস্থার সাবেক সাধারন সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, কমিউনিটি সংগঠক ও চ্যারিটি ওয়ারকার হাজি ফারুক মিয়া ও হাজি মতিউর রহমান, বিশিষ্ট সমাজকর্মী ইউসুফ জাকারিয়া খান প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন -সৈয়দ আফসার উদ্দিন এমবিই শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছেন। একজন টিভি সংবাদ পাঠক ও আবৃত্তিকার হিসাবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলা ভাষা শিক্ষার আন্দোলন ও সমাজ সেবায় তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। যুক্তরাজ্যে মহামান্য রানী কর্তৃক তিনি এমবিই খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে কমিউনিটির বিরাট ক্ষতি হয়েছে।

জি এম ফুরুক সম্পর্কে তারা বলেন -তিনি ছিলেন ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুসন্ধুৎসী একজন লেখক। অন লাইন টিভিতে তিনি বৃটেনে বাংলাদেশী কমিউনিটির পথ নির্দেশকদের তুলে ধরেছেন। স্বল্প দৈর্ঘ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে সমাজকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

সভা শেষে তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন শায়েখ আব্দুল কাদের সালেহ।

সভায় শিরনী বিতরন করেন -সোনালী স্বপ্নের সভাপতি মিসেস কামরুন নাহার শোভা মতিন। তিনি মরহুম সৈয়দ আফসার উদ্দিনের স্মৃতি চারন করে বলেন যে -বৃটেন এসে প্রথম এক বছর তিনি তার বাসায় ছিলেন। একজন সৎ ও কর্মবীর লোক ছিলেন।

গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ঢেউটিন বিতরণ

গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের পক্ষ থেকে শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ঢেউটিন বিতরণ করা হয়েছে। গত ২২শে এপ্রিল সোমবার সকাল ১১টায় গোলাপগঞ্জ জামেয়া ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ বিতরণ অনুষ্ঠানে গোলাপগঞ্জ জামেয়া ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক মাওলানা আব্দুল খালকের সভাপতিত্বে ও সমাজসেবী ও যুব সংগঠক এহতেশামুল আলম জাকারিয়ার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হেতিমগঞ্জ আইডিয়াল মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা জমির উদ্দিন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা কাজী সমিতির সেক্রেটারী শাহিদুর রহমান, হেতিমগঞ্জ বাজার বণিক সমিতির সভাপতি আব্দুল মালিক, গোলাপগঞ্জ দোকান শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন সিলেট-১ এর উপদেষ্টা কুতুব উদ্দিন, ছাত্র নেতা সাজ্জাদুর রহমান নিপু।

অনুষ্ঠানে বক্তারা গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের ভুয়সী প্রশংসা করে বলেন, এ প্রবাসী সংগঠনটি দেশের

যেকোন বিপদে মানুষের পাশে থাকে। শিলাবৃষ্টিতেও গোলাপগঞ্জ উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের তারা পাশে দাঁড়িয়েছে।

বক্তারা সংগঠনের সভাপতি কাওছার হোসেন কোরেশি (নিপু) ও সাধারণ সম্পাদক মুহিবুল হল নান্নু এবং কোষাধ্যক্ষ আব্দুল আলী সহ সংগঠনের সকলের প্রতি এমন উদ্যোগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

"Respect for all sums up London Enterprise Academy nicely. Pupils have pride in themselves and their school. They are polite, courteous and welcoming. They, too, are welcomed into school, regardless of their background or previous experiences" - **Ofsted, July 2022**

London Enterprise Academy

The school offers:

- New modern classrooms with laptops for every student
- A menu of enrichment activities to choose from
- Small class sizes with strong discipline
- High quality teaching and learning
- Broad and balanced curriculum
- Excellent GCSE results

Visit us for
Year 7,8 & 9 places

New outdoor playground

"The teachers never failed to keep the students motivated all the time"
- Year 11 parents

Thank you for the best secondary school experience! I've enjoyed my 5 years here
- Khadisa, Year 11

81-91 Commercial Road, London E1 1RD
E: info@londonenterpriseacademy.org T: 020 7426 0746
www.londonenterpriseacademy.org

International School Award | Eco-Schools England | DofE THE DUKE OF EDINBURGH'S AWARD | Partnership London SCITT | LPPA Leading Parent Partnership Award 2018-2021

ইউকে ওয়েলস আওয়ামী লীগের উদ্যোগে কার্ডিফে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত

ফয়ছল মনসুর: "বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অনন্য এক অবিস্মরণীয় দিন, ১৭ ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে যুক্তরাজ্য ওয়েলস আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১ ঘটিকায় কার্ডিফের মেঘনায় "বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে মুজিবনগর সরকার' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ও ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সভাপতিত্বে এবং ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা এম.এ.মালিক এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব আনকার মিয়া, ওয়েলস আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক গোলাম মর্তুজা, দফতর সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, ওয়েলস যুবলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আহমদ শিবুল, ওয়েলস বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারন সম্পাদক সৈয়দ ইকবাল আহমেদ, ওয়েলস যুবলীগের সভাপতি ভিপি সেলিম আহমদ, সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম মুমিন, সহ সভাপতি রকিবুর রহমান, সাধারন সম্পাদক মফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ বি রুনেল, ও ওয়েলস ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ বদরুল হক মনসুর সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা এম.এ.মালিক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা এবং ত্রিশ লক্ষ শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, মুজিবনগর দিবস বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অনন্য এক দিন এবং মুজিবনগর বাঙালি জাতির বীরত্বের প্রতীক।

সভাপতির বক্তব্যে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ও ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা, এবং মুজিবনগর সরকারের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সকল ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। তিনি দেশে বিদেশে বসবাসকারী সংশ্লিষ্ট সকলকে এই সাফল্য গাঁথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

দুপুর ১২টা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিরতিহীন এই আড্ডায় যেমন ছিলো খাওয়া দাওয়া, তেমনি ছিলো ফেলে আসা দিনের বৈশাখী উৎসবের স্মৃতিচারণ, কবিতা আবৃত্তি ও গান। পাশাপাশি ছিলো বাঙালির চিরায়ত এই সাংস্কৃতিক উৎসবের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ে সৃষ্ট পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র নিয়ে উদ্বেগ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, ষাটের দশকের প্রগতিশীল ছাত্রনেতা, বিলেতে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হাবিব রহমান। তাঁকে সহায়তা করেন, শান্তি দাস ও শ্রেয়া দাশ। এরপর সমবেত কণ্ঠে 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো..' গানটি গেয়ে নববর্ষকে স্বাগত জানান অংশগ্রহণকারীরা। এরপর চলে আলোচনা, কবিতা আবৃত্তি, গান।

লন্ডনে ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি আড্ডা: বাঙালী সংস্কৃতির চিরায়ত রূপে চাই বাংলা নববর্ষ

লন্ডন: বাংলা নববর্ষ'১৪৩১ সালের ১ম দিন পয়লা বৈশাখে লন্ডনের টেমস তীরে বসেছিলো এক মিলন আড্ডা, যে আড্ডায় সবার কণ্ঠেই ছিলো একই চাওয়া, 'বাঙালী সংস্কৃতির চিরায়ত রূপেই আমরা চাই বাংলা নববর্ষ। এ চাওয়া সাময়িক সময়ের জন্য নয়, চিরকালের জন্য'।

রবিবার ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রগতিশীল চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী বন্ধু স্বজনদের উদ্যোগে ডকল্যান্ডের টেমস তীরে অবস্থিত মেমসাহেব রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত এই আড্ডায় এমন আকুতিই বেরিয়ে আসে সবার কণ্ঠে। মজাদার বৈশাখী ভোজে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে অনেকেই স্মৃতিচারণ করেন ফেলে আসা নববর্ষ অনুষ্ঠানগুলোর। ঐদিনগুলো কেন হারিয়ে যাচ্ছে, এর কারন খুজারও চেষ্টা করেন কেউ কেউ। আলোচকরা বলেন, পহেলা বৈশাখ পরমতসহিষ্ণুতা, সদ্ভাব, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং বিবেক ও মনুষ্যত্বের দীক্ষা দিয়ে যায় আমাদের। তাই তো আমরা বলে উঠি- 'প্রাণে প্রাণে লাগুক শুভ কল্যাণের দোলা, 'নবআনন্দ বাজুক প্রাণে', আজ 'মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা'। তারা বলেন, তরুণ প্রজন্ম আজ ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা ভুলতে বসেছে। বিশ্বায়নের বিভ্রান্তি থেকে নতুন প্রজন্মকে হতে হবে শেকড়সন্ধানী। সংস্কৃতি ও নৈতিকতার চেতনা জাগ্রত করে বাঙালি হিসেবে গর্বের সাথে নিজেকে তুলে ধরতে হবে। আকড়ে ধরতে হবে বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতিকে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই আয়োজকদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্র ইউনিয়ন নেতা সত্যব্রত দাশ স্বপন, শাহাব আহমেদ বাচ্চু ও সৈয়দ এনামুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন, ইমতিয়াজ আহমেদ, শামীম আহমদ খান, সৈয়দ হামিদুল হক, সত্যবাণী সম্পাদক সৈয়দ আনাস পাশা, আইয়ুব করম আলী, আনসার আহমদ উল্লাহ, রাজনীতিক হরমুজ আলী, নার্গিস কবীর, সৈয়দা ফেরদৌসি পাশা, বাসন্তী দাস, মৌনী চক্রবর্তী, ড. রিয়া চক্রবর্তী, জলের গানের দীপ রায়, ধনন্জয় পাল, আয়শা রকিব, ড. হাসনিন চৌধুরী, শামীম আরা বেগম হেনা, আফতাব আহমেদ, ড. অসীম চক্রবর্তী, ড. উতসা রায়, মাহমুদ হাসান মিঠু,, হুসনা আলী, রম্য রহিম চৌধুরী, তানভির রুহেল, অজন্তা দেব রায় ও অপূ রায় প্রমূখ।

সংগীত পরিবেশন করেন, বিলেতের খ্যাতিমান সংগীত শিল্পী লুসি রহমান, আশ্রাফুল চৌধুরী মিঠু, লন্ডনের নতুন সাংস্কৃতিক সংগঠন 'অক্ষর'র হুমায়ূন ইলতুত ও জান্নাত ইলতুত। বাদ্যযন্ত্রে সহায়তা করেন ধনন্জয় পাল, সুভাস দাস ও শুভজিত সাহা শুভ।

আবৃত্তি করেন, মৃদুল দাস, ধনন্জয় পাল, নীলুফা ইয়াসমিন হাসান ও টেলিভিশন উপস্থাপিকা উর্মি মাজহার।

অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন একাত্তরের রনাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীন সাংবাদিক, সত্যবাণীর উপদেষ্টা সম্পাদক আবু মুসা হাসান। তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্ম আজ ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা ভুলতে বসেছে। বিশ্বায়নের বিভ্রান্তি থেকে নতুন প্রজন্মকে হতে হবে শেকড়সন্ধানী। সংস্কৃতি ও নৈতিকতার চেতনা জাগ্রত করে বাঙালি হিসেবে গর্বের সাথে নিজেকে তুলে ধরতে হবে। আকড়ে ধরতে হবে বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতিকে। এবারের নববর্ষে আসুন এটিই হোক আমাদের চেষ্টা।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মিডল্যান্ড শাখার ঈদ পুনর্মিলনী সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মিডল্যান্ড শাখার ঈদ পুনর্মিলনী সভা গতকাল ২২ এপ্রিল সোমবার একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। শাখার সভাপতি হাফিজ মাওলানা মুহিবুর রহমান মাছুমের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক হাফিজ আহমদ হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন মিডল্যান্ড শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা মুশফিকুর রহমান মামুন,সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ মাওলানা সৈয়দ নোমান আহমদ, বায়তুলমাল সম্পাদক মাওলানা আব্দুল কারিম, সদস্য হাফিজ মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান মন্জুর, প্রমূখ।

সভায় থেকে ফরিদপুরের মধুখালীর দুই মুসলিম শ্রমিককে নৃশংসভাবে হত্যা ও কয়েকজনকে আহত করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, ৯৫ ভাগ মুসলমানের দেশে মুসলিম শ্রমিকদের নির্যাতন ও হত্যা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায়না।অবিলম্বে গঠনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

শমসেরনগর হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তি ও আউট ডোর কার্যক্রম শুরু

স্বাস্থ্য খাত একটি রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। বলা হয়ে থাকে,যে দেশের জনগণ স্বাস্থ্যের দিক থেকে যত এগিয়ে, সে দেশ তত উন্নত ও সমৃদ্ধ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, যে কোনো দেশে প্রতি এক হাজার মানুষের জন্য একজন ডাক্তার থাকা উচিত। পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশে এক হাজার ৫৮১ জন লোকের জন্য রয়েছেন একজন নিবন্ধিত চিকিৎসক।গ্রামীণ, প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলগুলোতে চিকিৎসক শূন্যতার হার বেশি। অভাব রয়েছে প্রশিক্ষিত নার্সের। অনেক সরকারি হাসপাতালে সরঞ্জাম পাওয়া গেলেও প্রযুক্তিবিদের পদ খালি রয়েছে। আমাদের মতো দেশগুলোর জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ হচ্ছে, জিডিপির পাঁচ শতাংশের মতো অর্থ স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া।

বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এই বিস্ময় যাত্রা যদি কাঙ্ক্ষিত গতিতে অব্যাহত থাকে, তাহলে দেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে। উন্নত দেশ হতে হলে দেশের স্বাস্থ্য খাতেরও টেকসই উন্নয়ন হতে হবে। স্বাস্থ্য খাতের যথাযত উন্নয়ন ছাড়া উন্নত দেশের কাতারে বাংলাদেশের নাম লেখানোর প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

সম্প্রতি মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় শমশেরনগরে গড়ে ওঠেছে শমশেরনগর জেনারেল হাসপাতাল। বাংলাদেশের খ্যাতিমান সংঙ্গীত শিল্পী সেলিম চৌধুরী রয়েছেন এ হাসপাতাল কমিটির সভাপতির দায়িত্বে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে শমশেরনগর হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটি।

সম্প্রতি গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতে হাসপাতাল পরিচালনার জন্য লাইসেন্স দেয়া হয়।

এ উপলক্ষে গত ২১শে এপ্রিল রোববার শমশেরনগর হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটি ইউ কে'র উদ্যোগে বিলেতে বসবাসরত দাতা সদস্য ও বিলেতে বাঙ্গালী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ নিয়ে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব লন্ডনের একটি হলে।

শমশেরনগর হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটি ইউ কে'র আহ্বায়ক ময়নুল ইসলাম খাঁনের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব সাংবাদিক আলাউর রহমান খান শাহীনের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার জাহেদ চৌধুরী।

বদরুল ইসলামের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সুচিত এ অনুষ্ঠানে প্রথমে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হাসপাতাল কমিটির সভাপতি মন্ডলীর সদস্য কবি ও গবেষক সৈয়দ মাসুম। এরপর উপস্থিত দাতা ও অতিথিদের উদ্দেশ্যে হাসপাতালের বিগত সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব সম্মিলিত একটি আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন হাসপাতাল কমিটির সভাপতি মন্ডলীর অন্যতম সদস্য ব্যাংকার সৈয়দ সোহেল আহমদ। আলোচনায় বক্তারা ভূমি দাতা সারওয়ার জামান রানা ও বেগম আলেয়া জামানের এ হাসপাতালের জন্য একশত একান্ন শতক জমি দান, হাসপাতাল স্থাপনের জন্য এক বিরাট অবদান বলে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে হাসপাতাল কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয় আগামী মে মাস থেকেই হাসপাতালের আউটডোর কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে।ইতিমধ্যে হাসপাতালের মূল প্রশাসনিক ভবন যেটি উপাধ্যক্ষ ডঃ আব্দুস শহীদ ভবন নামে পরিচিত তাঁর গ্রাউন্ড ফ্লোরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। হাসপাতালের মূল প্রশাসনিক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরের কাজ শেষ হবার পর প্রথম ফ্লোরের কাজ সম্পন্ন করার জন্য ইংল্যান্ড প্রবাসি ফয়জুল হক ও দ্বিতীয় ফ্লোরের কাজ সম্পন্ন করতে আমেরিকা প্রবাসি রফিকুল ইসলাম রানা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন।

বর্তমানে গ্রাউন্ড ফ্লোরে হাসপাতাল কার্যক্রম চলবে। শুরুতে দৈনিক ৮ ঘন্টা করে ১ জন ডাক্তার ১ জন মেডিকেল এসিসটেন্ট ও একজন নার্স সহ মোট ৯ জন জনবল নিয়ে হাসপাতাল যাত্রা করবে, পরবর্তি ধাপে এটাকে ১৬ ঘন্টা এবং পর্যায়ক্রমে ২৪ ঘন্টা সেবা দানের জন্য হাসপাতালকে উন্মুক্ত করা হবে জানান কমিটির নেতৃবৃন্দরা।

হাসপাতালের দ্রুত অগ্রগতি শুনে সন্তুস্টি প্রকাশ করে প্রধান অতিথি স্পীকার জাহেদ চৌধুরী বলেন, আর্ত মানবতার কল্যানে এ হাসপাতালে যে বা যারা এগিয়ে এসেছেন তারা মহান। আগামীতে যে কোন ধরনের সহযোগীতার প্রয়োজন হলে তিনি সব সময় পাশে থাকবেন বলে আশ্বাস দেন।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ জুবায়ের, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের এক্সিকিউটিভ মেম্বার ও মেনেজিং ডাইরেক্টর মিসবা জামাল, জনপ্রিয় নিউজ কাস্টার, মা ও শিশুরোগ বিশেজ্ঞ ডা. জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার, কাউন্সিলার ব্যারিস্টার মোস্তাক আহমেদ, সাপ্তাহিক সুরমা পত্রিকার সাবেক সম্পাদক কবি আহমদ ময়েজ, বাংলা একাডেমির বিশেষ সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক ও গবেষক ফারুক আহমেদ, কবি ও গবেষক এডভোকেট মুজিবুল হক মনি, পরিবেশবাদীদের ব্রিটেন ভিত্তিক সংগঠন অমরাবতির চেয়ারম্যান কলামিস্ট সাংবাদিক শেবুল চৌধুরী, বাংলাদেশ প্রতিদিন ইউরোপ সংস্করনের ব্যুরো চিফ সাংবাদিক আ স ম মাসুম, দ্যা ইডিটরের সম্পাদক সাংবাদিক আহাদ চৌধুরী বাবু, চ্যানেল এসের মৌলভীবাজার জেলা প্রতিনিধি বর্তমানে ব্রিটেন সফররত সাংবাদিক খালেদ চৌধুরী, কাউন্সিলার রেবেকা সুলতানা, টাওয়ার হ্যামলেটসের সাবেক স্পীকার কাউন্সিলার সাবিনা আক্তার, বিশিস্ট কমিউনিটি নেতা জামান সিদ্দিকী, কবি হাফসা ইসলাম, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মুন কোরেশী, তরুছায়া'র ফাউন্ডার শেখ রওশনারা নিপা, হাসপাতাল কমিটির সভাপতি মন্ডলীর সদস্য এ কে এম জিল্লুল হক, সহ সভাপতি অধ্যক্ষ ফখরুদ্দিন চৌধুরী, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জনাব আব্দুর রহিম, সহ সভাপতি মোজ্জামেল চৌধুরী টিপু,কমিউনিটি এক্টিভিস্ট জুয়েল তরফদার, কমলগঞ্জ ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি অধ্যাপক শেখ শামীম সাহেদ, হাসপাতাল কমিটির সহ সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, কমিউনিটি একটিভিস্ট নুরুজ্জামান চৌধুরী রাসেল, হাসান কাওসার চৌধুরী সিপন, হাসপাতাল কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি মাহবুবুর রহমান বেলাল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নিয়াজ হায়দারী, আব্দুল মোত্তালিব লিটন, আমিনুল রহমান লিটন, রাসেল আহমেদ, মিজানুর রহমান মিটু, আতিকুর রহমান, জয়নাল আহমেদ, খন্দকার সাইদুজ্জামান, খন্দকার আব্দুল করিম নিপু প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে এবং সভা শেষে হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তিতে শোকরিয়া আদায় ও এই হাসপাতালের কার্যক্রমের উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট সাহায্য চেয়ে বিশেষ দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটি ইউকের অন্যতম উপদেষ্টা এ কে এম আবু তাহের চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে প্রজেক্টারের মাধ্যমে হাসপাতাল কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে একটি ভিডিও ফুটেজ ও হাসপাতাল কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সেলিম চৌধুরীর শুভেচ্ছা বার্তা প্রদর্শন করা হয়।

বুরুঙ্গা ইউনিয়ন ফাউন্ডেশন
দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি
২০২৪-২৬ইং

বুরুঙ্গা ইউনিয়ন ফাউন্ডেশনের আগামী ২০২৪ থেকে ২০২৬ ইংরেজি বর্ষের জন্য একটি পরিচালনা কমিটি নির্বাচনের লক্ষ্যে তফশিল ঘোষণা করা হলোঃ
উক্ত নির্বাচন সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করবে। বুরুঙ্গা ইউনিয়ন ফাউন্ডেশন এর নির্বাচন সম্পূর্ণ সংবিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ করা হবে।

মনোনয়ন পত্র জমা শেষ তারিখ
বৃহস্পতিবার, ২৫/০৪/২০২৪ ইং সময়ঃ ৭ ঘটিকা
স্থানঃ Mumbai Square Restaurant, 7 Middlesex St, Spitalfields, London E1 7AA

মনোনয়ন পত্র বাছাই ও প্রত্যাহার চূড়ান্ত তারিখ
শনিবার, ২৭/০৪/২০২৪ ইং সময়ঃ ৭ ঘটিকা
স্থানঃ Mumbai Square Restaurant, 7 Middlesex St, Spitalfields, London E1 7AA

নতুন ট্রাস্টিশীপ গ্রহণের শেষ তারিখ
শনিবার, ২৭/০৪/২০২৪ ইং বিকাল ৭ ঘটিকা
স্থানঃ Mumbai Square Restaurant, 7 Middlesex St, Spitalfields, London E1 7AA

নির্বাচনের তারিখ
বুধবার, ২৯/০৫/২০২৪ ইং সময়ঃ ৭ ঘটিকা
স্থানঃ Mumbai Square Restaurant, 7 Middlesex St, Spitalfields, London E1 7AA

Nomination Fees

Chairperson:	£200	Assistant Secretary	£150
Senior Vice Chairperson	£150	Office Secretary	£150
General Secretary	£200	Women Secretary	£150
Assistant Treasurer	£150	EC Member	£50
Treasurer	£200	Nomination Fees are non refundable and cash only	

যুক্তরাজ্যস্থ বুরুঙ্গা ইউনিয়নবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কামনা করছি।

Siddik Miah
Chairman

Shanur Miah
General Secretary

Elash Ali
Treasurer

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

বই পড়ার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ুক সারা দেশে

ফেসবুকের কারণে এখন বই পড়ার অভ্যাস নাই বললেই চলে. সেটা দেশে হোক আর বিদেশেই হোক। একই কথা প্রযোজ্য ছোট বড় সকল শিক্ষা প্রতিষ্টানের জন্য। প্রযুক্তির প্রভাব বিস্তারে আমাদের জীবন থেকে চিরায়ত অনেক অভ্যাসই হারিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে একটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায় বই পড়া। বই পড়ার প্রতি আগের মানুষের ঝোঁক এখন তেমন দেখা যায় না। সময়ের পরিক্রমায় এলাকায় এলাকায় গ্রন্থাগারচর্চার দিনগুলোও হারিয়ে গেছে।

এরপরও বই পড়া নিয়ে কিছু প্রচেষ্টা আমাদের আশাবাদী করে তোলে। যেমনটি আমরা দেখি পাবনার বেড়া উপজেলায়। সেখানে স্কুলশিক্ষার্থীদের বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে কিছু তরুণ ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁরা সেখানে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন, যা বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। দুটি ভ্যানে গড়ে তোলা হয়েছে এই ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার। পালা করে ভ্যান দুটি বেড়া পৌর এলাকা ও উপজেলার হাটুরিয়া-নাকালিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাচ্ছে। ভ্যানের ওপরের অংশে সুদৃশ্য ছাউনি আর ছাউনির নিচে কয়েকটি তাক। এসব তাকে সাজিয়ে রাখা নানা ধরনের বই। টিফিনের সময় শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে বই নিয়ে পড়ে। কেউবা আবার ওই ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের খাতায় নাম, রোল নম্বর লিখে বই বাড়িতে নিয়ে যায়। সব মিলিয়ে ব্যতিক্রম এই ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে।

শিক্ষার্থীদের মুঠোফোনের গেমসের আসক্তি দূর করতে এবং বই পড়ায় আগ্রহী করে তুলতে এক দল উদ্যমী তরুণ-তরুণীর এমন প্রয়াস। মূল উদ্যোক্তাদের বেশির ভাগই স্থানীয় স্কুল-কলেজে পড়ালেখা শেষ করে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছেন। কিন্তু ফেলে আসা গ্রাম ও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কথা তাঁরা ভুলে যাননি। অনুজ শিক্ষার্থীদের মানসগঠন ও জ্ঞানচর্চার প্রতি তাঁরা ঠিকই চিন্তিত হয়েছেন। ফলে এমন উদ্যোগ তাঁরা নেন।

মূলত 'শিক্ষার্থী সহযোগিতা সংগঠন' নামের একটি সংগঠনের ব্যানারে তরুণেরা ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের উদ্যোগটি গ্রহণ করেন। ২০১৬ সালে সরকারি বেড়া বিপিন বিহারী উচ্চবিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী জনকল্যাণমুখী এ সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। সে সময় তাঁরা টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে জনসেবামূলক নানা ধরনের কাজ শুরু করেন। শুরুর দিকে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসংক্রান্ত সহায়তাসহ দুস্থদেরও নানাভাবে সহায়তা করেছে সংগঠনটি। সেই সংগঠন ধীরে ধীরে আরও বড় হয়েছে, বর্তমানে এ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বেড়া উপজেলাসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী।

সংগঠনচর্চা কীভাবে একটি সমাজকে বদলে দিতে পারে, তার বহু উদাহরণ আছে। এলাকায় এলাকায় সংগঠনচর্চাও এখন অতীত হয়ে গেছে বলা যায়। সেই সংগঠনচর্চাকেও সাফল্যের সঙ্গে ফিরিয়ে এনেছেন বেড়ার এই তরুণেরা। তাঁদের উদ্যোগ প্রশাসনকেও আকৃষ্ট করেছে। স্থানীয় প্রশাসন থেকে এ পাঠাগার তৈরিতে সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়। আমরা বেড়ার এই তরুণদের সাধুবাদ জানাই, সেই সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনকেও। এ উদ্যোগ উদাহরণ হয়ে উঠুক দেশের অন্যান্য এলাকায়ও।

শিক্ষার্থীদের বই পড়ায় উৎসাহী করতে সরকার কে উদ্যোগ নিতে হবে। বেসরকারি পর্যায়েও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা ও পৃষ্টপোষকতা খুবই জরুরি। একটি জ্ঞান নির্ভর সমাজ গড়ার জন্য বেশি করে বই পড়ার বিকল্প নেই। সকলের সহযোগিতায় একটি শিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠবে এই প্রত্যাশা করছি।

ধরিত্রী রক্ষায় মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন

বিধান চন্দ্র দাস

প্রায় ১০০ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব;/ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ'। সময়ের ব্যবধানে পৃথিবীব্যাপী এই হিংসা, উন্মত্ততা আর নিষ্ঠুরতা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধজয়ের নেশায় প্রতিদিনই বলি হচ্ছে মানুষ। যে মুহূর্তে পৃথিবীর ৭০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে, ৩৫ কোটি মানুষ বুভুক্ষায় কাতর, পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ চিকিৎসার অপরিহার্য সেবা থেকে বঞ্চিত, ১৫০ কোটিরও বেশি মানুষ প্রায় আশ্রয়হীন, সেই পৃথিবীতে এখন লাখ লাখ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে যুদ্ধের পেছনে।

তথাকথিত সুখ আর উন্নয়নের নামে মানুষ প্রকৃতিকেও করে তুলেছে বিষাক্ত। ভোগের উদগ্র নেশায় পেয়ে বসেছে মানুষকে। কিন্তু মানুষের অসীম এই ভোগের জোগান মাতা ধরিত্রীর দেওয়ার ক্ষমতা আছে কি? এককথায় বলা যায়, নেই। প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই কারণে ধরিত্রী মাতা এখন অসুস্থ।

বলা হচ্ছে যে মাতা ধরিত্রী এখন উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে। কথাটি বলেছেন পৃথিবীর আটটি দেশের ২৬ জন বিজ্ঞানী মিলে করা একটি গবেষণাকাজের প্রধান প্রফেসর ক্যাথেরিন রিচার্ডসন। এই গবেষকদলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য প্রফেসর জোহান রকস্ট্রম, এ বছর (২০২৪) পরিবেশবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার নামে খ্যাত 'টায়লার পুরস্কার' পেয়েছেন। গবেষণাকাজটি প্রকাশিত হয় গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে, 'আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স' জার্নালে। এই গবেষকরা বলছেন, পৃথিবী সুস্থ থাকার জন্য যে ৯টি 'গ্রহ সীমারেখা' (প্লানেটারি বাউন্ডারিস) যেভাবে থাকা প্রয়োজন, তা এখন আর নেই। তাঁদের করা হিসাবে ৯টির মধ্যে ছয়টি এরই মধ্যে বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে। এগুলো হচ্ছেজ্জধরিত্রী রক্ষায় মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজনজীবজগতের অখণ্ডতা হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবসৃষ্ট ক্ষতিকর পদার্থগুলোর পরিমাণ বৃদ্ধি, সমুদ্র অম্লতা বেড়ে যাওয়া, ভূমির অবস্থা পরিবর্তন এবং জীব-ভূ-রাসায়নিক প্রবাহ বদলে যাওয়া। বাকি তিনটির (ওজোনস্তর ক্ষয়, মিঠা পানি হ্রাস, বাতাসে ক্ষুদ্র কণার উপস্থিতি) সীমা বিপদরেখা অতিক্রম না করলেও তাদের অবস্থাও ভালো নয়। প্রবন্ধটি প্রকাশের এক দিন পরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রফেসর রিচার্ডসন বলেন, '... ...এটি স্পষ্ট সতর্কসংকেত।

এর সঙ্গে আমরা আমাদের রক্তচাপের তুলনা করতে পারি। রক্তচাপ একশ কুড়ি/আশির বেশি থাকলে তা হার্ট অ্যাটাক নিশ্চিতভাবে ঘটাবে, সে কথা বলা না গেলেও সেটি যে ঝুঁকি তৈরি করে, তা তো অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং এই চাপ আমাদের কমানো প্রয়োজন। আমাদের নিজেদের জন্য এবং আমাদের সন্তানদের জন্য।'

বিজ্ঞানীরা বারবার এ ব্যাপারে সতর্ক করে চলেছেন। বেলজিয়ামভিত্তিক একটি গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের (সেন্টার ফর রিসার্চ অন দি এপিডেমিওলজি অ্যান্ড ডিজাস্টার) হিসাব অনুযায়ী গত বছরও (২০২৩) পৃথিবীতে প্রায় ৪০০ প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা, ঝড়, দাবানল, ভূমিকম্প, খরা, ইত্যাদি) সংঘটিত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে প্রায় এক লাখ মানুষের। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ১০ কোটি মানুষ। বিগত ২০ বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত গড় মৃত্যুর তুলনায় এটি ৩৫ শতাংশ বেশি। অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রধানত মানবসৃষ্ট কর্মকাণ্ডের জন্যই পৃথিবীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার বছর আগে মানুষ যখন যাযাবর জীবন ছেড়ে পৃথিবীর নানা জায়গায় স্থায়ী জীবন শুরু করল, মূলত তখন থেকেই মানুষ কর্তৃক প্রকৃতির ভৌত, রাসায়নিক ও জীবজ অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তন প্রকট থেকে প্রকট রূপ ধারণ করেছে। বিগত ৬০ বছরে মানুষ উন্মাদের মতো প্রকৃতি তথা মাতা ধরিত্রী ধ্বংসে উঠেপড়ে লেগেছে। এই উন্মত্ততা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। মানুষের কর্মকাণ্ডে (বায়ু, পানি, মাটি ও অন্যান্য দূষণ) পৃথিবীতে বছরে প্রায় সোয়া এক কোটি মানুষের অকালমৃত্যু হচ্ছে। প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে অন্যান্য জীব প্রজাতিও, যাদের সংবাদ আমরা রাখি না। পৃথিবীর শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আজ সত্যি উদ্বিগ্ন! মাতা ধরিত্রীকে রক্ষায় আমাদের সচেতনতা দরকার।

বিশ্বব্যাপী এই জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৯ সালের পয়লা মার্চ প্রতিবছর ২২ এপ্রিল ধরিত্রী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই থেকে প্রতিবছর দিবসটি আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হচ্ছে। এ বছর এই দিবসটির প্রতিপাদ্য করা হয়েছে, 'গ্রহ বনাম প্লাস্টিকস'। আসলে প্লাস্টিক এখন পৃথিবীর জন্য ভয়ংকর এক সমস্যা হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে বছরে এখন প্রায় ৪০ কোটি টন প্লাস্টিক তৈরি করা হচ্ছে। একটি হিসাবে দেখা গেছে যে গত বছর প্রতি মিনিটে এক লাখ প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরি হয়েছে। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট প্লাটিকের অর্ধেক তৈরি হয় মাত্র একবার ব্যবহারের জন্য। প্রসাধন (টুথ পেস্ট, শ্যাম্পু, মেকআপ, ব্রাশ ইত্যাদি), রং (সিনথেটিক) এবং পোশাকশিল্পে (সিনথেটিক কাপড়) ব্যবহৃত প্লাস্টিকও পরিবেশদূষণ ঘটাচ্ছে।

পৃথিবীর প্রভাবশালী বহু জার্নালে (নেচার, ল্যানসেট, রয়াল সোসাইটি, এলসিভিয়ার ইত্যাদি গ্রুপ) প্লাস্টিক/মাইক্রোপ্লাস্টিক (এক থেকে পাঁচ হাজার মাইক্রোমিলিমিটার দৈর্ঘ্য) দূষণ সম্পর্কে অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। মানুষসহ অন্যান্য জীবদেহে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। একাধিক গবেষণায় মাইক্রোপ্লাস্টিকের সঙ্গে মানবদেহে হরমোন সমস্যা, হার্টের অসুখ, ক্যান্সার থেকে শুরু করে নানা রকম রোগ সৃষ্টির সম্পর্ক পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হয়েছে। মানুষ ছাড়াও প্লাস্টিক/মাইক্রোপ্লাস্টিক অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের সমস্যা তৈরি করছে। মাটি ও পানির ভৌত বৈশিষ্ট্য নষ্ট করাসহ সেখানে বিষাক্ত রাসায়নিক যোগ করছে প্লাস্টিক। এলসিভিয়ার গ্রুপের একটি জার্নালে এ মাসে (এপ্রিল ২০২৪) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, সমুদ্র তলদেশে ৩০ লাখ থেকে এক কোটি ১০ লাখ টন প্লাস্টিক জমা হয়ে দূষণ ঘটাচ্ছে। প্লাস্টিক তৈরির প্রক্রিয়ায়ও বায়ুদূষণ এবং পানিদূষণ ঘটে থাকে। আসলে প্লাস্টিক প্রস্তুতপ্রক্রিয়ার শুরু থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে দূষণ ঘটিয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এখনই প্লাস্টিক তৈরির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে তা ধরিত্রীর বুকে বিপর্যয় ডেকে আনবে। সে কারণেই এ বছর আন্তর্জাতিক ধরিত্রী দিবসে প্লাস্টিককে প্রতিপাদ্য করে তার মাধ্যমে আগামী দেড় দশকের মধ্যে (২০৪০) পৃথিবীতে প্লাস্টিক উৎপাদন ৬০ শতাংশ কমানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহল আশা করছে যে জনসচেতনতা তৈরি, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে (২০৩০) একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক উৎপাদন বন্ধ করা, প্রসাধন ও পোশাক শিল্পের জন্য প্লাস্টিক নীতমালা তৈরি করা এবং প্লাস্টিকমুক্ত বিশ্ব গড়তে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ও উপকরণে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে প্লাস্টিকের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

মাতা ধরিত্রীকে রক্ষা করতে হলে প্লাস্টিক নিয়ন্ত্রণ করাসহ পরিবেশ ও প্রকৃতি ধ্বংসকারী সব ধরনের কাজের লাগাম টেনে ধরা দরকার। ব্যক্তি ভবিষ্যতের চেয়ে সম্মিলিত ভবিষ্যেক বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কভিড-১৯ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে কোনো দেশ সম্পদের পাহাড় গড়লেও তা মানুষের বেঁচে থাকার প্রাথমিক সুযোগগুলো সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। উন্নয়নের অগ্রাধিকার হিসেবে মানুষ ও জীবজগতের স্বাস্থ্যকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

ধরিত্রীকে রক্ষা করতে হলে দূষণ সৃষ্টিকারী দ্রব্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সেই সঙ্গে বাস্তুতন্ত্রবিরোধী কৃষি ও উন্নয়ন, অবৈজ্ঞানিকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, দূষণ সৃষ্টিকারী পদ্ধতিতে শক্তি তৈরি বন্ধ করা দরকার। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বৈষম্য, পিতৃতন্ত্র, অবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ও বন্ধ হওয়া আবশ্যক। প্রকৃতিবান্ধব জীবনদর্শন চর্চা ও অনুসরণ করা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার, পরিবেশ-প্রকৃতি পরিবর্তন বন্ধ করার জন্য 'পদ্ধতি পরিবর্তন' প্রয়োজন। প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন

গ্যাস সংকটে বন্ধ শাহজালাল সারকারখানার উৎপাদন

সিলেট অফিস : গ্যাস সংকটে ১ মাসের বেশী সময় ধরে বন্ধ রয়েছে দেশের বৃহৎ ইউরিয়া সার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (এসএফসিএল)। ইউরিয়া সার

উৎপাদনের অন্যতম কাঁচামাল প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছে এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটি।

গ্যাস সরবরাহ করে কবে নাগাদ সংকট কাটবে এরকম সরকারি কোনো উদ্যোগের খবর না পাওয়ায় সারকারখানার উৎপাদন নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চিয়তা। এবার নিয়ে চলতি অর্থবছর দু'দফায় উৎপাদন বন্ধের কবলে পড়েছে সারকারখানাটি। আধুনিক ওই সারকারখানা দীর্ঘদিন এভাবে বন্ধ থাকলে এর স্বয়ংক্রিয় মেশিনগুলোতে ত্রুটি দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কাও রয়েছে।

জানা যায়, বাপেক্সের নিয়ন্ত্রণাধীন জালালাবাদ গ্যাস জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দিলে গত ১৩ই মার্চ বন্ধ হয়ে যায় শাহজালাল সারাকারখানার সার উৎপাদন। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় ইতিমধ্যে ১২৫ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ৫০ হাজার টন সার উৎপাদন ব্যাহত হয়। শাহজালাল সারকারখানা ফের কবে চালু হবে তা সঠিক করে কেউ বলতে পারছেন না। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, উৎপাদনক্ষম শাহজালাল সারকারখানা জ্বালানি সংকটে বন্ধ রাখার ফলে অর্থবছরে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না । চলতি অর্থবছর শাহজালালের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ছিল ৩ লাখ ৮০ হাজার টন।

মার্চ পর্যন্ত এ কারখানায় উৎপাদন হয়েছে প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার টন। বিদ্যমান পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে ২ মাস পর আগত নতুন অর্থবছরেও এর বিরূপ প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন সংশ্লিষ্টরা। গ্যাস সরবরাহ বন্ধ প্রসঙ্গে বাপেক্সের পরিচালক (অপারেশন) ইঞ্জিনিয়ার কামরুজ্জামান জানান, শাহজালাল সারকারখানার জন্য বর্তমানে গ্যাস সরবরাহের বরাদ্দ নেই, তাই বন্ধ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় বরাদ্দ দিলে গ্যাস সরবরাহ পুনরায় দেয়া হবে। শাহজালাল সারকারখানার কাছে জালালাবাদ গ্যাসের বিপুল বকেয়া পাওনা জমা হয়েছে। সরকার গ্যাসের মূল্য পুনঃনির্ধারণ করে প্রতি ঘনমিটার ১৬ টাকা করলেও শাহজালাল সারকারখানা আগের দর ঘনমিটার প্রতি ৪ টাকা করে পরিশোধ করছে। ফলে বিপুল পাওনা জমা পড়েছে শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেডের কাছে। গ্যাস সরবরাহের ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে তিনি জানান।

শাহজালাল ফাটিলাইজার কোম্পানি লিমিটিডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিয়াবুল হোসেন জানান, সারকারখানা শুধুমাত্র গ্যাসের জন্য বন্ধ আছে। গ্যাস পেলেই পুনরায় কারখানা চালু করা হবে। এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগোযোগ করা হচ্ছে।

জালালাবাদ গ্যাসের পাওনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিষয়টি সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। গ্যাসের মূল্য ইউনিট প্রতি ৪ টাকা থেকে ১৬ টাকায় করা হয়েছে। শাহজালাল সারকারখানায় বর্তমানে প্রতিটন সার উৎপাদনে খরচ হয় প্রায় ৩৬ হাজার টাকা। কিন্তু সরকার নির্ধারিত প্রতিটন সারের বিক্রয় মূল্য ২৫ হাজার টাকা। প্রতি টনে প্রায় ১১ হাজার টাকা ঘাটতি। অন্তত এই ঘাটতি কীভাবে পুষিয়ে নেয়া যায় সেই চেষ্টায় শিল্প, কৃষি এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন গ্যাসের মূল্য ইউনিট প্রতি ৪ টাকা দর দিয়ে উল্লেখিত ঘাটতি, এর বেশি দিলে সারকারখানার ফান্ডে কোনো টাকাই থাকবে না। সারকারখানা পুনরায় চালুর ব্যাপারে এখন পর্যন্ত তার কাছে কোনো তথ্য আসেনি বলেও তিনি জানান।

শাহজালাল সারকারখানার জিএম (একাউন্ট) মো: আব্দুল বারিক জানান, প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের মূল্য ১৬ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। জুন ২০২২ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জালালাবাদ গ্যাস শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেডের কাছে বকেয়া পাওনা পাবে ৭৭৯ কোটি টাকা। শাহজালাল সারাকারখানার উৎপাদনের সফলতা নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, নির্মাণের পর এ পর্যন্ত শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি সরকারের কোষাগারে সার বিক্রি করে অর্থ জমা দিয়েছে ৫৫৫ কোটি টাকা।

সারকারখানার উৎপাদন বিভাগ সুত্র জানায়, বর্তমানে দৈনিক ১৩-১৪শ' টন ইউরিয়া উৎপাদন হয় শাহজালাল সারকারখানায়। নির্মাণের পর ২০১৬ সালে শাহজালাল সারাকারখানা পুরোদমে উৎপাদনে যায়। যাত্রার পর থেকে এ সারকারখানায় নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন দিয়ে আসছিল। জানা যায়, চলতি অর্থবছরের অক্টোবরে শাহজালাল সারকারখানার বিদ্যুতের সাব স্টেশনে গোলযোগ থেকে সৃষ্ট ফ্লাশিংয়ে কারখানার পাওয়ার হাউজের বয়লার শাটডাউন হয়ে পুরো সারকারখানার সবকটি প্ল্যান্ট বন্ধ হয়ে যায়। ওই সময় একটানা ৩৩দিন বন্ধ ছিল সারকারখানার উৎপাদন।

বিজ্ঞমহলের মতে, বাংলাদেশে বিদ্যমান সারকারখানাগুলো উৎপাদনোক্ষম রাখা দরকার, কারণ দেশে এক টন ইউরিয়া সার উৎপাদনে খরচ হয় ৩৫-৩৬ হাজার টাকা,অপরদিকে বিদেশ থেকে ইউরিয়া আমদানি করতে প্রতি টনের খরছ হয় ৬০-৬৫ হাজার টাকা।

ফেঞ্চুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের প্রাক্তণ জিএস স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল মতিন জানান, ফেঞ্চুগঞ্জে পুরাতন সারাকারখানার স্থলে একটি নতুন সারকারখানা স্থাপন ছিল এই অঞ্চলের মানুষের প্রাণের দাবি। দীর্ঘ প্রতিক্ষা ও অনেক ত্যাগ-তীতিক্ষার পর প্রয়াত মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরীর প্রচেষ্ঠা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতার ফল এই শাহজালাল সারকারখানা। দেশে সারের চাহিদা বিবেচনা করে সিলেটবাসীর প্রাণের এই প্রতিষ্ঠান নবনির্মিত শাহজালাল সারকারখানাকে যেকোনো মূল্যে টিকিয়ে রাখতে সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করেন তিনি।

৫ জুন সিলেটের যে সাত উপজেলায় ভোট

সিলেট অফিস : ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদের চতুর্থ ও শেষ ধাপে সিলেটর ৭টিসহ ৫৫ উপজেলায় ভোট হবে। মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) বিকালে আগারগাঁওয়ে নির্বাচনে ভবনে নির্বাচন কমিশনের ৩২তম সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

চতুর্থ ধাপে যেসব উপজেলায় ভোট হবে সেগুলো হলো সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, সদর ও মধ্যনগর; সিলেট জেলার জকিগঞ্জ ও কানাইঘাট; হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট ও মাধবপুর।

কমিশনের বৈঠকের পর ইসি সচিব মো. জাহাংগীর আলম সাংবাদিকদের জানান, চতুর্থ ধাপে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ীড় রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় ৯ মে, বাছাই ১২ মে ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ১৯ মে। প্রতীক বরাদ্দ ২০ মে। আর ভোটগ্রহণ হবে ৫ জুন। ৫৫টি উপজেলার মধ্যে দুটিতে ইভিএমে ভোট হবে বলে তিনি জানান।

হাওরে ধান কাটার ধুম, ভালো ফলনে খুশি কৃষক

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলায় বোরো ধান কাটার ধুম পড়েছে। ধান কাটা ও মাড়াই চলছে পুরোদমে। কিছুদিন পরেই ধানের ফসলের মাঠ ফাঁকা হয়ে যাবে। সোনার ফসল উঠবে কৃষকের গোলায়। সবমিলিয়ে বোরোর বাম্পার ফলন হওয়ায় হাসি ফুটেছে উপজেলার কৃষকদের মুখে। তারা এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন ধান কাটা ও সংগ্রহের কাজে। তাদের সঙ্গে কৃষাণীরাও সহযোগিতা করছেন। বিভিন্ন হাওর ঘুরে দেখা গেছে, প্রায় সব জায়গাতেই ধান

কাটার মহোৎসব চলছে । আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং রোগবালাই কম থাকায় ধানের ফলনও হয়েছে ভালো। যেদিকে দৃষ্টি যায়, শুধু ধান আর ধান। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকেই পুরোদমে বোরো ধান কাটার ধুম পড়ে গেছে। ধান কাটা, মাড়াই, শুকানোসহ আনুষঙ্গিক কাজে কৃষক-কৃষাণীসহ দিনমজুররাও ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

উপজেলা কৃষি বিভাগের তথ্যানুযায়ী, চলতি মৌসুমে শান্তিগঞ্জের বিভিন্ন হাওরে ২২ হাজার ৬৫৪ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে। এই হিসেবে চাল হবে ৯৫ হাজার মেট্রিক টন। যার বাজার মূল্য ৩৮০ কোটি টাকার, এখন পর্যন্ত ধান কর্তন হয়েছে ২৬.৮২ শতাংশ। হাওরে ভর্তুকি মুল্যের ৫১ টি হারভেস্টার মেশিন ধান কাটছে। বোরো আবাদের মৌসুমের শুরু থেকেই মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত তদারকি, কৃষকদের পরামর্শ, প্রণোদনা বীজ- সার ও কৃষি যন্ত্রাংশ বিতরণের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক কৃষকের পাশে থাকায় হাওরে এবার ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার আশা কৃষি বিভাগের।

সাংহাই হাওরের একাধিক কৃষকরা বলেন, ধানের ফলন খুব ভালো হয়েছে। বৈশাখের প্রথম দিন থেকেই কষ্টের ফলানো সোনালি ধান ঘরে তুলতে পেরে সত্যি খুব আনন্দ লাগছে। এই হাওরকে ঘিরেই আমাদের স্বপ্ন, আমাদের সুখ। আশা করছি এবার লাভবান হবো। শান্তিগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা খন্দকার সোহায়েল আহমেদ বলেন, এ বছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ও ফসলে পোকার আক্রমণ এবং রোগবালাইয়ের প্রকোপ না থাকায় বোরোর ভালো ফলন হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি ফসল উৎপাদনের আশা করছি আমরা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই সব ফসল কাটা মাড়াই করে গোলায় তুলতে পারবেন কৃষকরা।

'লন্ডন মহোৎসব': বৈশাখী উৎসবের দামামা বাজল লন্ডনে

লন্ডন: গত ২০ ও ২১ এপ্রিলে লন্ডনের ওয়েম্বলিতে অনুষ্ঠিত হলো দুই বাংলার এক মহাসম্মেলন, 'লন্ডন মহোৎসব'। বাংলা ফিল্ম ও সঙ্গীত জগতের নক্ষত্রদের নিয়ে ওয়েম্বলির সত্তাভিস পাতিদার সেন্টারে অনুষ্ঠিত হলো দু'দিনের এই মহোৎসব। তারাদের এই সমাবেশে কলকাতা থেকে হাজির ছিলেন নায়িকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সুরকার জয় সরকার, নাট্যকার দেবশঙ্কর হালদার, গানের জগতের রাঘব চট্টোপাধ্যায়, লোপামুদ্রা মিত্র, সাহানা বাজপেয়ী, সামন্তক সিনহা, প্রখ্যাত বাউল গায়ক সৌরভ মনি, সাহিত্যিক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনেও বসেছিল চাঁদের হাট। উপস্থিত ছিলেন ব্রেন্ট কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর তারিক ডার, রেডব্রীজের মেয়র কাউন্সিলর জ্যোৎস্না ইসলাম, বার্কিং অ্যান্ড ড্যাগেনহামের মেয়র ডোনা লামসডেন, এমপি ভিরেন্দ্র শর্মা, এমপি বব ব্লুয়াকম্যান, কাউন্সিলর শাম ইসলাম ও অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ক্যান্ডিড কমিউনিকেশন ইউ কে ও কলকাতার পিনাকল ক্যান্ডিড কমিউনিকেশন। ক্যান্ডিড ইউ কে-র কর্ণধার সায়ন্তন দাস অধিকারী জানান, এই মহোৎসব শুধু তারকা বিশিষ্ট পারফরম্যান্স বহুল নয়। এই মহোৎসবে বাঙালির অতি প্রিয় বইমেলা, বাংলার প্রখ্যাত শাড়ি ও গহনার সম্ভার, বাংলার মিষ্টি আর চানাচুর-এর ছিল বিশাল সম্ভার। এমনকি বার্কিং অ্যান্ড ড্যাগেনহামের মেয়র ডোনা লামসডেন কলকাতার প্রখ্যাত আদি মোহিনী মহান কাঞ্জিলালের স্টল থেকে একটি শাড়ি কিনে ফেলেন। এমপি বব ব্লুয়াকম্যান ও চেখে দেখেন কলকাতার মিষ্টি ও চানাচুর। দুই দিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় হাজার দেড়েক মানুষ। মহোৎসবকে ঘিরে লন্ডনের দুই বাংলার বাঙালিদের উৎসাহ ছিল চরম। আদপে এই প্রথম দুই বাংলার বাঙালিকে একাত্ম হতে দেখা গেলো লন্ডন মহোৎসবে। পূর্ব লন্ডনের এক বারো অংশ বাঙালিকে অংশগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছে। বাংলার শাড়ি আর খাবারের স্বাদ নিতে এসেছিলেন নিউহ্যামের কাউন্সিলর মুমতাজ খান। এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এসেছিলেন যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বহু বাঙালি সংগঠন। বেলফাস্ট, গ্লাসগো, লিভারপুল, লিডস, ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম, কার্ডিফ ছাড়াও অন্যান্য জায়গা থেকে বাঙালিদের জমায়েত দেখা যাবে এই মহোৎসবে। কলকাতার পিনাকল ক্যান্ডিডের ডিরেক্টর স্বাতী চক্রবর্তী জানান, বিলেতের বাঙালিরা সবাই মিলে এগিয়ে এসে এই লন্ডন মহোৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলছেন। তাই আমাদের প্রয়াস এই অনুষ্ঠানকে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত করা।

হাউস অফ লর্ডসে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম বেঙ্গল ব্রিটিশ আইকন অ্যাওয়ার্ডস

লন্ডন: গত শুক্রবার ১৯ এপ্রিল হাউস অফ লর্ডসের চমলি রুম অ্যান্ড টেরেসে বসেছিল চাঁদের হাট। ব্যারোনেস উদ্দিনের সহযোগিতায় ও ক্যান্ডিড কমিউনিকেশন ইউকে আর পিনাকল ক্যান্ডিড কমিউনিকেশন ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এই প্রথম হাউস অফ লর্ডসে অনুষ্ঠিত হলো দুই বাংলার গুণীজন সম্বর্ধনা 'বেঙ্গল ব্রিটিশ আইকন অ্যাওয়ার্ডস'। হাউস অফ লর্ডসের এই অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা ও যুক্তরাজ্যের প্রথিতযশা কৃতি বাঙালিরা। যাঁরা নিজ ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। অনুষ্ঠানে ব্যারোনেস উদ্দিন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লর্ড ইভান্স, লর্ড টেলর, এমপি ভিরেন্দ্র শর্মা ও অন্যানরা। এদিনের অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে গত অথিতিদের মধ্যে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ আইকন অ্যাওয়ার্ডস'-এ সম্মানিত করা হয়, কলকাতার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ইআইআইএলএম গোষ্ঠীর কর্ণধার ডঃ আর পি ব্যানার্জি, ৭৫ বছরের পুরোনো প্রখ্যাত চানাচুর ব্র্যান্ড মুখরোচক-এর কর্ণধার প্রণব চন্দ্র, মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্তান সুইটসের কর্ণধার রাজীব পাল, সুন্দরবনের বাঘে আক্রান্ত পুরুষদের বিধবা স্ত্রীদের নিয়ে কর্মরত চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ NGO-র কর্ণধার ঝুম্পা ঘোষ রায়, কলকাতার তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে অ্যালায়েন্স ব্রডব্যান্ডের কর্ণধার রাতুল মৈত্র আর প্রখ্যাত শ্রী বালাজি গোষ্ঠীর কর্ণধার মানব পাল। যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী বাঙালিদের মধ্যে পুরস্কৃত করা হলো সিমার্ক গ্রুপের কর্ণধার ইকবাল আহমেদ OBE, ইউরো ফুডের কর্ণধার সেলিম হুসেইন, চ্যানেল এস-এর চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ চৌধুরী, BBCWE-র প্রতিষ্ঠাতা পলি ইসলাম, নিলাস হোমের কর্ণধার ফারজানা নীলা ঋজঋজ, প্রতিষ্ঠিত সার্জন ডঃ মাহি মুকিত, ডঃ মিতা সাউ, ডঃ শ্যামাসিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও যুক্তরাজ্যের বাঙালি কমিউনিটিকে বহুবিধভাবে সাহায্য করার জন্য হিয়ার অ্যান্ড নাও-এর প্রতিষ্ঠাতা মনীশ তিওয়ারি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন চ্যানেল এস-এর প্রতিষ্ঠাতা মাহি ফিরদৌস জলিল। ক্যান্ডিড কমিউনিকেশন ইউকে-র কর্ণধার সায়ন্তন দাস অধিকারী ও পিনাকল ক্যান্ডিড কমিউনিকেশন ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর স্বাতী চক্রবর্তী জানান, এই প্রথম দুই বাংলার গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হলো হাউস অফ লর্ডসে, যা কিনা নিঃসন্দেহে দুই বাংলার সম্প্রীতি ও সংস্কৃতির আদান প্রদানে এক অন্যতম পদক্ষেপ। উদ্যোক্তাদের আশা ব্যারোনেস উদ্দিনের সহযোগিতায় আগামী বছর এই অনুষ্ঠানের আরও ব্যপ্তি ও বিস্তার করা।

উপজেলা নির্বাচন: বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত তারা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আসন্ন ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপের ভোটে আগামী ৮ মে। সোমবার ছিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। এদিন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা সরে দাঁড়ানোয় তিন উপজেলার চেয়ারম্যান প্রার্থীসহ কয়েকজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

জানা গেছে, নোয়াখালীর হাতিয়া ও ফেনীর পরশুরাম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। এছাড়া বান্দরবানে উপজেলা নির্বাচনের প্রথম ধাপে রোয়াংছড়ি উপজেলায় আওয়ামী লীগের সমর্থিত প্রার্থী চুহ্লামং মারমা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হচ্ছেন।

হাতিয়া উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে তিনজন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। তারা হলেন- স্থানীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আলীর ছেলে আশিক আলী, স্ত্রী আয়েশা ফেরদাউস ও জাতীয় পার্টির নেতা মুশফিকুর রহমান। সোমবার আশিক আলী ছাড়া বাকি দুজন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। হাতিয়া উপজেলা পরিষদের বাকি দুটি পদে একজন করে প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন।

প্রার্থিতা প্রত্যাহারের বিষয়ে মুশফিকুর রহমান বলেন, তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ। ফলে তার পক্ষে মাঠে দৌড়ঝাঁপ করে নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরেও যেতে হবে। তাই তিনি তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন।

ফেনীর পরশুরাম উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে তিনজন প্রার্থীর মধ্যে দুজন গত সোমবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। এতে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন কেবল উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ফিরোজ আহমেদ মজুমদার। প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন উপজেলা পরিষদের তিনবারের চেয়ারম্যান ও পরশুরাম উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি কামাল উদ্দিন মজুমদার ও উপজেলার বক্সমাহমুদ ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান আবুল হাসেম চৌধুরী।

ভাইস চেয়ারম্যান পদের চারজনের মধ্যে তিনজন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। বর্তমানে একক প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন পরশুরাম উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক নুর মোহাম্মদ শফিকুল হোসেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন ইকরামুল করিম মজুমদার, নজরুল ইসলাম ও আবদুল রসুল মজুমদার।

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে একক প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেত্রী শামসুন নাহার পাপিয়া। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন নিলুফা ইয়াসমিন।

বান্দরবানে উপজেলা নির্বাচনের প্রথম ধাপে রোয়াংছড়ি উপজেলায় আওয়ামী লীগের সমর্থিত প্রার্থী চুহ্লামং মারমা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। সোমকার চারজন প্রার্থীর মধ্যে তিনজন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করায় চুহ্লামং মারমা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে রিটার্নিং এস এম কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন জানিয়েছেন।

এদিকে মাদারীপুরের শিবচর উপজেলায় চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে একজন করে প্রার্থী থাকায় তিনজনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার পথে। সোমবার তিন পদে অন্য সব প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিন প্রার্থী বিজয়ের পথে রয়েছেন।

নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, মাদারীপুরের শিবচর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে মো. সেলিম মিয়া ও ফাহিমা আক্তার নামে দুইজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এদের মধ্যে ফাহিমা আক্তার সোমবার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন। ভাইস চেয়ারম্যান পদে বিএম আতাউর রহমান (আতাহার) ও মো. মনিরুজ্জামান মনির মনোনয়নপত্র দালিখ করলেও মো. মনিরুজ্জামান মনির প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন। ফলে বিএম আতাউর রহমান (আতাহার) একক প্রার্থী হওয়ায় ভাইস চেয়ারম্যান পদে বিজয়ের পথে।

একইভাবে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে আয়শা সিদ্দিকা ও শিফাতুন হক অহনা দুই জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও শিফাতুন হক অহনা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন। ফলে এই পদেও আয়শা সিদ্দিকা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার পথে।

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তা আহমেদ আলী বলেন, শেষ দিনে শিবচর উপজেলায় কয়েকজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। যে কারণে তিন পদে তিন জন প্রার্থী থাকায় ভোটগ্রহণ হবে না। তিনজনই বিজয়ের পথে। তবে এখনই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া না গেলেও তারাই মূলত নির্বাচিত।

সোমবার প্রার্থিতা প্রত্যাহার শেষে প্রথম ধাপে ভোটের লড়াইয়ে মাঠে টিকেছেন ১ হাজার ৬৯৩ জন প্রার্থী।

ইসির নির্বাচন ব্যবস্থাপনা শাখার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রথম ধাপে ১৫০ উপজেলার ভোটে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ১ হাজার ৮৯১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। এদের মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ৬৯৬ জন প্রার্থীনয়নপত্র জমা দিলেও ৯৫ জন প্রার্থী প্রত্যাহার করেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছেন ৬০১ জন প্রার্থী।

ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৭২৪ জনের মধ্যে ৭৯ জন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করায় ৬৪৫ জন ভোটের মাঠে রয়েছেন। এছাড়া মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৪৭১ জনের ২৪ জন প্রার্থী প্রার্থিতা প্রত্যাহার করায় থাকলেন ৪৪৭ জন।

বান্দরবানের তিন উপজেলায় ভোট

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : পার্বত্য জেলা বান্দরবানের তিন উপজেলায় নির্বাচন স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মঙ্গলবার সকালে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভা শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান ইসি সচিব মো. জাহাংগীর আলম।

যৌথ অভিযান থাকার কথা জানিয়ে ইসি সচিব বলেন, বর্তমানে বান্দরবানের থানচি, রোমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দায়িত্ব পালন করছে। এজন্য এ তিন উপজেলার নির্বাচন স্থগিত। চার নির্বাচন কমিশন, জননিরাপত্তা বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাবসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের সিদ্ধান্তের বিষয়ে সচিব জানান, উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে- এবার উপজেলা নির্বাচনে অন্য স্থানীয় সরকার নির্বাচনের চেয়ে বেশি সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিয়োজিত করা হবে। চার ধাপে ভোট হওয়ায় জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের চাহিদা অনুযায়ী মোতায়েন করা হবে।

'পার্বত্য জেলা বান্দরবানে বিশেষ করে রুমা, থানচি ও রোয়াংছড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযযান চলমান রয়েছে। আপাতত এ তিনটি উপজেলার নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে সুবিধাজনক সময়ে এ নির্বাচন করা হবে' বলেন সচিব।

অপারেশন চলমান থাকায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সুপারিশের ভিত্তিতে এ তিনটি উপজেলার নির্বাচন পরবর্তীতে করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানান ইসি সচিব জাহাংগীর আলম। আগামী ৮ মে রোয়াংছড়ি ও থানচিতে ভোট হওয়ার কথা রয়েছে। রুমার ভোট হওয়ার কথা রয়েছে ২১ মে।

এবার প্রথম ধাপে ১৫০ ও দ্বিতীয় ধাপে ১৬০ উপজেলার ভোট হওয়ার কথা রয়েছে। তৃতীয় ধাপে ১১২টির ভোট ২৯ মে এবং চতুর্থ ধাপের ভোট হবে ৫ জুন।

২ এপ্রিল রুমা উপজেলার সোনালী ব্যাংকে ডাকাতি করে অর্থ লুট করে একদল সশস্ত্র লোক। পুলিশের ১০টি এবং আনসার সদস্যের চারটি অস্ত্র ও লুট করে নিয়ে যায় তারা। অপহরণ করা হয় ব্যাংকটির ব্যবস্থাপক নেজাম উদ্দিনকে। দুদিন পর রুমার একটা পাহাড়ি এলাকা থেকে ছাড়া পান তিনি। রুমার ঘটনার একদিন পর ৩ এপ্রিল থানচি উপজেলার সোনালী ও কৃষি ব্যাংকেও দিন-দুপুরে অর্থ লুটের ঘটনা ঘটে।

দুটি ঘটনায় পাহাড়ে সশস্ত্র সংগঠন কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট-কেএনএফ জড়িত বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এরপর থেকে লুট হওয়া অস্ত্র-অর্থ উদ্ধার, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রুমা ও থানচিতে অভিযান চালাচ্ছে যৌথ বাহিনী। অভিযানে অংশ নিয়েছে সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যের যৌথ বাহিনী। যৌথ বাহিনীর এ অভিযান সমন্বয় করছে সেনাবাহিনী। যৌথ বাহিনীর এই অভিযানে বিভিন্ন এলাকা থেকে এখন পর্যন্ত ২১ নারীসহ ৭১ জনকে গ্রেফতারের খবর জানিয়েছে পুলিশ।

কাতারের সঙ্গে ৫ চুক্তি ও ৫ সমঝোতা স্মারক সই

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন বাংলাদেশ সফররত কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি। এ সময় দুই দেশের মধ্যে ৫টি চুক্তি ও ৫টি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে।

এর আগে মঙ্গলবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে বসেন কাতারের আমির। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়।

এর আগে সকাল সোয়া ১০টায় রাজধানীর তেঁজগাওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পৌঁছালে টাইগার গেটে তাকে ফুল দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

একান্ত বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গোব হলে ফটোসেশনে অংশ নেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কাতারের আমির শেখ তামিমের।

২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠনের পর মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশ থেকে এটিই প্রথম উচ্চপর্যায়ের রাষ্ট্রীয় সফর।

অনিবন্ধিত অনলাইন নিউজ পোর্টাল বন্ধের ঘোষণা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশে প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমের অনলাইন, অনলাইনের জন্য নিবন্ধিত এবং নিবন্ধন পেতে আবেদন করা অনলাইন গণমাধ্যম ছাড়া বাকি সব অনলাইন বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত।

শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) আয়োজিত মিট দ্য রিপোর্টার্স অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ ঘোষণা দেন।

ডিআরইউ'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক) মিজান রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ শুকুর আলী শুভ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশে একেবারে প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমের ২১৩টি অনলাইন আছে। আর নিবন্ধিত অনলাইন আছে ২১৩টি। অর্থাৎ মোট ৪২৬টি অনলাইন আছে। একই সঙ্গে যেগুলো দরখাস্ত করেছে, প্রক্রিয়াধীন আছে সবগুলোর লিস্ট করতে বলা হয়েছে। এর বাইরে যত অনলাইন নিউজ পোর্টাল আছে, সেগুলো আমরা সব বন্ধ করে দেব।

তিনি বলেন, দরখাস্ত করলে নিবন্ধন পাওয়ার আগ পর্যন্ত বন্ধ হবে না। কারণ, নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা অনলাইন কিভাবে চলছে সেটা দেখতে হবে।

বর্তমান সরকারের ১০০ দিনে তথ্য প্রতিমন্ত্রী কতটা সফল- এমন এক প্রশ্নের উত্তরে আরাফাত বলেন, ১০০ দিন খুবই অল্প সময় বড় রকমের সফলতা দাবি করার জন্য। অনেক কাজ এগিয়েছে, কাজ যখন প্রক্রিয়াধীন থাকে সেটাকে প্রকাশ করা যায় না, ফলাফলটা যখন আসবে তখন করা যাবে।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকারমুক্ত গণমাধ্যম, সাংবাদিকতার চমৎকার পরিবেশ এবং মত-প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য যা যা উপকরণ লাগে সেই বিষয়গুলোকে নিশ্চিত করতে চাই। আর মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে যাদের অবস্থান, তারাই অপতথ্যের ওপর ভর করে অপরাজনীতি করে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, তথ্য প্রবাহকে অবারিত করতে চাই। তথ্য অধিকার আইন শেখ হাসিনার আমলেই সংসদে পাশ হয়েছে। তথ্য পাওয়ার অধিকার আইনগতভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে সেটাকে বাস্তবে আমরা আরও বেশি নিশ্চিত করতে চাই। রাষ্ট্র পরিচালনায় যারা আছেন তাদের অনেকের তথ্য সরবরাহে কিছুটা অনীহা আছে। তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমরা একটা বার্তা দিয়েছি, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে। আমরা চাচ্ছি তথ্য অধিকার আইনকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য। তথ্য যদি চাওয়া হয় তবে তথ্য দিতে হবে।

তিনি বলেন, জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে। এই তথ্য দেওয়ার বিষয়টি আমাদের ক্ষেত্রেও বাধ্যতামূলক। এটাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করছি প্রশাসনের প্রত্যেকটি স্তরে। যদি তথ্য না থাকে তখনই অপপ্রচারের সুযোগ তৈরি হয়। কাজেই কিছু প্রশাসনিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে। যেন খুবই অল্প সময়ের মধ্যে সাংবাদিকদের কাছে তথ্য পৌঁছাতে পারি এবং আপনারা জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, একইভাবে তথ্যের বিপরীতে অপতথ্য সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। তাই সবাই মিলে কিভাবে তথ্যের অবাধ প্রবাহকে আরও সুনিশ্চিত করতে পারি এবং এটি করতে গিয়ে আমি যেটা চিন্তা করি অপতথ্যকে রোধ করতে হবে। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা পেশাদারিত্বের বাইরে গিয়ে অপসাংবাদিকতা করার চেষ্টা করে, আসল সাংবাদিকতাকে তারা সবচেয়ে বেশি প্রশ্নবিদ্ধ করে।

আরাফাত বলেন, সমাজে অপশক্তি আছে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেনি। অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সমাজের বিপরীতে তারা একটি অন্ধকারের সমাজ তৈরি করতে চায়। জঙ্গিবাদ মৌলবাদের সমাজ তৈরি করতে চায়। এই অপশক্তির সঙ্গে আমাদের নিরন্তর লড়াই। এই লড়াই করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বাস্তবায়ন, অর্থাৎ মুক্ত গণতন্ত্র, মুক্ত গণমাধ্যম, অবাধ মত-প্রকাশের স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে কখনো কখনো হোঁচট খেয়েছি। ক্লাইমেট ঝুঁকির চেয়ে বেশি ঝুঁকি হচ্ছে অপতথ্যের ঝুঁকি। সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষ করে এখানে কোনো ধরনের নীতিমালা না থাকার কারণে এই অপতথ্যের বিস্তার ঘটছে।

তিনি বলেন, মূলধারার গণমাধ্যমে একটা নীতিমালা আছে। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো নীতিমালা না থাকার কারণে এর ডালপালা বিস্তৃত হচ্ছে। সেইখানে আমরা একটা নীতিমালার আওতায় আনতে চাচ্ছি। মিথ্যা খবর কোনোভাবে সমাজের কল্যাণ আনতে পারে না। এখানে সবাই একমত। আমরা কিন্তু বলছি না সরকারের পক্ষে বা আওয়ামী লীগের পক্ষে হোক। কিন্তু খবর সত্য হোক সেটা সরকার বা আওয়ামী লীগের পক্ষে-বিপক্ষে যাক।

এআইয়ের কবলে ভারতের নির্বাচন

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়েছে। নির্বাচন কেন্দ্র করে দুই বলিউড তারকার ভুয়া ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। এতে দেখা যায় তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদির বিপক্ষে কথা বলছেন আর কংগ্রেসের জন্য ভোট চাচ্ছেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে এ দুটি ভিডিও গত সপ্তাহ থেকে পাঁচ লাখেরও বেশিবার

দেখা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ৩০ সেকেন্ডের এক ভিডিওতে আমির খান ও ৪১ সেকেন্ডের আরেকটি ভিডিওতে রণবীর সিংকে দেখা গেছে। নকল এসব ভিডিওতে এই দুই বলিউড তারকাকে দিয়ে বলানো হয়েছে, মোদি তার প্রধানমন্ত্রিত্বের দুই মেয়াদে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এবং সংকটপূর্ণ অর্থনৈতিক ইস্যুগুলো সমাধানে ব্যর্থ হয়েছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি করা উভয় ভিডিও কংগ্রেসের নির্বাচনি প্রতীক ও 'ন্যায়ের পক্ষে ভোট দিন, কংগ্রেসকে ভোট দিন' স্লোগান দিয়ে শেষ হয়েছে।

কংগ্রেসের মুখপাত্র সুজাতা পাল গত ১৭ এপ্রিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে রণবীর সিংয়ের সেই নকল ভিডিওটি শেয়ার করেন। ভিডিওটি গত শনিবার বিকাল পর্যন্ত ২ হাজার ৯০০ শেয়ার হয়েছে এবং ভিডিওটিতে ৮ হাজার ৭০০টি লাইক পড়েছে। আর ৪ হাজার ৩৮ বার 'ভিউ' হয়েছে।

সুজাতা পাল রয়টার্সকে বলেন, 'ভিডিওটির মানুষটি দেখতে রণবীর সিংয়ের মতো। আর ভিডিওটিতে সৃজনশীলতা (ক্রিয়েটিভি) রয়েছে। তাই এক্সে শেয়ার করেছি।'

এ বিষয়ে কংগ্রেসের সামাজিকমাধ্যম সেলের প্রধানের মন্তব্য চেয়ে অনুরোধ জানায় রয়টার্স, এর কয়েক ঘণ্টা পর রোববার এক্সে ওই পোস্টটি আর দেখা যায়নি।

আমির খান ও রণবীর সিং জানান, ভিডিওগুলো ভুয়া। ফেসবুক, এক্স ও অন্তত আটটি সত্যাসত্য যাচাইকারী (ফ্যাক্ট-চেকিং) ওয়েবসাইট জানিয়েছে, এসব ভিডিওতে কারসাজি করা হয়েছে।

রয়টার্সের ডিজিটাল ভ্যারিফিকেশন ইউনিটও বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। মোদির দপ্তর ও ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) আইটি প্রধান এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য করা রয়টার্সের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।

এআই দিয়ে তৈরি ভুয়া ভিডিও বা ডিপফেইকগুলো এখন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের নির্বাচনগুলোতে ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে চীন এ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভারতে নির্বাচন ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। 'স্টর্ম ১৩৭৬' নামে একটি বেইজিং সমর্থিত গ্রুপ তাইওয়ানের নির্বাচনের সময় অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে তারা ইউটিউবে নির্বাচনি প্রার্থী টেরি গৌ-এর নকল ভিডিও পোস্ট করেছিল।

৮০ বারেরও বেশি ভূমিকম্পে কাঁপল তাইওয়ান

পোস্ট ডেস্ক : পূর্ব এশিয়ার দেশ তাইওয়ানে ৮০ বারের বেশি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পনটি ছিল ৬ দশমিক ৩ মাত্রার।

স্থানীয় সোমবার (২২ এপ্রিল) স্থানীয় সময় রাত থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত দেশটির পূর্ব উপকূলে কম্পনগুলো অনুভূত হয়।

একের পর এক আঘাত হানা এসব ভূমিকম্পে রাজধানী তাইপের ভবনগুলোও কেঁপে ওঠে। তাইওয়ানের আবহাওয়া প্রশাসন বলেছে, পূর্বাঞ্চলের হুয়ালিয়েন শহরে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়।

মঙ্গলবার ভোরে হুয়ালিয়েনের দমকল বিভাগ জানিয়েছে, গত ৩ এপ্রিলের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া একটি হোটেল আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ঝুঁকে পড়েছে। অবশ্য আগের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে এটি বন্ধই ছিল। তবে এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। চলতি মাসের শুরুর দিকে ৭ দশমিক ২ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে তাইওয়ানের হুয়ালিয়েন শহর। এতে অন্তত ১৪ জনের প্রাণহানি ঘটে। উল্লেখ্য, দুটি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলের কাছে অবস্থিত হওয়ায় তাইওয়ানে ভূমিকম্প বেশি দেখা দেয়।

গাজায় নিহতের সংখ্যা ৩৪ হাজার ছাড়িয়ে গেছে

পোস্ট ডেস্ক : গাজার রাফা শহরে আবাসিক ভবনগুলোর ওপর ইসরাইলের নৃশংস বিমান হামলায় নারী ও শিশু সহ কমপক্ষে ১০ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে একই পরিবারের ৮ জন নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে ৭ই অক্টোবরের পর ইসরাইলের হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা ৩৪ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এ সংখ্যা এখন ৩৪ হাজার ৪৯। এ অবস্থায় তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য শুক্রবার সন্ধ্যায় তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে পৌঁছেছেন স্বাধীনতাকামী গাজার যোদ্ধাগোষ্ঠী হামাসের নেতা ইসমাইল হানিয়ে। হামাসের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই দুই নেতা গাজা যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করবেন। ইরানের সঙ্গে ইসরাইলের উত্তেজনার মধ্যে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ রয়েছে। এই ফাঁকে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু অকাতরে গাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করছেন। এ খবর দিয়েছে অনলাইন আল জাজিরা, জিও নিউজ। দ্বিতীয় দিনের মতো শনিবারও ইসরাইলি সেনারা পশ্চিমতীরের তুলকারেমে অবস্থিত নূর শামস শরণার্থী ক্যাম্পে অভিযান চালায়। এতে কমপক্ষে ৫ জন নিহত হয়েছেন।

এর মধ্যে একজন টিনেজার আছে। সাংবাদিকরা বলছেন, সেখানে কয়েক

দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা চালানো হয়েছে। রাফা এলাকার আশপাশে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেছে ইসরাইল। সেখানকার পূর্বদিকের কৃষিজমিকে ধ্বংস করে দিয়েছে তারা। ওদিকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগানের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা রয়েছে হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়ের।

এরদোগান ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সফল হননি তিনি। তবে কাতার বলেছে, তারা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাদের ভূমিকাকে পুনর্মূল্যায়ন করছে। বুধবার দোহাতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান'কে পাঠিয়েছেন এরদোগান। এর মধ্যদিয়ে তিনি আবার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে চান বলে ইঙ্গিত মিলেছে। ২০১১ সালে তুরস্ক ইসরাইলি সেনা গিলাদ শালিতকে মুক্ত করতে একটি চুক্তি করেছিল। তখন থেকেই তুরস্কে হামাসের একটি অফিস আছে। ওই সময় থেকেই ইসমাইল হানিয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন এরদোগান।

এরই মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ফিলিস্তিনে শরণার্থী বিষয়ক জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ। গাজায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ইউএনআরডব্লিউএ'র পরিচালক স্কট অ্যান্ডারসন বলেছেন, মানুষে মানুষে গাদাগাদি। আপনি দেখবেন প্রতিদিন মানুষ খাবার, পানি পাওয়ার জন্য লড়াই করছে। আর এখন তীব্র গরমে তারা একটু ছায়া পাওয়ার চেষ্টা করছে। এ সময়ে মশা নিয়ন্ত্রণ, মাছি নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। চেষ্টা করা উচিত সার্বিক পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি করা।

ব্রিটিশ কমেডিতে মালালা ইউসুফজাই

পোস্ট ডেস্ক : শান্তিতে নোবেল বিজয়ী মালালা ইউসুফজাইকে ব্রিটিশ মিউজিক্যাল কমেডি ওয়েব সিরিজে দেখা যাবে। 'উই আর লেডি পার্টস' এ হাজির হবেন এই মানবাধিকারকর্মী। এটি চলতি বছরের মে মাসে প্রিমিয়ার হওয়ার কথা রয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, তার (মালালা) সংগ্রাম এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার জন্য যে সাহসী ভূমিকা ছিল তা ওয়েব সিরিজে উপস্থাপন করা হবে। এর আগে ২০২১ সালে মে মাসে 'উই আর লেডি পার্টস' এর প্রথম সিজন রিলিজ করেছে।

শিক্ষার পক্ষে সাহসী ভূমিকা এবং একটি হত্যা প্রচেষ্টা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত পান মালালা।

প্রসঙ্গত, মালালা ইউসুফজাই পাকিস্তানের তালেবান নিয়ন্ত্রিত একটি অঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে তার সাহসী ভূমিকার কারণে প্রথম আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের নজরে আসেন।

তালেবান জঙ্গিরা ২০১২ সালে মালালাকে স্কুল থেকে ফেরার পথে মাথায় গুলি করে হত্যার চেষ্টা চালায়। ওই ঘটনা তাকে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি এনে দেয়।

১৭ বছর বয়সে ২০১৪ সালে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান।

জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের সদস্যপদ আটকে দিলো যুক্তরাষ্ট্র

পোস্ট ডেস্ক : ফিলিস্তিন নিয়ে জাতিসংঘের প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রস্তাবে ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘে 'সম্পূর্ণ সদস্য পদ' দেয়ার কথা বলা হয়েছিল। আমেরিকা তাতে রাজি হয়নি। বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এই প্রস্তাব আনা হয়। ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে আলজেরিয়া প্রস্তাবটির খসড়া তৈরি করেছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, ফিলিস্তিনকে পূর্ণ সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হোক। ১২টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। দুইটি দেশ ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকে। আমেরিকা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। অর্থাৎ, নিজেদের ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করে তারা।

নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য আমেরিকা, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া এবং চীন। কোনও প্রস্তাব পাস করাতে হলে নিরাপত্তা পরিষদের অন্তত নয়টি সদস্য দেশকে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে হয়। স্থায়ী সমস্ত দেশকে প্রস্তাবের পক্ষে থাকতে হয়। একটি দেশ ভেটো দিলে প্রস্তাব পাস হয় না। শুধু তা-ই নয়, নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব পাস হলে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেলে তবেই ফিলিস্তিন জাতিসংঘের সদস্য হতে পারবে। এখন তারা কেবলই অবজারভার হিসেবে সেখানে আছে।

ভোটের পর জাতিসংঘের মুখপাত্র সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, 'ভাবনা ভালো ছিল। কিন্তু এদিনের প্রস্তাব সময়ের আগেই নেয়া হয়েছে।

এভাবে ফিলিস্তিনকে সদস্য করা সম্ভব নয়। ভোটের আগে আমেরিকার মুখপাত্র জানিয়েছিলেন, আমেরিকা চায় ফিলিস্তিন আলাদা রাষ্ট্রের সম্মান পাক। কিন্তু সেই আলোচনা সরাসরি ফিলিস্তিন এবং ইসরাইলের সদস্যদের একসঙ্গে বসে করতে হবে। আমেরিকা সেখানে মধ্যস্থতা করতে পারে মাত্র। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে অসলো চুক্তিতে ফিলিস্তিনকে নিজস্ব প্রশাসন ও সরকার গঠনের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু তাদের রাষ্ট্রের সম্মান দেয়া হয়নি। তবে ভবিষ্যতে যাতে তারা রাষ্ট্রের সম্মান পেতে পারে, সেই রাস্তা তৈরি করে রাখা হয়েছিল। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার ইরানের মদতপুষ্ট ইয়েমেনের হুতি গোষ্ঠী জানিয়েছে, ইসরাইল গাজা আক্রমণ করার পর থেকে লাগাতার তারা লোহিত সাগরে জাহাজের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। এই নিয়ে মোট ১০০টি জাহাজে হামলা চালানো হয়েছে। হুতিদের মুখপাত্র একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ভারত মহাসাগরে তারা অভিযান শুরু করেছে। অর্থাৎ, জলপথে ইসরাইলের দক্ষিণে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে তারা। মুখপাত্র জানিয়েছেন, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরও জোরদার হবে। ইসরাইল গাজা উপত্যকায় আক্রমণ শুরু করার পর থেকেই হুতি বিদ্রোহীরা লোহিত সাগরে জাহাজের ওপর আক্রমণ শুরু করে। এদিকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরাইলের আক্রমণে গাজা ভূখণ্ডে এখনও পর্যন্ত ৩৪ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে অসংখ্য নারী এবং শিশু আছে।

এসাইলাম প্রার্থীদের রুয়ান্ডা পাঠানো

হাজার অভিবাসীর বাসস্থানের পরিকল্পনা করেছে ব্রিটেন সরকার।

এ প্রসঙ্গে যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট আইজীবি ব্যারিষ্টার আবুল কালাম বলেন, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন পাশ করার পর এই আইনে রাজা স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে তা আইনে রুপান্তর হবে। আর ১২ দিনের মধ্যে প্রথম ফ্লাইট নিয়ে যাবে। কিন্তু গত সোমবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আগামী, ১০/১২ সাপ্তাহের মধ্যে তা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, এসাইলাম আবেদনকারীরা নির্যাতিত নিপীড়িত হয়ে আসেন। তাদের ক্ষেত্রে এ আইন কতটুকু যুক্তিযুক্ত হবে এ নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেন।

উল্লেখ্য, অবৈধ মানব পাচার ঠেকাতে এর আগে ২০২২ সালে প্রথম বরিস জনসন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন এই বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি এই বিলটি পাস করে দেশটির পার্লামেন্ট।

অসহ্য গরমে পুড়ছে দেশ

খবর পাওয়া যাচ্ছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরও তেমন কোনো সুবার্তা দিতে পারেনি। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বিরাজ করতে পারে। বুধবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল পাবনা জেলার ঈশ্বরদীতে। এখানে তাপমাত্রা ছিল ৪০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ৩৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

দাবদাহ থেকে বাঁচতে ও বৃষ্টি চেয়ে স্রষ্টার দরবারে হাত তুলেছেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। বিভিন্ন জেলায় আদায় করা হয়েছে ইসতিসকার নামাজ। এমন পরিস্থিতিতে তাপপ্রবাহে নিজেকে সুরক্ষা রাখতে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ৪ দফা সুপারিশ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

নাটোরের বড়াইগ্রামে কৃষি জমিতেই এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার চান্দাই ইউনিয়নের সাতইল বিলে তার মৃত্যু হয়। নিহত কৃষকের নাম রকুল হোসেন (৩০)। তিনি গাড়ফা উত্তরপাড়া গ্রামের হাজী আব্দুর রহিমের ছেলে। স্থানীয় পল্লীচিকিৎসক আসাদুজ্জামান রঞ্জু বলেন, সকাল থেকে কৃষি জমিতে কাজ করছিলেন তিনি। তীব্র দাবদাহ সহ্য করতে না পেরে পাশের জলাশয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর আগেই তার মৃত্যু হয়। পরে অন্য কৃষকরা তার মৃতদেহ উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। চান্দাই ইউপি চেয়ারম্যান শাহনাজ পারভীন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। অন্যদিকে রাজধানীর ওয়ারী এলাকার গুলিস্তান টোলপ্লাজার পাশের রাস্তায় মো. আলমগীর শিকদার (৪৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। অতিরিক্ত গরমে হিটস্ট্রোকে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বুধবার সকাল ১১টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আনা হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আলমগীর যাত্রাবাড়ীর পশ্চিম শেখদি এলাকার মৃত জমির শিকদারের ছেলে। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ বাচ্চু মিয়া বলেন, ওয়ারী থেকে আসা ওই ব্যক্তিকে ঢামেকের জরুরি বিভাগে আনা হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। জরুরি বিভাগের চিকিৎসকের মাধ্যমে জানতে পারি যে, ওই ব্যক্তি অতিরিক্ত গরমে হিটস্ট্রোকে মারা যেতে পারেন। এর আগে সোমবার রাতে পটুয়াখালীর বাউফলে হিটস্ট্রোকে মোহাম্মদ শাহ আলম (৫০) নামের এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। তিনি পুলিশের ঢাকা গোয়েন্দা শাখায় কর্মরত ছিলেন। শনিবার তিনি ছুটিতে গ্রামের বাড়ি আসেন। সোমবার রাত ৯টায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বাউফল উপজেলা হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখান থেকে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই ওই পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়। তিনি হিটস্ট্রোক করেছিলেন বলে পরিবারকে নিশ্চিত করেছেন হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক। বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. প্রশান্ত কুমার সাহা বলেন, তিনি শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে বরিশালে পাঠানো হয়েছিল।

বুধবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল পাবনা জেলার ঈশ্বরদীতে। এখানে তাপমাত্রা ছিল ৪০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ৩৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল নীলফামারীর ডিমলা ও পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলায়। এখানে তাপমাত্রা ছিল ২১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াম। সন্ধ্যায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. বজলুর রশিদ স্বাক্ষরিত আবহাওয়া বার্তায় বলা হয়, রাজশাহী, পাবনা, খুলনা, বাগেরহাট, যশোর ও পটুয়াখালী জেলার উপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। মৌলভীবাজার, রাঙ্গামাটি, চাঁদপুর, বান্দরবান জেলাসহ ঢাকা, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগ এবং রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অবশিষ্টাংশের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা বিস্তার লাভ করতে পারে। এতে আরও বলা হয়, সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বিরাজ করতে পারে। বৃষ্টিপাত প্রসঙ্গে বলা হয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু'-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং সেইসঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

তীব্র গরমে হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে চার দফা নির্দেশনা দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। সেগুলো হলো- তীব্র গরম থেকে দূরে থাকুন, মাঝে মাঝে ছায়ায় বিশ্রাম নিন; প্রচুর পরিমাণে নিরাপদ পানি পান করুন। হেপাটাইটিস এ.ই. ডায়রিয়াসহ প্রাণঘাতী পানিবাহী রোগ থেকে বাঁচতে রাস্তায় তৈরি পানীয় ও খাবার এড়িয়ে চলুন। প্রয়োজনে একাধিকবার গোসল করুন; গরম আবহাওয়ায় ঢিলেঢালা পাতলা ও হালকা রঙের পোশাক পরুন, সম্ভব হলে গাঢ় রঙিন পোশাক।

সাংবাদিক আফসার উদ্দিনকে শেষ

সাড়ে ১২টা পর্যন্ত মরহুমের মরদেহ শেষবারের মতো দেখার জন্য ব্রিকলেন জামে মসজিদের মেইন হলে রাখা হলে সেখানে উপস্থিত হন গনমাধ্যম কর্মী, স্বজন ও শুভাকাঙ্খীরা। পরে ইস্ট লন্ডন মসজিদে জানাজা শেষে মরদেহ হ্যানল্টের গার্ডেন অব পিসে সমাহিত করা হয়।

সৈয়দ আফসার উদ্দিন এমবিই চ্যানেল এস'র সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার। কাজ করেছেন বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, ভয়েস অব আমেরিকা, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অসংখ্য বিখ্যাত গনমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে। সাংবাদিকতা ছাড়াও তিনি লন্ডনে একজন সফল ভাষা শিক্ষক। আমাদের প্রিয় সহকর্মী। অত্যন্ত বিনয়ী, গুনি এবং ধর্মপ্রান মানুষ ছিলেন আফসার উদ্দিন । ছিলেন চ্যানেল এস'র সবচেয়ে স্টাইলিস্ট নিউজ প্রেজেন্টার। তার সংবাদ উপস্থাপনায় ছিলো আলাদা এক বৈচিত্র।

চ্যানেল এস-এ আমার কাজের বয়স প্রায় ১০ বছর হলো। সপ্তাহের প্রতি শুক্রবারে থাকতো আমার নিউজ রিপোর্টিং ডে। আফসার ভাইয়েরও নিউজ পড়ার ডে হচ্ছে শুক্রবার। এই সুবাদে তার সাথে দেখা হতো গল্প হতো। তিনি সব সময় আমার রিপোর্টিংয়ের প্রশংসা করতেন। আরো ভালো নিউজ স্টোরি করতে পরামর্শ দিতেন। ২০১৬ সালে একদিন আফসার ভাই বললেন, তার কর্মক্ষেত্র ওকল্যান্ড স্কুলে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী অনুষ্ঠান হবে। চ্যানেল এস থেকে আমি যেনো যাই এবং সংবাদটি কাভার করি। যথারিতি আমরা তার দাওয়াতে স্কুলে যাই। সেখানে গিয়ে ওকল্যান্ড স্কুলের বৈশাখী আয়োজন দেখে আমরা বিমোহিত হই। অনুষ্ঠান দেখে যেনো মনে হয়েছে, আমরা বাংলাদেশের কোথাও আসছি বৈশাখী অনুষ্ঠান কাভার করতে। বাংলাদেশী নানা জাতের পিঠা, স্কুলের শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থীদের পড়নে বৈশাখী পোষাক। সব মিলিয়ে মেইনস্ট্রিম স্কুলটি যেনো পরিনত হয়েছিলো বৈশাখী উৎসব মঞ্চে। এমনকি স্কুলের হেড টিচার প্রেট্রিস ক্যানাভান ওবিইকেও তিনি বাংলাদেশের লাল-সবুজের পোষাক পড়তে উৎসাহ যোগান। আফসার ভাইও সবুজ পাঞ্জাবী, লাল স্কার্ফ পড়ে আসেন। তাদের সাথে ছবিটি তুলে রাখি। পড়ে একদিন আমাদের সাগর ভাই, (শহিদুল ইসলাম সাগর),চ্যানেল এস'র আরেক নিউজ প্রেজেন্টার আমার ফেইসবুক ম্যাসেঞ্জারে ছবিটি পোষ্ট করে বলেন, হেড টিচার, আফসার ভাই এবং তোমার ছবিটি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ালে শোভা পাচ্ছে। ছবিটির ক্যাপশনে শিক্ষার্থীদের জন্য বাঙালীদের বৈশাখী উৎসব সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া রয়েছে।

লাল সবুজ হৃদয়ের এই মানুষ, আমাদের প্রিয় আফসার ভাই রাণীর দেওয়া খেতাব এমবিই পেয়েছেন। আমরা গর্বিত হই। চ্যানেল এস পরিবারও তার অর্জনে গর্বিত।

আফসার ভাই, মেইনস্ট্রিম স্কুল টাওয়ার হ্যামলেটসের ওকল্যান্ড স্কুলের দীর্ঘকালীন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার তথা বাংলা শিক্ষক। কমিউনিটির বাংলা শিক্ষায় অবদানের স্বীকৃতি এই এমবিই। এই জয় শুধু আফসার ভাইয়ের নয়। বাংলা ভাষারও।

আফসার ভাই ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ দিন অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেনো তাঁকে দ্রুত জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা দান করেন।

উল্লেখ্য, সৈয়দ আফসার উদ্দিন ১২ এপ্রিল, শুক্রবার রাত ২টা ২০ মিনিটে লন্ডনের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৫৯ বছর। স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন তিনি।

সাংবাদিক সৈয়দ আফসার উদ্দিন কয়েক বছর থেকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেও স্বাভাবিক জীবনযাপন করছিলেন।

সৈয়দ আফসার উদ্দিন এমবিই'র মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান, চ্যানেল এস'র চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, চ্যানেল এস'র ফাউন্ডার মাহি ফেরদৌস জলিল, চীফ এক্সিকিউটিভ তাজ চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ জুবায়ের ও সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ এক শোকবার্তায় মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনার পাশাপাশি তাঁর স্বজনদের ধৈর্য্য ধারণের শক্তি দানের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করেন।

দেশের ব্যাংক সেক্টর এখন কোন পথে?

বিতর্কিত শিল্প গোষ্ঠীর হাতে থাকা ব্যাংকগুলোকে মার্জার করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আলোচনায় ছিল ইউনিয়ন ব্যাংক, গোবাল ইসলামী ব্যাংক, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকসহ ওই গ্রুপের আওতাধীন অন্যান্য একাধিক ব্যাংকের নাম। অথচ ব্যাংক একীভূতকরণের বিষয় সামনে আসলে দেখা যায় এসব ব্যাংকের নামই নেই।

এদিকে এই পরিস্থিতির মধ্যেও ডলারের পাশাপাশি দেশের ব্যাংক খাতে চলছে তারল্য সংকট। সংকট মেটাতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া অব্যাহত রেখেছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো।

মঙ্গলবার এক নিলামে ৩২টি ব্যাংক ও চারটি ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই) রেপো ও তারল্য সহায়তা সুবিধার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে ১৩ হাজার ২০ কোটি টাকা ধার নিয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, ব্যাংকিং খাতে তারল্যের সংকটের মধ্যে ব্যাংকগুলো গত কয়েক মাস ধরে প্রতি কার্যদিবসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে তারল্য সহায়তা পাচ্ছে। তিনি বলেন, এখন ব্যাংকগুলোকে তারল্য সহায়তা কমিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আগামী জুলাই থেকে রেপোর মাধ্যমে তারল্য সহায়তা প্রতিদিনের পরিবর্তে সাপ্তাহিক হবে। মঙ্গলবারের নিলামে ১৮টি ব্যাংক ও চারটি এনবিএফআই সাত দিন মেয়াদি রেপো সুবিধার মাধ্যমে নিয়েছে ৭ হাজার ৫৬৩ কোটি টাকা। এছাড়া একদিনের তারল্য সহায়তা সুবিধার মাধ্যমে ১৪টি ব্যাংক নিয়েছে ৫ হাজার ৪৫৭ কোটি টাকা। এর সুদের হার ছিল যথাক্রমে ৮ দশমিক ১০ শতাংশ ও ৮ শতাংশ। শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংক নয়, ব্যাংকগুলো অর্থ ধার করতে কল মানি মার্কেটেও যাচ্ছে।

অপরদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক একীভূতকরণের বিষয়ে মূল দায়িত্ব পড়েছে সাবেক ডেপুটি গভর্নর ও বর্তমান নীতি উপদেষ্টা আরু ফারাহ মো. নাছের-এর উপর। বাংলাদেশ ব্যাংকের গত কয়েক বছরে বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে তার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এমনকি তার চাকরির বয়স ৬২ শেষ হওয়ার পরও উপদেষ্টা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে রেখে দেয়াকে অনেকে ভিন্ন চোখে দেখছেন। গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারকে ভুল পরামর্শ দিয়ে সুস্থ ব্যাংককে অসুস্থ করে দিয়েছেন। একই সঙ্গে ব্যাংক একীভূতকরণের এই চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তে তার একক হাত রয়েছে বলেও মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। আর তাই ব্যাংক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে পাঁচটি ব্যাংককে একীভূত করতে চাইছে তাদের বেশির ভাগই একীভূত হতে চাচ্ছে না। একীভূতকরণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। অথচ বাংলাদেশ ব্যাংক দাবি করেছে ব্যাংক একীভূত হলেও আমানত নিরাপদ থাকবে।

এদিকে তড়িঘড়ি করে ব্যাংক একীভূত করার প্রতিবাদ জানিয়েছে দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটি বলছে, তড়িঘড়ি ও জোরপূর্বক একীভূতকরণ ব্যাংকিং খাতে অব্যাহত দায়মুক্তির নতুন মুখোশ। ব্যাংক একীভূত করার উদ্যোগের বাস্তবায়ন স্থগিত রাখারও আহ্বান জানিয়েছে টিআইবি। এক বিবৃতিতে টিআইবি বলেছে, স্বেচ্ছাচারীভাবে চাপিয়ে দেওয়া কয়েকটি ব্যাংক একীভূতকরণের ঘোষণা এবং এ প্রক্রিয়ায় থাকা ভালো ব্যাংকগুলোর অস্বস্তি, একীভূত হতে কোনো কোনো দুর্বল ব্যাংকের অনীহা, সব মিলিয়ে ব্যাংকিং খাতে শঙ্কা, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা গভীরতর করেছে, যা একীভূতকরণের পুরো প্রক্রিয়াটিকে শুরুর আগেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে।

ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক কোর্টল্যান্ডের প্রফেসর ড. বিরূপাক্ষ পাল এই প্রক্রিয়াকে 'ফোর্সড ম্যারেজ' বলে উল্লেখ করেছেন। একই সঙ্গে এটা শুধু ব্যাংকগুলোকে তাদের টক্সি অ্যাসেট লুকাতে সহায়তা করবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেওয়া পদক্ষেপকে কেবল জোরপূর্বক একত্রীকরণের বিকৃত পদ্ধতি হিসেবেও উল্লেখ করেছেন।

সূত্র মতে, পদ্মা-এক্সিম ব্যাংকের মার্জার অনেকেই মানলেও বিপত্তি ঘটেছে সিটি ব্যাংক-বেসিক ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক-ইউসিবি ব্যাংক এবং সোনালী ব্যাংক-বিডিবিএল ব্যাংক নিয়ে। এসব ব্যাংকের কর্মকর্তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তকে কোনভাবেই মানতে নারাজ। ব্যাংক খাতকে আরও অস্থির করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মার্জার 'দুরভিসন্ধিমূলক' সিদ্ধান্ত বলছেন। এই সিদ্ধান্তের পর ওইসব ব্যাংক থেকে টাকা তোলার হিড়িক পড়ে। এমনকি এক পর্যায়ে ৫টি বাদে অন্যান্য ব্যাংককে আর মার্জার করা হচ্ছে না এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেও টাকা তোলার হিড়িক কমেনি। আর তাই ব্যাংক বাঁচাতে বাধ্য হয়েই ছুটির দিনেও ব্যাংক কর্মকর্তাদের গ্রাহকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাতে হচ্ছে 'আপনার টাকা ব্যাংকে নিরাপদ'।

পদ্মা-এক্সিম অসামঞ্জস্য চুক্তি : তড়িঘড়ি করে গত ৪ এপ্রিল একীভূত করার বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ নীতিমালাও প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর আগেই এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে পদ্মা ব্যাংক একীভূত করা হয়। এমনকি মার্জার কিভাবে বা বিষয়টা কি এ নিয়ে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুই ব্যাংকের মধ্যে চুক্তিও হয়ে যায়। অথচ ইসলামী ধারার একটি ব্যাংকের সঙ্গে অন্য একটি সাধারণ ব্যাংকের চুক্তি অসামঞ্জস্য। এমনকি দুটি ব্যাংকের কোনটার অবস্থাই খুব একটা ভালো নয়। পদ্মা ব্যাংকতো দীর্ঘদিন থেকে খাদের কিনারে। আর এক্সিম ব্যাংকের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। ব্যালেন্স শীটও শক্তিশালী নয়। একাধিক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, অন্যান্য ব্যাংকের ঋণই এই ব্যাংকটির মূলধন বা শক্তি। এই ব্যাংকটিকেই মার্জার করা দরকার ছিল। অথচ এই ব্যাংকটিকেই দায়িত্ব দেয়া হলো অন্য একটি ভঙ্গুর ব্যাংককে। তাহলে কিভাবে এই মার্জার প্রশ্ন সংশ্লিষ্টদের।

সিটি-বেসিক মার্জার হচ্ছে না : দেশ সেরা ব্যাংকের তালিকায় শীর্ষের দিকেই রয়েছে বেসরকারি খাতের সিটি ব্যাংক। আর অনিয়ম-দুর্নীতি ও সুশাসনের অভাবে দীর্ঘদিন থেকে খাদের কিনারে রাষ্ট্রায়ত্ত বেসিক ব্যাংক। একীভূতকরণ নিয়ে আলোচনা শুরু হলে সংশ্লিষ্টরা ভেবেছিলেন রাষ্ট্রীয় কোন ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হতে যাচ্ছে বেসিক ব্যাংক। আর তাই দুই ব্যাংকের পরিষদই বাংলাদেশ ব্যাংকের একীভূতকরণের চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ। গত ১৯ মার্চ সিটি ব্যাংকের পরিষদকে বেসিক ব্যাংককে একীভূত করার পরামর্শ দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, গত ১৯ মার্চ সিটি ব্যাংকের পরিষদকে বেসিক ব্যাংককে একীভূত করার বিষয়টি চাপিয়ে দেয়া হয়। এরপর গত ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের সঙ্গে সিটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান আজিজ আল কায়সার ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মাসরুর আরেফিনের বৈঠকে বেসিক ব্যাংক একীভূত করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এবং এমওইউ (চুক্তি) করতে বাধ্য করা হয়। অথচ ওই সময়েও বেসিক ব্যাংককে রাখা হয়নি বা বলা হয়নি। এককভাবেই বাংলাদেশ ব্যাংক সিটি ব্যাংককে চাপিয়ে দেয়। এরপর সিটি ও বেসিক ব্যাংকের পরিষদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু দুই ব্যাংকের পরিষদই একীভূতকরণের এই চুক্তি মানতে নারাজ। দুই ব্যাংক মার্জার নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি। কোন ব্যাংকের বোর্ডই মার্জারের পক্ষে নয়। সিটি ব্যাংকের বোর্ডে মার্জারের বিষয়টি পাস না হওয়ায় ইতোমধ্যে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উল্লাস প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ মিষ্টি বিতরণও করেছেন। অপরদিকে বেসরকারি খাতের সিটি ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত না হওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে শতভাগ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বেসিক ব্যাংক। গত ১৭ এপ্রিল বেসিক ব্যাংকের বোর্ড সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে ব্যাংকটির সর্বমহলে উৎসব বিরাজ করছে। এ বিষয়ে বেসিক ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আবু মোফাজ্জল বলেন, গণমাধ্যমে বলা হয়েছিলো বেসিক ব্যাংক বেসরকারি খাতের সিটি ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হচ্ছে। এরপর থেকে বেসিকের আমানতকারীরা আতঙ্কে রয়েছে। এতে ব্যাংকটির বড় ক্ষতি হচ্ছে। এজন্য আমরা অর্থমন্ত্রণালয়ে অনুরোধ করবো যাতে বেসরকারি কোনো ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত না করা হয়। এর আগে গত মঙ্গলবার বেসিক ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে গভর্নরের দপ্তরে এক স্মারকলিপি দেয়া হয়। এমনকি ব্যাংকটির পক্ষ থেকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অযৌক্তিক ও বৈষম্যপূর্ণ এই ধরণের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। অনেকেই মত দিয়েছেন, আলোচিত বেসিক ব্যাংকের ঋণ জালিয়াতির হোতা প্রতিষ্ঠানটির সাবেক চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল হাই বাচ্চুকে বাঁচাতে রাষ্ট্রায়ত্ত বেসিক ব্যাংককে দেশের অন্যতম সেরা সিটি ব্যাংকের সাথে একীভূতকরণের চেষ্টা চলছে। বেসিক ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আবু মোহাম্মদ মোফাজ্জল বলেন, মার্জারের সিদ্ধান্তের ফলে গ্রাহকরা ডিপোজিট (আমানত) তুলে নেয়া শুরু করেছে। এতে আমাদের তারল্য সঙ্কট তৈরি হয়েছে।

ন্যাশনাল-ইউসিবি মার্জার নিয়ে বিস্ময় : বেসরকারি খাতের ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড (এনবিএল) একীভূত হবে অপর বেসরকারি ঋণদাতা ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের সাথে। এই ব্যাংকেও মার্জারের সিদ্ধান্তে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। গত দুইমাস আগে এনবিএল'র পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা সত্ত্বেও একীভূতকরণ নিয়ে বিস্মিত ব্যাংকটির সর্বস্তরের কমকর্তা-কর্মচারী। অথচ গত দুই মাসে ব্যাংকটি অনেকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আর তাই বাংলাদেশ ব্যাংকের চাপিয়ে দেয়া মার্জারের প্রস্তাবে বোর্ড থেকে অনুমোদন মিলেনি। এতে ব্যাংকটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেখা দিয়েছে। ন্যাশনাল ব্যাংকের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, গত দুইমাস আগে ব্যাংকটির চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে একাধিক পরিচালক পদ পুনর্গঠন করা হয়েছে। এরপর থেকে ব্যাংকটি অনেকটা ঘুরে দাঁড়ায়। কিন্তু, একীভূত করার সিদ্ধান্তে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। আমরা ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কোনভাবেই চাচ্ছি না ইউসিবি'র সঙ্গে মার্জার হোক। ন্যাশনাল ব্যাংকের একজন শীর্ষ নির্বাহী বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে আমাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ডেকে একীভূত করার সিদ্ধান্ত জানানো হলেও আমাদের পরিচালনা পরিষদ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেনি।

এদিকে বেসরকারি খাতের ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) শীর্ষ নির্বাহীদের গত ৯ এপ্রিল হঠাৎ ডেকে পাঠায় বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেন ব্যাংকটির নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামান চৌধুরী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ কাদরী। সেখানে তাঁদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ন্যাশনাল ব্যাংককে ইউসিবির সঙ্গে একীভূত করতে হবে। ব্যাংকটির একজন সিনিয়র কর্মকর্তা জানান, এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার কোনো সুযোগই পাননি ইউসিবি নেতৃত্ব। এই দুই ব্যাংকের মার্জারের বিষয়টিও আর্থিকখাত সংশ্লিষ্টদের পছন্দ হয়নি। তাদের মতে, দীর্ঘদিন থেকেই তারল্য সঙ্কটে ভুগছে ইউসিবি। এই ব্যাংকটিকে নিয়ে পৃথকভাবে কাজ করা দরকার ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের। অথচ এই ব্যাংকটিকেই চাপিয়ে দেয়া হলো তাদের থেকে দ্বিগুণ মূলধনের একটি ব্যাংককে। যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অযৌক্তিক।

'ইসরাইলের পরাজয় নিশ্চিত'

বিবৃতিতে বলা হয়, 'জাতিসংঘ সনদের মূলনীতির প্রতি প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাশাপাশি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করতে চায়। এ বিষয়ে জ্যামাইকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামিনা জনসন স্মিথ বলেন, তার দেশ সামরিক পদক্ষেপের পরিবর্তে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান দেখতে চায়। এর আগে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয়েছিল স্পেনসহ ইউরোপের চারটি দেশ। অন্য তিনটি দেশ হলো আয়ারল্যান্ড, মাল্টা ও স্লোভেনিয়া। ইতোমধ্যে তারা ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ নিয়েছে।

হাসপাতালে ভর্তি সৌদি বাদশা সালমান

যোগ দিয়েছেন। এর আগে ২০২২ সালের মে মাসে একই হাসপাতালে গিয়েছিলেন বাদশা সালমান। তখন তার কোলনোস্কপি করা হয়েছিল। অন্য পরীক্ষার জন্য সে সময় তিনি এক সপ্তাহের কিছু বেশি সময় হাসপাতালে অবস্থান করেন। এ ছাড়া ২০২০ সালে গলব্লাডার অপসারণের জন্য অপারেশন করা হয় তার। ২০২০ সালের মার্চে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

তখন রাষ্ট্রীয় মিডিয়া বর্ণনা করেছিল যে, তার সফল মেডিকেল টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে। একই সঙ্গে তার পেসমেকারের ব্যাটারি পরিবর্তন করার কথা ছিল।

রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের স্মার্ট কার্ড প্রদানের সুপারিশ করেছে অর্থ মন্ত্রণালয় স্থায়ী কমিটি

যুক্তরাষ্ট্রে স্কুলে বন্দুক নিয়ে যেতে

তিনি প্রকাশ্যে বন্দুক নিয়ে যেতে পারবেন না। বন্দুক গোপন রাখতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই বন্দুক নিয়ে আসার অনুমতি দেবেন। তার আগে পুলিশকে বিষয়টি জানাতে হবে এবং বন্দুকধারীর পরিচয় দিতে হবে।

রিপাবলিকানদের সংখ্যাধিক্য থাকা টেনেসি হাউসে বিলটি ৬৮-২৮ ভোটে পাস হয়েছে। বিলটি যখন পাস হয়, তখন দর্শক গ্যালারি থেকে স্লোগান দেয়া হয়, আপনাদের হাতে রক্ত লেগে থাকবে।

রিপাবলিকান নেতা রিয়ান উইলিয়ামস বলেছেন, একটি প্রতিরোধক তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। অঙ্গরাজ্যজুড়ে গুলির ঘটনা থামানোর চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সব ডেমোক্র্যাট সদস্য ও চারজন রিপাবলিকান বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

ডেমোক্র্যাট নেতা জাস্টিন জোনস বলেন, রিপাবলিকান সহকর্মীরা আমাদের রাজ্যকে বন্দুকের নলের সামনে রাখছেন। তারা বন্দুক প্রস্তুতকারকদের সাহায্য করছেন। নৈতিক দিক থেকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

জিফোর্ড ল সেন্টারের দাবি, যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক অঙ্গরাজ্যে স্কুলের কর্মী ও শিক্ষকরা স্কুলের মাঠে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যেতে পারেন।

গত কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলে বন্দুকধারীদের তাণ্ডবে অনেক শিশু ও শিক্ষকের প্রাণ গেছে। টেনেসি অঙ্গরাজ্যের নাশভিল শহরে গোলাগুলির এক বছর পর বিলটি পাস হলো।

রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের স্মার্ট কার্ড

অ-আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে আলোচনায় উল্লেখিত স্মার্ট কার্ডের কথা উঠে আসে।

এছাড়াও বিমানবন্দরে নির্বিঘ্নে ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স এর সুবিধা প্রদান করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। রেমিট্যান্স আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্মার্ট অ্যাপস (Smart apps) এর ব্যবহারে প্রবাসীরা যাতে নির্বিঘ্নে অর্থ প্রেরণ করতে পারে সেজন্য তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে স্বচ্ছ প্ল্যাটফর্মে কার্যক্রম গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।

এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিবসহ অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

"সিলেট শহীদ স্মৃতি উদ্যান'-এ লন্ডন

উদ্যান ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা আহমদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি । এই ৩৫ লাখ টাকার মধ্যে ১১ হাজার পাউন্ড একাই দান করেছেন কনজার্ভেটিভ ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ইউকের প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুকিম আহমদ।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের এর সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কনজার্ভেটিভ ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ইউকের প্রেসিডেন্ট মুকিম আহমদ, সিলেট শহীদ স্মৃতি উদ্যান ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা আহমদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদ্যসাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মহিব চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম বাসন, প্রেস ক্লাবের আজীবন সদস্য ও ইউকেবিসিসিআইর সাবেক প্রেসিডেন্ট বজলুর রশীদ এমবিই, আজীবন সদস্য ও ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট পাশা খন্দকার এমবিই, আজীবন সদস্য ও ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউডের সিইও ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান এবং আজীবন সদস্য ও ব্রেন্ট কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলার পারভেজ আহমদ।

ক্লাবের সদ্যসাবেক প্রেসিডেন্ট ও ফান্ডরেইজিং কমিটির প্রধান এমদাদুল হক চৌধুরী অর্থদাতা সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্যদের নাম পড়ে শুনান। তিনি শহীদ স্মৃতি উদ্যান নির্মাণ প্রকল্পের উদ্যোক্তা বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অবঃ) এম এ সালাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. জিয়া উদ্দিন আহমদ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, তাঁরা একটি আন্দোলন শুরু করেছেন। ৫২ বছর পর সিলেটে বধ্যভূমি চিহ্নিত করেছেন । গড়ে তুলেছেন শহীদ স্মৃতি উদ্যান । দেশের অন্যান্য জায়গায়ও একইভাবে কাজ করতে চান তাঁরা । সবার সহযোগিতা থাকলে এখানে একটি গবেষনা পাঠাগার হবে । ছোট্ট পরিসরে হবে মিউজিয়াম।

মুকিম আহমদ বলেন, আমি এই ঐতিহাসিক কাজে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করছি। এ এক অনন্য আয়োজন। যার কারণে আমার মুক্তিযুদ্ধের কথা মনে পড়ে যায়। সেই ৭১ সালে আমি নিজ চোখে দেখেছি মানুষের লাশ পানিতে ভাসছে।

আহমদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি বলেন, আমি কয়েকবার এই উদ্যান পরিদর্শন করেছি। এর স্থাপত্য ডিজাইন যেমন সুন্দর, তেমনি এর চার পাশে রয়েছে নয়নাভিরাম দৃশ্য। এটি ইতিমধ্যে সবার নজর কেড়েছে । আমি একই সাথে প্রেস ক্লাব ও শহীদ স্মৃতি উদ্যান-এর প্রতিনিধিত্ব করে আনন্দিত।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের বলেন, আমাদের ক্লাবের সদস্যরা নানা মানবিক উদ্যোগে সবসময় পাশে থাকেন । আমরা সিলেটে গত ভয়াবহ বন্যায় বিপদগ্রস্ত সাংবাদিকদের জন্য প্রায় ৮ লাখ টাকা পৌঁছে দিয়েছি । সিলেট প্রেস ক্লাবের মাধ্যমেই এই অর্থ পৌঁছে দেয়া হয় । তবে শহীদ স্মৃতি উদ্যানের মতো ঐতিহাসিক প্রকল্পে প্রেস ক্লাব যুক্ত হওয়া সৌভাগ্যের ও গৌরবের।

সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ এই ৩৫ লাখ টাকার তহবিলে যারা অর্থ দিয়েছেন তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন । তিনি বলেন, স্বাধীনতার শহীদ স্মৃতি উদ্যানে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবকে সম্পৃক্ত করতেপারা আমাদের জন্য আনন্দের । এই সহযোগিতার মধ্য দিয়ে শহীদ স্মৃতি উদ্যোনের সাথে আমাদের একটি সেতুবন্ধন রচিত হলো ।

অনুষ্ঠানে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নির্বাহী সদস্য, সাধারণ সদস্য, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সিলেট ক্যাডেট কলেজের পেছনে সালুটিকর বধ্যভূমিতে স্বাধীনতার শহীদ স্মৃতি উদ্যান প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয় ২০২২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর এবং নির্মাণকাজ শেষে উদ্বোধন করা হয় ২০২৩ সালের ৪ই মার্চ । এই প্রকল্প প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অবঃ) এম এ সালাম বীরপ্রতীক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ জিয়া উদ্দিন । ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের স্বজনদের বিভিন্ন এলাকা থেকে ধরে নিয়ে ক্যাডেট কলেজ সংলগ্ন এই বধ্যভূমিতে নৃশংস কায়দায় হত্যা করে মাটিচাপা দেয় । এই বধ্যভূমিতেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'স্বাধীনতার শহীদ স্মৃতি উদ্যান'। যুদ্ধকালিন সময়ে সেখানে মাটিচাপা দেওয়া অজ্ঞাত অনেক শহীদের মধ্য থেকে ৬৬ জনের নাম-পরিচয় সনাক্ত করে পৃথক পৃথক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে । বাকি শহীদদেরও নাম-পরিচয় শনাক্তকরণে কাজ চলছে । ৬৬ শহীদের পরিবার প্রথমবারের মতো দেশের জন্য আত্মোত্যাগকারী তাদের শহিদ স্বজনদের স্মৃতিচিহ্নের সন্ধান পেয়েছেন । নান্দনিক এই স্মৃতি উদ্যানে পর্যায়ক্রমে পাঠাগার, যাদুঘর, কফিশপ এবং আলাদা বসার জায়গা নির্মাণ করা হবে বলে জানা গেছে।

এভিয়েশন শিল্পের উন্নয়নে সহযোগিতা

প্রশিক্ষিত কর্মী তৈরি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা অধিকতর উন্নতকরণসহ আরও সম্ভাব্য নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিস্তৃত পরিসরে সহযোগিতা করতে আগ্রহী। বাংলাদেশকে একটি এভিয়েশন হাবে রূপান্তরের জন্য যুক্তরাজ্য সহযোগীর ভূমিকা রাখতে চায়।"

বাংলাদেশকে সফলভাবে এভিয়েশন হাবে রূপান্তরের জন্য বন্ধু রাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের সহযোগিতার আগ্রহকে স্বাগত জানিয়ে- মন্ত্রী বলেন, এভিশন শিল্পের উন্নয়নে দুই দেশের একত্রে কাজ করাটা হবে আনন্দের। এভিয়েশন শিল্পে কোন কোন ক্ষেত্রে দুই দেশের একত্রে কাজ করার সুযোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হবে।

ফারুক খান আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে থার্ড টার্মিনাল নির্মাণসহ দেশের সকল বিমানবন্দরে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং অধিকতর উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আঞ্চলিক হাবে রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। সৈয়দপুর বিমানবন্দরের উন্নয়ন কাজ সমাপ্তির পর তা বাংলাদেশ, নেপাল, ভারত ও ভুটানের মধ্যে আঞ্চলিক যোগাযোগ, অর্থনীতি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গেম চেঞ্জারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে গিয়ে নারী-

মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) ফরাসি শহর উইমেরুক্সে কাছে একটি এলাকা থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এসময় জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে আরও প্রায় ১০০ জনকে। পুলিশের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে।

জ্যাক বিল্যান্ট নামের কর্মকর্তা জানান, সাত বছর বয়সী এক শিশু, একজন নারীসহ পাঁচজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

উপকূলরক্ষী এক মুখপাত্র বলেছেন, আরও মানুষের সন্ধানে সমুদ্রে উদ্ধার অভিযান চলমান। লা ভয়ঙ ডু নর্ড পত্রিকা জানিয়েছে, মঙ্গলবারের প্রথম দিকে প্রায় ১০০ অভিবাসীকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই অভিযানে অংশ নিয়েছিল তিনটি হেলিকপ্টার এবং বেশ কয়েকটি উদ্ধারকারী নৌকা।

যুদ্ধ এবং দারিদ্র্যতার থেকে মুক্তির আশায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়া থেকে পালিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ব্রিটেনে পৌঁছেছেন কয়েক হাজার অভিবাসী।

চ্যানেলটি বিশ্বের ব্যস্ততম শিপিং লেনগুলোর মধ্যে একটি। এর শক্তিশালী স্রোত ছোট নৌকাগুলোর জন্য এই চ্যানেল পাড়ি দেওয়া বিপজ্জনক করে তোলে।

যুক্তরাজ্যে কঠিন হচ্ছে অসুস্থতাজনিত

(জেনারেল প্রাক্টিশনার) 'সিক নোট' ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। এতে অনেক নাগরিকই 'বেনিফিট' সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিগত দিনগুলো থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অনেক নাগরিক সিক নোট দেখিয়ে সরকারি ভাতা গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি আগামী নির্বাচনে তার দল কনজারভেটিভের জয় নিয়ে আলোচনায় নির্বাচনী অঙ্গীকারে 'সিক নোট' না রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

তিনি বলেন, যদি টোরিরা সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়, কিছু রোগীর জন্য সিক নোট পাওয়ার ব্যবস্থা কঠিন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শুধু 'সিক নোট' তুলে নেয়াই নয়, অনেকের বেনিফিট অর্থাৎ সরকারি ভাতা তুলে নেয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

এক্ষেত্রে তিনি বলেন, যদি কনজারভেটিভরা সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে, তবে কল্যাণমূলক কাজে সংস্কার করা হবে। আয়কর প্রতারণা সহ যারা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সরকারি সুবিধা ভোগ করেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতায়ন করা হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও দাতব্য সংস্থাগুলো এ সিদ্ধান্তের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তারা এই পরিকল্পনাগুলিকে বিশেষ করে প্রতিবন্ধীদের উপর সম্পূর্ণ আক্রমণ বলে উল্লেখ করেছে। প্রতিবন্ধী চ্যারিটি সেন্সের প্রধান নির্বাহী রিচার্ড ক্রামার বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এমন মন্তব্য অবিশ্বাস্যভাবে ক্ষতিকর। অসহায় এবং মিথ্যাভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের 'শিকার' হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। যখন অনেকে কাজ করতে চায় কিন্তু নেতিবাচক মনোভাব, অন্যায্য নিয়োগের অনুশীলন এবং অভাবের কারণে তা করতে বাধা দেয়া হয়।

হজ ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা

আমাদের মনে হচ্ছে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কিছু উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মক্কা হজ মিশনের কিছু কর্মকর্তার অবহেলা বা দায়িত্বহীনতার ফলে এসব জটিলতা তীব্র আকার ধারণ করছে। এগুলোর দ্রুত সমাধান না হলে এবারের হজ ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা প্রবল হচ্ছে বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। যার জন্য বাধ্য হয়ে আমরা আপনাদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তিনি বলেন, চলতি বছরের গত ১৮ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ্জ-১ শাখা হতে সৌদি সরকারের একটি চিঠির বরাতে জানানো হয়, আগামী ২৯ এপ্রিল হজ্জযাত্রীদের ভিসা ইস্যু বন্ধ হয়ে যাবে। চিঠিতে আরও জানানো হয়, ২৯ এপ্রিলের মধ্যে আবশ্যিকভাবে হজযাত্রীদের ভিসা সম্পন্ন করতে হবে। এজেন্সির অবহেলার কারণে হজ্জযাত্রীদের হজে গমন অনিশ্চিত হলে সেই এজেন্সির বিরুদ্ধে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন ২০২১ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাই উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সব চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, অধিকাংশ এজেন্সি এখন পর্যন্ত হজের আনুষঙ্গিক কাজকর্ম সম্পাদন করতে পারেনি, এ কারণে হজ ব্যবস্থাপনায় চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। তাছাড়া এজেন্সি মালিকদের ভিসা জটিলতার কারণে মালিকরা সৌদি গমন করতে পারেননি এবং এখনো সৌদি অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করা হয়নি। সৌদিতে বাড়িভাড়া করা হয়নি এবং ২০ এপ্রিলের মধ্যে হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে টিকা দেওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, সেই টিকা এখনো কোনো হাসপাতালে পৌঁছায়নি। এতকিছু বাকি থাকার পর ২৯ এপ্রিল ভিসা বন্ধ হয়ে যাবে বলে সার্কুলার দেওয়া হয়, যা সম্পূর্ণ অসম্ভব। হজযাত্রীদের অনুষঙ্গিক সবকিছু সম্পাদন করার জন্য মক্কা হজ মিশন ও ধর্ম মন্ত্রণালয় সৌদি সরকারের সঙ্গে বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করতে না পারলে হজযাত্রা অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

এ সময় তিনি সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থপনার বৃহত্তর স্বার্থে হজ ব্যবস্থাপনার সব প্রতিবন্ধকতা দ্রুত নিরসনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করে সরকারের প্রতি আট দফা দাবি তুলে ধরেন।

সউদী আরবে বাড়ছে সিনেমা হল, ৬

প্রদর্শনীর মাধ্যমে আয় হয়েছে ৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন রিয়াল। শুধুমাত্র গত বছর দেশটিতে ১৬ হাজার ৬০০ মিলিয়ন টিকেট বিক্রি হয়েছে। সউদীর সিনেমা হলগুলোতে চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীর এই বিরাট সংখ্যা এবং সিনেমা হলের রমরমা ব্যবসা দেশটির বিনোদন সেক্টরে চলচ্চিত্রের ক্রমবর্ধমান বিকাশকে নির্দেশ করে।

সিনেমা প্রদর্শনীর পাশাপাশি সিনেমা বিষয়ক বিভিন্ন উৎসবও আয়োজন করছে সউদী। গত সপ্তাহে দেশটিতে গালফ সিনেফা উৎসব হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সউদী।

গত মাসে সউদী ফিল্ম কমিশন চীনের বোনা ফিল্ম গ্রুপের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এরমাধ্যমে সউদীর ছবি চীনের বাজারে প্রবেশের সুযোগ পায়। এছাড়া এই চুক্তির মাধ্যমে এই দুই দেশ প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং যৌথ সিনেমা তৈরির ফান্ডসহ নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন সহযোগিতার দ্বার উন্মোচন করে।

এছাড়া সউদী সরকার পাঁচটি দেশে সউদীর সিনেমা প্রদর্শনীর একটি উদ্যোগ নিয়েছে। 'সউদী ফিল্ম নাইট' নামের এই প্রদর্শনীর আওতায় সউদীর সিনেমা দেখানো হবে মরক্কো, অস্ট্রেলিয়া, চীন, ভারত এবং মেক্সিকোতে।

মোদির বিরুদ্ধে ১৭৪০০ নাগরিকের

নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্যকে এক বাক্যে ঘৃণাভাষণ আখ্যা দিয়ে তার নিন্দায় সরব হয়েছেন বিরোধী সব নেতা। রোববার রাজস্থানের একটি সভায় গিয়ে তিনি বলেন, 'সরকারে থাকাকালীন কংগ্রেস বলেছিল দেশের সম্পদের উপর মুসলিমদের অধিকার সকলের আগে। অর্থাৎ দেশের সম্পদ বন্টন করা হবে তাদের মধ্যে, যাদের পরিবারে বেশি সন্তান রয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দেয়া হবে দেশের সম্পদ। কংগ্রেসের ইস্তেহারেই বলা হয়েছে, মা-বোনদের সোনার গয়নার হিসেব করে সেই সম্পদ বিতরণ করা হবে। মনমোহন সিংয়ের সরকার তো বলেই দিয়েছে, দেশের সম্পদে অধিকার মুসলিমদেরই। আপনাদের মঙ্গলসূত্রটাও বাদ দেবে না।'

লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র নিন্দা শুরু করেছে কংগ্রেস। এড হ্যান্ডেলে রাহুল গান্ধী বলেন, 'প্রথম দফার ভোট শেষ হতেই হতাশ হয়ে পড়েছেন মোদি। সেই জন্যই মিথ্যা কথা বলে আমজনতার নজর ঘোরাতে চাইছেন। কিন্তু দেশের মানুষ সমস্ত সমস্যার কথা মাথায় রেখেই ভোট দেবেন।' মোদির সেই মন্তব্য নিয়ে কমিশনে অভিযোগ ঠুকেছে কংগ্রেস ও সিপিআইএম লিবারেশন। শুধু তাই নয়, প্রায় ১৭ হাজার ৪০০ সাধারণ নাগরিকও অভিযোগ করেছেন মোদির বিরুদ্ধে। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, 'প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন, সেটা ভারতের একাংশের নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকারে আঘাত। মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর সরাসরি আক্রমণ।' নাগরিকদের সেই অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন মোদির মন্তব্য খতিয়ে দেখছে। এমনটাই দাবি সূত্রের।

ইমাম আবশ্যক

ফজরের নামাজের জন্য একজন হাফিজ ইমাম আবশ্যক।
আগ্রহী প্রার্থীকে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হলো।

Abdul Mumin
Poplar Central Mosque
253E East India Dock Road
E14 0EG
Mobile: 07947 528 370

শাওয়াল মাসের গুরুত্বপূর্ণ আমল

আসআদ শাইন

শাওয়াল শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থের ব্যাপারে আভিধানিকরা বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করেছেন। এখানে তা উল্লেখ করা হলোড়

এক. শাওয়াল শব্দটি 'শাওল' ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। এর অর্থ ওপরে ওঠা, ওঠানো, উঁচু হওয়া, উঁচু করা ইত্যাদি।

(লিসানুল আরব, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৭৬, কামুসুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা-৮৯৯)

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, এই মাসে (শাওয়াল) নর উট মাদি উটের সঙ্গে সহবাস করে এবং সে সময় তার লেজ সে ওপরে উঠিয়ে নেয়। এ জন্যই এ মাসকে 'শাওয়াল' বলা হয়। (তাফসিরে ইবনে কাসির, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৯৬)

দুই. শাওয়াল শব্দটি 'তাশবিল' ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। অর্থ (উটের দুধ) হ্রাস পাওয়া, কম হওয়া বা কমে যাওয়া ইত্যাদি।

(কামুসুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা-৯০০)

আল্লামা ইবনে মানজুর (রহ.) বলেন, এই মাসে (শাওয়াল) উটের দুধ হ্রাস পেত। এ জন্যই এ মাসকে 'শাওয়াল' বলা হয়। (লিসানুল আরব, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৭৭)

তিন. শাওয়াল শব্দের আরেক অর্থ ছেড়ে যাওয়া বা খালি রাখা। যেহেতু এই মাসে (শাওয়াল) আরবরা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে শিকারে যেত, তাই এ মাসকে 'শাওয়াল' বলা হয়।

(তাজুল আরুস, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৩৯৭, গিয়াসুল লুগাত, পৃষ্ঠা-৩০০)

চার. আল্লামা ইবনে আসাকির (রহ.) শাওয়াল নামকরণের ব্যাপারে বলেন, এ মাসে সব মানুষের গুনাহ উঠিয়ে নেওয়া হয় (অর্থাৎ ক্ষমা করে দেওয়া হয়)। এ জন্যই এ মাসকে 'শাওয়াল' বলা হয়। (তারিখে দামেস্ক, খণ্ড-৪৫, পৃষ্ঠা-৩৩৫, কানজুল উম্মাল, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৮৮)

শাওয়াল মাসের ফজিলত : শাওয়াল মাস একটি বরকতময় মাস। এই মাসের বরকত প্রথম রাত থেকেই শুরু হয়। শাওয়ালের প্রথম দিন তথা ঈদুল ফিতর হলো বরকতময় দিন এবং এর রাতও বরকতময়।

শাওয়াল মাসের প্রথম দিন ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়, যা ইসলামের একটি মহৎ উৎসব এবং মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত খুশি ও আনন্দের দিন।

শাওয়াল মাস হজের প্রস্তুতির প্রথম মাস : আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'হজের কয়েকটি নির্দিষ্ট মাস আছে।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৯৭)

উলামায়ে কিরাম একমত যে আশহুরে হজ তথা হজের মাস তিনটি, যার প্রথমটি হলো শাওয়াল, দ্বিতীয়টি জিলকদ এবং তৃতীয়টি হলো জিলহজের প্রথম ১০ দিন। (ফাতহুল বারি, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২০)

শাওয়াল মাসের আমল : শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখার ফজিলত বহু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যা সহিহ সনদে হাদিসের বহু কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি শাওয়ালের (রমজানের রোজা রাখার পর) ছয়টি রোজা পালন করবে, তা সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব হিসেবে গণ্য হবে। কারণ যে ব্যক্তি একটি নেক আমল করবে, তাকে ১০ গুণ সওয়াব দেওয়া হবে। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৭১৫)

আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখবে এবং তারপর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখবে, সেগুলো সারা বছরের রোজা হিসেবে গণ্য হবে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৬৬৪)

উপরোক্ত হাদিসে রমজানের রোজা রাখার পর শাওয়ালের ছয় দিন রোজা রাখার জন্য পুরো বছর সওয়াব পাওয়ার কারণ সহিহ ইবনে খুজায়মাতে বর্ণনা করা হয়েছে। সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, রমজানের রোজা ১০ মাস এবং (শাওয়ালের) ছয়টি রোজা দুই মাসের (সমান)। অতএব এগুলো সারা বছরের রোজার সমতুল্য।(সহিহ ইবনে খুজায়মা, হাদিস : ২১১৫)

আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব ১০ গুণ। এই হিসাব অনুযায়ী রমজান মাস ১০ মাসের সমপরিমাণ এবং শাওয়ালের ছয়টি রোজা দুই মাসের সমতুল্য। ফলে সব মিলিয়ে পূর্ণ এক বছর হয়। আর এভাবেই সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব পাবে। (শারহুন নববী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৬৯)

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলি (রহ.) শাওয়ালের ছয় দিনের রোজার ব্যাপারে কয়েকটি ফজিলত উল্লেখ করেছেন।

এক. সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব পাওয়া যায়।

দুই. হাশরের দিন নফলের মাধ্যমে ফরজের ঘাটতি ও ত্রুটি পূরণ করা হবে। যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। আর হিসাব অনুযায়ী বান্দার আমল পরিমাপ করা হবে। ফরজ আমলে যদি কমতি বা ঘাটতি থাকে তাহলে নফল আমলের মাধ্যম তা পূরণ করা হবে। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলবেন, দেখো! আমার বান্দার কোনো নফল আমল আছে কি না। যদি থাকে তাহলে আমার বান্দার ফরজের ঘাটতি নফলের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দাও। (আবু দাউদ, হাদিস : ৭৬৬)

উল্লেখ্য, শাওয়ালের ছয় রোজা নামাজের আগে ও পরের সুন্নত ও নফলের মতোই। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রমজানের রোজাগুলোর ঘাটতি ও ত্রুটি পূরণ করে দেবেন।

তিন. রমজানের পর শাওয়ালের রোজা রাখা রমজানের ফরজ রোজা কবুল হওয়ার প্রমাণ ও নিদর্শন। হাদিস থেকে প্রমাণিত যে আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার নেক আমল কবুল করেন, তখন তাকে আরো নেক আমল করার সুযোগ দেন। হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি (রহ.) বলেন, একটির পর দ্বিতীয় নেক আমল করা প্রথম নেক আমল কবুল হওয়ার লক্ষণ। (ইসলাহি মাজালিস, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩১৪)

চার. আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জিকির, হামদ, তাসবিহ, তাকবির ইত্যাদির মাধ্যমে রমজানের রোজা পালনের নিয়ামত ও তাওফিকের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের পক্ষে যা সহজ সেটাই চান, তোমাদের জন্য জটিলতা চান না এবং (তিনি চান) যাতে তোমরা রোজার সংখ্যা পূরণ করে নাও এবং তোমাদের হিদায়াত দান করার দরুন আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব বর্ণনা করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৫)

অতএব, রমজানের বরকত এবং গুনাহ মাফের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রমজানের পরে কয়েকটি রোজা রাখা কাম্য। ওয়াহিব বিন আল ওয়ার্দ (রহ.)-কে কোনো ভালো কাজের পুরস্কার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, কোনো ভালো কাজের পুরস্কার ও প্রতিদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কোরো না, বরং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। কারণ আল্লাহ তাআলা তোমাকে নেক আমল করার তাওফিক দান করেছেন। (লাতায়িফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা-৪৯৩)

জরুরি মাসআলা

এক. শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখা মুস্তাহাব। তাই রমজানের রোজা রাখার পরপর এই ছয়টি রোজা রাখার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা এই ছয়টি রোজা সারা বছর রোজা রাখার সওয়াবের সমতুল্য।

দুই. এই ছয়টি রোজা ফরজ বা ওয়াজিব নয়। তাই কেউ রোজা না রাখলে গুনাহগার হবে না। সুতরাং কেউ রোজা না রাখলে তাকে দোষারোপ করা উচিত নয়, কারণ এটি মুস্তাহাব রোজা, যা পালন করলে সওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু না রাখলে কোনো গুনাহ নেই।

তিন. শাওয়ালের প্রথম দিন (ঈদের দিন) ছাড়া মাসের যেকোনো দিন এই ছয়টি রোজা পালন করা যেতে পারে। একটানা বা বিরতি দিয়ে (উভয়ভাবেই) রাখতে পারবে, যেটি সুবিধাজনক। (আদ দুররুল মুখতার, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৩৫)

আল্লাহ তাআলা আমাদের রমজানের রোজা ও অন্যান্য ইবাদতের শোকরস্বরূপ শাওয়াল মাসের রোজা রাখার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ভদ্র আচরণে সুন্দর হয় জীবন

আলেমা হাবিবা আক্তার

সৌম্য ও ভদ্রতাই মানুষের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য। শালীনতা ও নম্রতা সবচেয়ে বড় গুণ। কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যদি আপনি সুন্দর হাসি দেন, একটি কোমল কথা বলেন, তবে আপনি একজন সত্যিকার সফল ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারলেন। যখন কোনো মৌমাছি কোনো ফুলে বসে তখন সে এটাকে ধ্বংস (নষ্ট) করে না।

কেননা আল্লাহ কোমলতার বিনিময়ে যা দান করেন কঠোরতার বিনিময়ে তা দান করেন না।

কিছু লোক আছেন যাঁদের ব্যক্তিত্ব চুম্বকের মতো আশপাশের লোকদের আকর্ষণ করে। কেননা তাঁরা তাঁদের কোমল ও ভদ্র কথা, তাঁদের ভালো ব্যবহার ও তাঁদের মহৎ কাজের জন্য তাঁরা (ওই লোকদের) ভালোবাসার পাত্র হন। অন্যের বন্ধুত্ব অর্জন করার কৌশল মহান ও বুজুর্গ ব্যক্তিরা জানেন।

এ জন্য সব সময় একদল লোক তাঁদের ঘিরে থাকে। কোনো সমাবেশে শুধু তাঁদের উপস্থিতিটাই আশীর্বাদ, তাঁরা অনুপস্থিত থাকলে তাঁদের অভাববোধ করা হয় এবং তাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়।

বুজুর্গ ব্যক্তিদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো 'খারাপকে ভালো দিয়ে প্রতিহত করো, তাহলে তোমার আর যার মধ্যে শত্রুতা আছে সে এমন হয়ে যাবে যেন সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।' (সুরা : হা-মিম-সাজদা, আয়াত : ৩৪)

মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করার উদ্দেশ্য ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং যারা মন্দ আচরণ করে ক্ষমা করে দেওয়া।

মহান ব্যক্তিরা তাঁদের সততা, ক্ষমা ও ভদ্রতা দিয়ে অন্যের ভেতর থেকে হিংসাকে বের করে ফেলেন। তাঁদের সঙ্গে যে মন্দ আচরণ করা হয়েছে তাঁরা তা ভুলে যান আর যে দয়া তাঁরা পেয়েছেন তাঁরা শুধু তাই মনে রাখেন। তাঁদের কটু ও রুক্ষ কথা বলা হলে তাঁরা তা শোনেন না, বরং চিরতরে পেছনে না ফিরে তাঁরা তাঁদের পথে অনবরত সামনে চলতে থাকেন। তাঁরা শান্ত ও সৌম্য অবস্থায় থাকেন। সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে মুসলমানরা তাঁদের হাত থেকে নিরাপদ থাকেন।

নবী করিম (সা.) বলেছেন, প্রকৃত মুসলিম সে, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুমিন সে, যাকে অন্য মানুষ তাদের রক্ত (জীবন) ও সম্পদের ব্যাপারে বিশ্বাস করে।

রাসুল (সা.) আরো বলেছেন, যারা আমার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার জন্য, যারা আমার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছে বা আমাকে অত্যাচার করেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে এবং যারা আমাকে বঞ্চিত করেছে তাদেরকে দান করতে আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন। (আল্লাহ বলেছেন) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৪)

এ ধরনের লোকদের এ পৃথিবীতে শান্তি ও প্রশান্তির এক আসন্ন পুরস্কারের ঘোষণা দিন। পরকালে জান্নাতে তাদের ক্ষমাশীল প্রভুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার এক মহা সুসংবাদও তাদের দিন। আমিন।

'লা তাহজান' অবলম্বনে

অসচ্ছল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিদান

আহমাদ মুহাম্মাদ

ইসলাম চায় সমাজের বিত্তবানরা সুখে-দুঃখে অভাবী ও অসচ্ছল মানুষের পাশে দাঁড়াক। এ ক্ষেত্রে পরস্পর লেনদেনে কোমলতা কাম্য। অসচ্ছল ও অভাবীকে অবকাশ দিলে পাপ মোচন হয়। নবী করিম (সা.) বলেন, জনৈক ব্যবসায়ী লোকদের ঋণ দেয়।

কোনো অভাবগ্রস্তকে দেখলে সে তার কর্মচারীদের বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও, হয়তো আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। এর ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন। (বুখারি, হাদিস : ২০৭৮)

হুজাইফা (রা.) বলেন, আমি নবী করিম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, একজন লোক মারা গেল, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কি বলতে? সে বলল, আমি লোকদের সঙ্গে বেচাকেনা করতাম। ধনীদের অবকাশ (সুযোগ) দিতাম এবং গরিবদের হ্রাস (সহজ) করে দিতাম। কাজেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয়। (বুখারি, হাদিস : ২৩৯১)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক ব্যক্তির রুহের সঙ্গে ফেরেশতা সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোনো নেক কাজ করেছ? লোকটি জবাব দিল, আমি আমার কর্মচারীদের আদেশ করতাম যে তারা যেন অসচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, অতঃপর তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো। (বুখারি, হাদিস : ২০৭৭)

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২৬.০৪.২৪ শুক্রবার	4:23	5:38	01:45	6:00	8:26	09:45
২৭.০৪.২৪ শনিবার	4:20	5:36	01:30	6:01	8:28	10:00
২৮.০৪.২৪ রবিবার	4:18	5:34	01:30	6:02	8:30	10:00
২৯.০৪.২৪ সোমবার	4:17	5:33	01:30	6:03	8:31	10:00
৩০.০৪.২৪ মঙ্গলবার	4:14	5:31	01:30	6:02	8:33	10:00
০১.০৫.২৪ বুধবার	4:11	5:29	01:30	6:05	8:35	10:00
০২.০৫.২৪ বৃহস্পতিবার	4:09	5:27	01:30	6:06	8:36	10:00

নামায শুপ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

বাংলাদেশ দল নিয়ে 'আশার কথা' শোনালেন মুশতাক

পোস্ট ডেস্ক : গত সপ্তাহেই নিয়োগ চূড়ান্ত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। পাকিস্তানের সাবেক স্পিনার মুশতাক আহমেদকে বাংলাদেশ দলের নতুন বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি। দায়িত্ব পাওয়ার পরই গত সোমবার বিকেলে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন মুশতাক।

আসন্ন জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়েই নিজের অভিযান শুরু করবেন সাবেক তারকা লেগ স্পিনার। টাইগারদের নতুন এই স্পিন কোচের চুক্তির মেয়াদ ধরা হয়েছে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শেষ পর্যন্ত। আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে বসবে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের এই আন্তর্জাতিক আসর।

এর আগে ৫৩ বছর বয়সি সাবেক এই পাকিস্তানি তারকা বেশ কয়েকটি জাতীয় দলের স্পিন বিভাগ সামলেছেন। ২০০৮১৪ ইংল্যান্ড, ২০১৮-১৯ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ২০২০-২২ পাকিস্তান জাতীয় দলের স্পিন কোচ ছিলেন মুশতাক আহমেদ। এছাড়া ২০১৪-১৬ সময়কালে তিনি বোলিং পরামর্শক ছিলেন পাকিস্তানের।

বিসিবির দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে মুশতাক আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ দলের স্পিন বোলিং কোচ হওয়া আমার জন্য অনেক বেশি সম্মানের। আমি আমার দায়িত্ব পালনের দিকে পুরো মনোযোগ দিচ্ছি এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা ক্রিকেটারদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। আমি সবসময়ই বিশ্বাস করি তারা (বাংলাদেশ) বিশ্বের অন্যতম ভয়ংকর দলগুলোর একটি।

বাংলাদেশকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে নতুন কোচ বলেন, তারা যেকোনো দলকেই হারাতে পারে, কারণ তাদের সেই সামর্থ্য, সম্পদ ও প্রতিভা আছে। আমি চেষ্টা করব আমার এই বিশ্বাসটাই তাদের মাঝেও ছড়িয়ে দিতে। বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি বেশ রোমাঞ্চিত।

১৯৯২ সালে পাকিস্তানের একমাত্র ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক মুশতাক আহমেদ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৪৪ ওয়ানডে খেলে তার শিকার ১৬১ উইকেট। এছাড়া ৫২ টেস্ট খেলে এই লেগস্পিনার ১৮৫ উইকেট নিয়েছেন। তবে চোটের কারণে মুশতাকের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষটা ভালো হয়নি।

এরপরও অবশ্য প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের সামর্থ্য দেখিয়ে গিয়েছিলেন মুশতাক। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩০৯ ম্যাচ খেলে তার উইকেট ১ হাজার ৪০৭টি। ইনিংসে চার উইকেট নিয়েছেন ১০৪ বার, ম্যাচে ১০ উইকেট ৩২ বার।

হাল ছেড়ে দিলেন জাভি এখনই নিশ্চিত নন আনচেলোত্তি

পোস্ট ডেস্ক : মাঠে নামার আগে বার্সেলোনার লক্ষ্য ছিল রিয়ালের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান কমিয়ে আনার। আর রিয়ালের উদ্দেশ্য ছিল এই ম্যাচেই শিরোপা জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলার। এমন ম্যাচে দুইবার লিড নিয়েও ধরে রাখতে পারলো না বার্সেলোনা। আর দুইবার পিছিয়ে পড়ে সমতায় ফেরার পর শেষ সময়ের গোলে রোমাঞ্চকর জয় তুলে নেয় রিয়াল। এই ম্যাচের পর শিরোপা দৌড়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন বার্সা বস জাভি হার্নান্দেজ। তবে রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলোত্তি এখনই শিরোপা জয় নিশ্চিত ধরে নিচ্ছেন না।

রোববার লা লিগায় এল ক্লাসিকোতে ঘরের মাঠে বার্সেলোনাকে ৩-২ গোলে হারায় রিয়াল মাদ্রিদ। বার্সাকে দুইবার এগিয়ে দেন ক্রিস্টেনসেন ও ফারমিন লোপেজ। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও লুকাস ভাসকেজ দুই দফায় সমতায় ফেরানোর পর রিয়ালকে জয় এনে দেন জুড বেলিংহ্যাম। ম্যাচ শেষে বার্সা বস জাভি বলেন, তাদের ৩ পয়েন্ট প্রাপ্য ছিল। তিনি বলেন, 'মাঠে রেয়ালের বিপক্ষে আমরাই ভালো ছিলাম এবং সব দিক থেকেই তিন পয়েন্ট আমাদের প্রাপ্য ছিল।

কিন্তু আমরা এমন পরিস্থিতির শিকার হয়ে হেরেছি, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না।' এই ম্যাচের ২৮তম মিনিটে রাফিনিহার ক্রস থেকে বুদ্ধিদীপ্ত টোকায় লামিনে ইয়ামাল গোল করেছেন বলেই মনে হচ্ছিল শুরুতে। রিয়াল গোলরক্ষক আন্দ্রি লুনিন অবশ্য কোনোরকমে আটকে দেন বল। বারবার ভিএআর দেখে শেষ পর্যন্ত গোল দেননি রেফারি। ম্যাচ হারলেও দলের পারফরম্যান্সে গর্ব করেন জাভি। শিরোপা ধরে রাখার আশা অবশ্য ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। জাভি বলেন, 'যেভাবে লড়েছি আমরা, আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত। বিশেষ করে, দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকটি পর্যায়ে খেলা খুব ভালো নিয়ন্ত্রণ করেছি আমরা এবং রক্ষণ খুব ভালোভাবে সামলেছি। রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ভালো ছিলাম আমরা ও লড়াই চালিয়ে যেতে হবে আমাদের এবং দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত করতে হবে।'

অন্যদিকে রিয়াল বস কার্লো আনচেলোত্তি এই জয়কে শিরোপার দিকে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যম মানলেও এখনও নিশ্চিত ধরতে চান না। যদিও সমান ৩২ ম্যাচে রিয়াল এখন বার্সেলোনার চেয়ে ১১ পয়েন্ট এগিয়ে। নাটকীয় কিছু না হলে লা লিগায় ৩৬তম শিরোপাকে এখন বলা যায় তাদের জন্য স্রেফ সময়ের ব্যাপার। রিয়ালের এই ইতালিয়ান কোচ বলেন, 'অবশ্যই, (শিরোপার পথে) গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা। এখন আমরা অনেকটা এগিয়ে। তবে এখনই সব নিশ্চিত ধরে নিতে পারি না। আরও অনেক পয়েন্ট অর্জন করতে হবে আমাদের এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমি-ফাইনালের জন্যও প্রস্তুত হতে হবে।'

গত সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লীগের কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ম্যানচেস্টার সিটির মাঠে জয় পায় রিয়াল। এতে তারা উঠে যায় সেমিফাইনালে। এবার ঘরের মাঠে বার্সেলোনার বিপক্ষে জয়। দুটো ম্যাচ নিয়ে দারুণ সন্তুষ্ট আনচেলোত্তি চান তাড়না, উত্তেজনা ও আবহ ধরে রাখতে। তিনি বলেন, 'দলকে নিয়ে আমি গর্বিত, কারণ দুটি ম্যাচই ছিল অনেক চ্যালেঞ্জিং। খুব ভালোভাবে সামলাতে পেরেছি আমরা এবং সবাই খুবই খুশি। এখন মৌসুমের শেষ ভাগের জন্য তৈরি হতে হবে আমাদের। খুব ভালো অবস্থানে আমরা আছি। এই তাড়না, উত্তেজনা ও আবহ ধরে রাখতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, একসঙ্গে দারুণ কিছু আমরা করতে পারি এই মৌসুমে।'

এর আগে ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটে আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেনের গোলে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। কিন্তু সেই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি তারা। ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের পেনাল্টি গোল ম্যাচে সমতা ফেরায় ১২ মিনিট পরই। দ্বিতীয়ার্ধে ৬৯তম মিনিটে ফারমিন লোপেসের গোলে আবার এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। ৪ মিনিটের ব্যবধানে রিয়ালকে সমতায় ফেরান লুকাস ভাস্কেস। পরে ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে কাউন্টার আক্রমণে জার্মান মিডফিল্ডার জুড বেলিংহ্যামের দারুণ গোল গড়ে দেয় ম্যাচের ভাগ্য।

রিয়ালের কাছে হেরে যা বললেন বার্সা কোচ

পোস্ট ডেস্ক : বার্সেলোনার গোলকিপার মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন ও কোচ জাভি হার্নান্দেজ লা লিগায় গোললাইন প্রযুক্তি না থাকাকে অস্বস্তিকর বলে মন্তব্য করেছেন। রোববার রাতে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে বার্সেলোনার একটি সম্ভাব্য গোল প্রযুক্তির অভাবে নির্ণয় করা যায়নি।

শেষ পর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে হেরে যাওয়ার পর বার্সা কোচ বলেছেন, অবিচারের শিকার হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে তার। লা লিগাকে বিশ্বসেরা লিগ হতে হলে গোললাইন প্রযুক্তি যুক্ত করতেই হবে।

শেষ হতে চলা ২০২৩-২৪ মৌসুমে বার্সেলোনার পাওয়ার নেই তেমন কিছুই। স্প্যানিশ সুপার কাপ, কোপা দেল রে, চ্যাম্পিয়নস লিগ- সব আসর থেকেই খালি হাতে ফিরেছে জাভির দল। লা লিগায়ও ট্রফির দৌড়ে পিছিয়ে অনেকখানি। এর মধ্যে বার্নাব্যুতে রিয়াল মাদ্রিদকে হারাতে পারলে সমর্থকদের জন্য কিছুটা সান্ত্বনা হয়তো হতো! ম্যাচে দুই দফা এগিয়েও যায় বার্সা। কিন্তু জুড বেলিংহামের যোগ করা সময়ের গোলে হেরে গেছে বার্সা।

ম্যাচের ২৮ মিনিটে কর্নার থেকে লামিনে ইয়ামালের টোকা কোনোমতে ঠেকান রিয়াল মাদ্রিদ গোলকিপার আন্দ্রে লুনিন। ক্যামেরার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল দেখেও ঠিক নিশ্চিত হওয়া যায়নি বলটি গোললাইন পেরিয়েছে কি না। যে কারণে গোলও দেওয়া হয়নি।

ম্যাচ শেষে গোললাইন প্রযুক্তি না থাকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বার্সা গোলকিপার টের স্টেগেন, গোললাইনে কী ঘটেছে, বলার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এটা ফুটবলের জন্যই অস্বস্তিকর। এখানে এত টাকা, কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটার জন্যই নেই। আমি

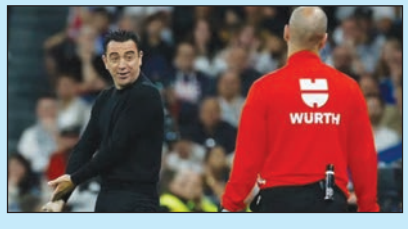

বুঝতে পারছি না, যে প্রযুক্তি অন্যান্য লিগে আছে, আমরা কেন সেটা নিতে পারছি না।

টের স্টেগেনের কথার সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন কোচ জাভিও, আমি ওর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। গোললাইন প্রযুক্তি না থাকাটা অস্বস্তিকর। আমরা যদি এটিকে বিশ্বসেরা লিগে পরিণত করতে চাই, তাহলে এটা লাগবেই।

সংবাদ সম্মেলনে গোললাইন প্রযুক্তি না থাকাকে নিজেদের জন্য অবিচার বলেও মন্তব্য করেন বার্সা কোচ, 'সবাই দেখেছে, কী হয়েছে। আমি আর কী বলব? লিগ কর্তৃপক্ষ আমাকে শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু ছবি তো আছে। আজ মনে হচ্ছে, আমরা পুরোপুরি অবিচারের শিকার হয়েছি। আমি ম্যাচের আগে বলেছিলাম, আশা করি রেফারিং নিয়ে ভাবতে হবে না এবং তিনি সঠিক সিদ্ধান্তই দেবেন। কিন্তু দিন শেষে কোনোটাই ঘটেনি।'

জাভির সংবাদ সম্মেলনের আগেই অবশ্য লা লিগার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের তেবাস লোগলাইন প্রযুক্তি না থাকা নিয়ে নিজের যুক্তি দিয়ে রেখেছেন। ইয়ামালের গোলটি না হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা শুরু হলে লা লিগা প্রধান এক্সে একটি পোস্ট দেন, যেখানে ছিল কিছু সংবাদের শিরোনামের স্ক্রিনশট। ওই সংবাদগুলো ছিল গোললাইন প্রযুক্তির ভুল নিয়ে। ক্যাপশনে লেখাড়'নো কমেন্টস'।

এল ক্লাসিকো জিতে রিয়াল মাদ্রিদ এখন বার্সেলোনার চেয়ে ১১ পয়েন্ট এগিয়ে। লিগে মাত্র ৬ ম্যাচ বাকি থাকায় ট্রফি জয় এখন সময়ের ব্যাপার মাদ্রিদের জন্য। বার্সা কোচ আগাম অভিনন্দনই জানিয়ে রেখেছেন রিয়ালকে, 'লা লিগা ৩৮ ম্যাচের লম্বা পথ। রিয়াল মাদ্রিদকে অভিনন্দন জানাতেই হয়। পুরো মৌসুমে তারা মাত্র একটা ম্যাচ হেরেছে। ট্রফির হিসাব-নিকাশ কার্যত এখানেই শেষ।'

দুঃসংবাদ পেলেন মার্টিনেজ

পোস্ট ডেস্ক : আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ে যারা সব থেকে বেশি অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেনড়এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। ২০২২ সালের বিশ্বকাপে তিনি গোলপোস্টের সামনে চীনের প্রাচীর হয়েই ছিলেন। বাজপাখিখ্যাত এই গোলরক্ষক ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে ম্যাচে দুর্দান্ত সব সেভ করেন। এমনকি টাইব্রেকারেও ফরাসিদের নেওয়া শট ঠেকিয়ে দেন তিনি। এর পর কদিন আগে উয়েফা ইউরোপা কনফারেন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে ফরাসি ক্লাব লিলের বিপক্ষে ম্যাচে টাইব্রেকারে জোড়া শট ঠেকিয়ে অ্যাস্টন ভিলাকে সেমিফাইনালে তুলতে বড় ভূমিকা পালন করেন তিনি।

তবে দলকে সেমিফাইনালে তুললেও দুঃসংবাদ পেয়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী এই গোলরক্ষক। সেমিফাইনালে অ্যাস্টন ভিলা মুখোমুখি হবে গ্রিসের ক্লাব অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে। তবে আগামী ২ মে হতে যাওয়া ম্যাচের প্রথম লেগে মার্টিনেজ খেলতে পারবেন না। কনফারেন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে দুই লেগ মিলিয়ে তিনটি হলুদ কার্ড দেখেছেন

মার্টিনেজ। এ জন্য তাকে এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে উয়েফা।

লিলের বিপক্ষে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে দুবার হলুদ কার্ড দেখেন মার্টিনেজ। কিন্তু এক ম্যাচে দুবার হলুদ কার্ড দেখলেও ম্যাচটি খেলতে পেরেছেন তিনি। কেননা, উয়েফার নিয়মানুযায়ী এক ম্যাচে একবার হলুদ কার্ড দেখলেও তা টাইব্রেকারের সময় দেখা হলুদ কার্ডের সঙ্গে যোগ হয় না। লিলের বিপক্ষে ম্যাচে মার্টিনেজ প্রথম হলুদ কার্ড দেখেন ম্যাচের ৩৯ মিনিটে।

এর পর তিনি দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন ম্যাচের টাইব্রেকারের সময়। এ কারণেই দুই হলুদ কার্ড দেখলেও টাইব্রেকারে তিনিই ছিলেন অ্যাস্টন ভিলার গোলরক্ষক, আর দুর্দান্ত দুটি সেভ করে জয়ের নায়কও তিনিই।

বাংলা পোস্ট

Dr Zaki Rezwana Anwar FRSA

বৃটেন কি ধীরে ধীরে ইউরোপের উত্তর কোরিয়া হয়ে যাচ্ছে?

দু' বছর আগে বৃটিশ সরকার রোয়ান্ডার সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল যেটিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, যারা অবৈধভাবে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ইউকেতে আসবে তাঁদের একটি ওয়ান ওয়ে টিকেট কেটে কিগালিতে (রোয়ান্ডার রাজধানী) পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পাঁচ বছরের এই চুক্তিতে বলা হয়েছে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ইউকেতে আসা অভিবাসন প্রত্যাশীরা মধ্য আফ্রিকার দেশে রেফিউজি ষ্টেটাস পেতে পারে অথবা রোয়ান্ডা সরকার তাদের অন্য কোনো তৃতীয় নিরাপদ দেশে পাঠিয়ে দিতে পারবে। বৃটিশ সরকারের ভাষায় এই ব্যবস্থা নৌপথে বৃটেনে অবৈধ অভিবাসন প্রত্যাশীদের আসা বন্ধ করবে।

আমাদের মনে থাকার কথা, ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়া বৃটেনে অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিয়ে প্রথম ফ্লাইটটি ২০২২ সালের জুন মাসে রোয়ান্ডার উদ্দেশ্যে উড়ে যাওয়ার ঠিক আগে একেবারে নাটকীয়ভাবে রানওয়ে থেকে ঐ ফ্লাইটটি আইনী বাধার মুখে বাতিল করতে বাধ্য হয় বৃটিশ সরকার। ক্যাম্পেইনাররা বৃটেনের এই সিদ্ধান্তকে নির্দয়ের মত আচরণ বলে অভিহিত করে এবং সেই সাথে সুপ্রিম কোর্টও একে আইন বর্হিভূত বলে রায় দেন। শুধু তাই নয়, সেটি ইউরোপিয়ান কনভেনশন অফ হিউম্যান রাইটস এর লঙ্ঘন বলেও কথা উঠেছিল - বিশেষ করে যেখানে রোয়ান্ডা এমন একটি দেশ যেখানে মানবাধিকারের বিষয়টি একেবারেই গুরুত্ব পায়না। তারপর ঋষি সুনাক এমার্জেন্সি লেজিস্লেশনের মাধ্যমে ঘোষণা দেন যে, রোয়ান্ডা একটি নিরাপদ দেশ! ব্র্যাক্সিট পরবর্তী বৃটেনের ডমেষ্টিক ল' অনুযায়ী এই অমানমিক কাজটি করতে পেরেছেন ঋষি সুনাক। বৃটিশ ডমেষ্টিক ল' ঋষি সুনাককে সুরক্ষা দিলেও এখনো ক্যাম্পেইনাররা চাইলে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা কনজারভেটিভ সরকারকে আবারো কোর্টে নিতে পারে। জাতিসংঘের একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, যে এয়ার লাইন্স এই অভিবাসন প্রত্যাশীদের বহন করে নিয়ে যাবে সেই এয়ার লাইন্সকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্যে দায় নিতে হবে।

অবশেষে নানা সমালোচনা ও নানা আইনী বাধা পেরিয়ে পার্লামেন্টে রোয়ান্ডা বিল পাশ হয়ে গেছে। ঋষি সুনাকের ভাষায় আগামী ১০/১২ সপ্তাহের মধ্যেই প্রথম উড়োজাহাজটি বৃটেনে অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিয়ে রোয়ান্ডার পথে রওনা দেবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এটি কি আসন্ন নির্বাচনে সুনাকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করে দেবে? একটুকু বলা যায় যে, নির্বাচনের আগে সুনাকের জন্যে রোয়ান্ডা বিল-ই হচ্ছে মোটামুটি ভাবে শেষ কার্ড। অল্প সংখ্যক ভোটারের কাছে রোয়ান্ডা বিল ইস্যু গুরুত্ব পেলেও বর্তমান জনমত জরীপে কনজারভেটিভ লেবার পার্টি থেকে এতটাই পিছিয়ে রয়েছে যে, এই রোয়ান্ডা বিলে নির্বাচনের ফলাফলের তেমন যে কোনো পরিবর্তন হবেনা এটি বোঝার জন্যে গণিতবিদ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসলে এ সিদ্ধান্তের উল্টো পথে হাঁটবে লেবার এবং এই রোয়ান্ডা বিলকে বাতিল করবে লেবার পার্টি।

কনজারভেটিভ সরকারের জন্যে যা চরম উদ্বেগের কারণ তা হচ্ছে, যদিও জরীপে দেখা গেছে যে, নির্বাচনী ইস্যু কী কী তা জানতে চাইলে অনেকগুলো ইস্যুর ভেতর অভিবাসন ইস্যুটি আসে, কিন্তু যখন আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কনজারভেটিভের ভোট কেন কমছে বা ২০১৯ সালে যারা কনজারভেটিভকে ভোট দিয়েছিলেন তাদের অনেকেই কেন এখন আর কনজারভেটিভকে ভোট দিতে চান না, তখন এই প্রশ্নের উত্তরে জনগণ বলেছে, অর্থনৈতিক মন্দা, মর্গেজ সুদের হারের উর্ধ্বগতি, এন এইচ এস-এ চিকিৎসা সুবিধা পেতে বিলম্ব হওয়া, প্রয়োজনে পুলিশকে পাশে না পাওয়া

- ইত্যাদি কারণে তাঁরা আর কনজারভেটিভকে ভোট দিতে চান না। তখন কিন্তু জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ছাপিয়ে অভিবাসন ইস্যু সামনে আসে নি।

কনজারভেটিভ সরকারের জন্যে এখন সমস্যা হচ্ছে, সরকার যদি এন এইচ এস-এর ওয়েটিং লিষ্ট কমিয়েও ফেলে যেভাবে ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কমিয়েছে তাহলেও ভোটাররা বলতেই পারে, যে সমস্যা কনজারভেটিভ সরকার নিজেই তৈরী করেছে, নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে তার সামান্য নিরসন করে জনগণের কাছে ভোট চাওয়াটা জনগণের দৃষ্টিতে কনজারভেটিভের পক্ষ থেকে জনগণের কাছে অনেক বড় একটি চাওয়া। শেষ মুহূর্তে এসে সরকার ট্যাক্স একটু কমিয়েছে, অথচ তারাই ট্যাক্স বাড়িয়েছিল। সরকার তাদের টার্মের

শেষে এসে বলছে এখন তারা নৌকা যোগে আসা অভিবাসন প্রত্যাশীদের ব্যাপারে কাজ করছে অথচ তারা ক্ষমতায় থাকা অবস্থাতেই নৌকা করে আসা অভিবাসীদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। গত ৪/৫ বছরে সরকারের কার্যকলাপের রেকর্ড এবং ফলশ্রুতিতে জনগণের ভোগান্তি ভোটাররা শেষ মুহূর্তে এসে ভুলে যাবেনা বা জনগণ আর সরকারকে 'বেনিফিট অফ ডাউট' দেবে বলে মনে হয় না।
ঋষি সুনাকের ভাষ্য অনুযায়ী, জুলাই মাসে আদৌ কোনো অভিবাসন প্রত্যাশী নিয়ে উড়োজাহাজ আকাশে উড়বে কিনা বা উড়লেও কতজন অভিবাসন প্রত্যাশীকে সত্যিকার অর্থে রোয়ান্ডা নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে - এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যদি ইউকেতে নির্বাচনের আগেই বহু সংখ্যক অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিয়ে যাওয়া হয় এবং ঋষি সুনাক যদি দাবীও করেন যে নৌকা করে আসা অভিবাসন প্রত্যাশীদের ব্যাপারে জনগণকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি তিনি বাস্তবায়ন করেছেন - তারপরও নির্বাচনের পর কিয়ার ষ্টার্মারই হতে যাচ্ছেন ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের বাসিন্দা। ঋষি সুনাক যদি দাবীও করেন মে, তিনি অভিবাসন সংক্রান্ত তার পলিসির বাস্তবায়ন করেছেন তবুও সেই কৃতিত্ব নিয়েও জরীপে লেবার দলের সাথে কনজারভেটিভের যে পার্থক্য তা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

আসলে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে আনা ঋষি সুনাকের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে, নির্বাচনের আগে জরীপ মতে তলিয়ে যাওয়া অবস্থান থেকে একটু উত্তরণের চেষ্টা মাত্র।
বৃটিশ জনগণের জীবন মান উন্নত করার কোনো সদিচ্ছা এখানে নেই - এটি শুধুই নির্বাচনের আগে একটি রাজনৈতিক কূটচাল। এই নির্বাচনে কনজারভেটিভের খেলা প্রায় শেষ।

এটাও সত্যি যে, বর্তমানে কনজারভেটিভ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও হাউজ অফ কমন্সে কনজারভেটিভ কিন্তু বন্ধু হারা। সে কারণেই নির্বাচনে লেবার পার্টি যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ বিজয় অর্জন না-ও করে সেক্ষেত্রে তারা লিবারেল ডেমোক্র্যাট ও এসএনপি-র সাথে মিলেও সরকার গঠন করতে পারবে। অন্যদিকে কনজারভেটিভ লিবারেল ডেমোক্র্যাক বা এস এন পি-র কাছ থেকে সেই সহযোগিতা আশা করতে পারেনা। সুতরাং লেবার সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পেলেও কিয়ার ষ্টার্মার-ই যে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী তা এক প্রকার বলে দেওয়া যায়। ঋষি সুনাক যে নির্বাচনে বিজয়ের আশায় রোয়ান্ডা বিল কার্ড খেলছে - এমনটিও নয়। কনজারভেটিভের একেবারে যেন ভরাডুবি না হয় সেজন্যেই হয়তো ঋষি সুনাকের এই রোয়েন্ডা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তড়িঘড়ি চেষ্টা, বিশেষ করে কনজারভেটিভের যেসব ভোটার রিফর্ম ইউকে-কে সমর্থন দেওয়া শুরু করেছে তাঁদের নিজেদের দলে ফিরিয়ে আনার জন্যেই নির্বাচনের আগ মুহূর্তে রোয়েন্ডা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে আদা জল খেয়ে লেগেছে ঋষি সুনাক।

রোয়ান্ডা বিলের পেছনে জনগণের করের টাকা থেকে যে ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ হয়েছে সেই অর্থ বৃটেনে আবাসনের কাজে লাগানো যেতো অথবা স্বাস্থ্য খাতে ব্যবহার করা যেত। এর বাইরেও বৃটিশ জনগণের প্রদত্ত ট্যাক্স থেকে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড খরচ হবে প্রত্যেক অভিবাসন প্রত্যাশীর জন্যে। এই যে, আমাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের অর্থ রোয়ান্ডাতে পাঠানো হবে এটার অডিট-ই বা করবে কে?

বাস্তব সত্য হল, বিশাল বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর দেশ বৃটেনে ট্যাক্স কমিয়ে ও একই সাথে অভিবাসন কমিয়ে বৃটেনের অর্থনীতির চাকা কে সচল রাখা দুরূহ কাজ। ঋষি সুনাকের ভাষ্য অনুযায়ী জুলাই থেকে অভিবাসন প্রত্যাশীদের রোয়ান্ডা পাঠানো শুরু হলেও নির্বাচনের আগে বড় জোর কয়েক শ' অভিবাসন প্রত্যাশীকে পাঠানো হবে যেখানে শুধু গত বছরেই ৩০ হাজার অভিবাসী নৌকা যোগে বৃটেনে এসেছে এবং তার আগের বছর ৪৫ হাজার অভিবাসী নৌকা যোগে বৃটেনে এসেছে।

পৃথিবী জানে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই কত সাংবাদিক রোয়ান্ডার জেলে বন্দী রয়েছেন। বৃটিশ সরকার যদি সত্যিই মনে প্রাণে বিশ্বাস করত যে রোয়ান্ডা একটি নিরাপদ দেশ তাহলে এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরেও কেনো জীবন নাশের হুমকির মুখে রোয়ান্ডার অভিবাসীকে বৃটেনে আশ্রয় নিতে হয়?

রোয়ান্ডায় সরকারের সমালোচনা করা, এমন কি অরাজনৈতিক লোকজনও মন খুলে কথা বলতে পারেনা জেলের ভয়ে। রোয়ান্ডার বিখ্যাত গায়ক কিজিটো মিহিগো এক সময়ে সরকার পক্ষের খুবই সুনজরে ছিল কিন্তু যখন তিনি তাঁর গানে রোয়ান্ডার গণহত্যার কথা বলেছেন তখনই তাঁকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে তাঁর মরদেহ জেল থেকে বের করা হয়েছে। খুব বেশী দিন আগের কথা নয়, একজন উর্ধ্বতন বৃটিশ কর্মকর্তা বলেছিলেন, রোয়ান্ডায় মানবাধিকার বলতে কিছু নেই। তিনি রোয়ান্ডায় গুম ও আইন বহির্ভূত হত্যার কথাও উল্লেখ করেছিলেন। তবে স্যুয়েলা ব্রেভারম্যান রোয়ান্ডার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকেই বৃটিশ সরকারের সুর পাল্টে যায়। যে দেশের প্রেসিডেন্ট ২০১৭ সালে অবিশ্বাস্য ৯৯% ভোট পায় এবং এই জুলাই মাসের নির্বাচনে তিনি চতুর্থবারের মত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন সেই রোয়ান্ডা একটি একদলীয় স্বৈরাচারী রাষ্ট্র যেখানে রাষ্ট্র প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রীকে ৮ বছর জেলে বন্দী করে রেখেছিলেন।

> "রোয়ান্ডা বিলের পেছনে জনগণের করের টাকা থেকে যে ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ হয়েছে সেই অর্থ বৃটেনে আবাসনের কাজে লাগানো যেতো অথবা স্বাস্থ্য খাতে ব্যবহার করা যেত। এর বাইরেও বৃটিশ জনগণের প্রদত্ত ট্যাক্স থেকে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড খরচ হবে প্রত্যেক অভিবাসন প্রত্যাশীর জন্যে। এই যে, আমাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের অর্থ রোয়ান্ডাতে পাঠানো হবে এটার অডিট-ই বা করবে কে?"

অষ্ট্রেলিয়া নারু দ্বীপে যেভাবে অভিবাসীদের নির্বাসিত করে রেখেছে, অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিয়ে অনেকটা তেমন একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছে বৃটেন। ছোটবেলা থেকে বৃটেনকে একটি মানবিক দেশ হিসেবেই জানতাম। বিশ্ববাসী যখন শোনে বৃটেন বলছে রোয়ান্ডা একটি নিরাপদ দেশ এবং যখন বৃটেনে অভিবাসন প্রত্যাশীদের রোয়ান্ডার মত দেশে পাঠিয়ে দেবার হুমকি দেওয়া হয়, তখন বৃটেন সম্পর্কে বিশ্বের কী ধারণ হয়? রোয়ান্ডা বিলের আইনে পরিণত হতে যাওয়ার ঘটনায় বিশ্বের কাছে ইউকের মানবিক দেশ হিসেবে যে সুনাম ছিল তার উপর একটি কালিমা পড়ে গেল। কনজারভেটিভের রোয়ান্ডা স্কীম ব্র্যাক্সিট বৃটেনের অধোগমনের আরো একটি মাইল ফলক। ইদানিং মনে এ প্রশ্নটির উদয় হয় - তবে কি ইউকে ধীরে ধীরে ইউরোপের উত্তর কোরিয়া হয়ে যাচ্ছ?

লেখক Dr Zaki Rezwana Anwar FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সিনিয়র সংবাদ পাঠক ও কলামিস্ট।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

DWP reforms:

Changes planned for people on PIP, Universal Credit and other benefits

Post Desk : Rishi Sunak has outlined a raft of reforms targeting individuals on PIP, Universal Credit, legacy benefits, or those long-term sick, with the aim of reining in escalating costs and addressing issues such as inactivity, long-term sickness, and benefit fraud. The Prime Minister described the overhaul of the welfare system as a "moral mission" during his speech on April 19, which has since sparked controversy and led to claims that the plans represent a "full-on assault on disabled people".

Sunak emphasised the current system's failures, particularly its lack of focus on what work claimants could potentially undertake. He clarified that the proposed changes, which include modifications to the Fit Note procedure, cessation of benefits for non-compliance with Work Coach directives, and a commitment to "tighten" the Work Capability Assessment, are not just about cost-cutting measures.

In addition, he revealed plans for a significant revamp of the Personal Independence Payment (PIP) system, with an imminent consultation set to explore potential alterations to the eligibility criteria, assessment process, and the variety of support available through the disability benefit.

Mr Sunak has stated that the proposed changes to PIP will result in a "more objective and rigorous approach" within the benefits system. He suggested that more medical evidence might be needed to support a PIP claim, and that individuals with mental health issues could be offered talking therapies or respite care instead of cash transfers.

The Prime Minister stated that "people with less severe mental health conditions should be expected to engage with the world of work", outlining the UK Government's new plans, the Daily Record, reported However, Scope, a disability equality charity, expressed surprise at the extent of the proposed PIP changes, describing it as feeling "like a full-on assault on disabled people" that could leave some "destitute".

The PIP reform would only apply in England and Wales, as 218,859 people in Scotland currently receiving PIP will transition to Adult Disability Payment (ADP) and the devolved Social Security Scotland IT system by the end of 2025. James Taylor from Scope revealed that calls were "pouring into our helpline" from worried disabled individuals.

He commented: "In a cost of living crisis, looking to slash disabled people's income by hitting PIP is a horrific proposal. Sanctions and ending claims will only heap more misery on people at the sharp end of our cost of living crisis."

Other proposed changes to the benefits system Prime Minister Rishi Sunak has announced plans to make the following changes to the welfare system.

Removing benefits from the long-term unemployed who do not accept a job

Over 450,000 individuals have been jobless for six months and more than 250,000 have been unemployed for a year. The UK Government asserts that there's no reason these people shouldn't be employed given the current availability of over 900,000 job vacancies.

In the forthcoming parliament, new legislation will be proposed to alter the rules. This means anyone who has been on benefits for a year and fails to meet the conditions set by their Work Coach - including accepting available work - will have their unemployment claim terminated and their benefits completely withdrawn.

Amending Work Capability Assessments

The Prime Minister confirmed plans to tighten the Work Capability Assessment so that those with less severe conditions are expected to engage with the employment sector and receive support to do so.

He pointed out that under the existing Work Capability Assessment, too many individuals are effectively dismissed as unfit for work without being offered the chance to access crucial support that could help them find a job.

He clarified that the UK Government is dedicated to abolishing the Work Capability Assessment (WCA) entirely and introducing a new personalised approach to employment support. The goal is to assist disabled individuals and those with health conditions to reach their full potential.

The anticipated reforms are projected to decrease the number of people assessed as not needing to prepare for work by 424,000 by 2028/29.

Review of the Fit Note process

The Prime Minister has also announced a review of the Fit Note system to prevent people from being automatically categorised as "not fit for work". Instead, he aims to design a new scheme where each fit note discussion emphasises what individuals are capable of doing provided they have appropriate support rather than highlighting their limitations.

This entails the UK Government considering the transfer of responsibility for issuing Fit Notes from primary care to free up crucial time for GPs. This is all aimed at crafting a system that caters to an individual's health and occupational needs better.

The government has published a request for evidence to garner responses from a variety of viewpoints. These include those with first-hand experience, healthcare professionals, and employers, offering input on how the current procedures operate and how it can enhance support for people with health conditions in initiating, maintaining, and thriving in employment.

It's vital to remember that while Fit Note policy and laws apply to Great Britain, Fit Notes are administered within health systems, which undergo devolution, indicating this shift might not occur in Scotland.

Accelerating the transition of legacy benefits to Universal Credit

The Universal Credit rollout will be sped up to shift all those remaining on Employment and Support Allowance (ESA) onto the modern IT system.

Adjustments to Administrative Earnings Threshold

The Prime Minister has announced that from next month, individuals working less than half of a full-time week will be required to seek additional employment. The UK Government has already outlined plans to raise the Administrative Earnings Threshold (AET), which determines the level of support an individual receives based on their current earnings and hours worked.

Those earning below the AET will be placed in the Intensive Work Search Group and will need to regularly meet with their Work Coach.

The threshold is set to increase from £743 to £892 for individual claimants and from £1,189 to £1,437 for couples - equivalent to 18 hours at the National Living Wage per week for an individual, starting in May.

The UK Government has stated that these changes will result in over 180,000 Universal Credit claimants being moved into the Intensive Work Search group, from the Light Touch group.

This means that an additional 400,000 claimants will receive more intensive support from Work Coaches. Claimant commitments will be tailored to personal circumstances, taking into account caring responsibilities and any health conditions.

Fraud prevention

A new Fraud Bill will be introduced in the next Parliament.

The measures in the Bill will give the UK Government new powers to:

carry out warrants for searches

seizures and arrests

enforce civil penalties more consistently and flexibly, and to a wider group of offenders

provide new powers to gather information from more information holders as part of Department for Work and Pensions (DWP) led investigations into fraud

These new measures will supplement the Data Protection and Digital Information Bill, which the UK Government is introducing. This legislation will allow the DWP to gain access to third-party information that could potentially indicate fraudulent activities.

The UK authorities have expressed that this constitutes one of the most noteworthy amendments to benefit fraud laws in over 20 years, predicting savings for taxpayers of £600 million by 2028/29.

They further explained that this scheme aims to establish a welfare system that's "fit for the future by providing vital support only to those who need it most and ensuring they are supported to live with dignity and independence, whilst making sure that everyone who can work is expected and supported to do so".

However, Erica Young--the Social Justice policy officer at Citizens Advice Scotland--expressed differing views: "The Prime Minister is right to want to support people into work and about the positive effects work can have for people living with a chronic condition, but rhetoric around 'sick note culture' simply does not match the reality of our social security system, and the importance of supportive relationships with GPs to those struggling with work due to their health."

Four injured as runaway military horses bolt through central London

Post Desk : Four people have been taken to hospital after five runaway horses of the Household Cavalry threw off their riders and raced through London.

The horses, one of which was covered in blood, caused chaos as they roamed the city centre and collided with vehicles, including a double-decker bus and taxi.

They initially became spooked by loud construction during a routine military exercise in Belgravia, the Army said.

Officers said the horses had been recovered and returned to camp.

Two of the animals were finally recovered in Limehouse in east London, more than five miles from where the incident began.

The Army said they were undergoing veterinary care.

An army spokesperson told the BBC that three soldiers were receiving treatment for non-life threatening injuries. The fourth person injured in the incident is believed to be a cyclist and member of the public.

Horse running towards shocked cyclists

The chaos began while members of the Household Cavalry - members of the military who carry out ceremonial duties around Buckingham Palace - were taking part in a rehearsal for a Major General's Inspection - which was due to take place on Thursday in Hyde Park, the Army told the BBC.

Every military unit taking part in the King's birthday parade, which takes place in June, must pass a Major General's Inspection in advance. An Army spokesman said the group included six soldiers and seven horses. Four soldiers were thrown from their saddles, and five horses ran loose through London.

'Heartfelt gratitude'

Lt Col Matt Woodward, commanding officer of the Household Cavalry Mounted Regiment, said: "Building materials were dropped from height right next to them.

"The ensuing shock caused all horses to bolt and unseated some riders."

He expressed "heartfelt gratitude" to the emergency services and the public who helped in securing the horses.

One serviceman was thrown from his horse on Buckingham Palace Road, before one of the loose animals collided with a taxi waiting outside the Clermont Hotel, shattering the windows.

London Ambulance Service said four people were treated by paramedics in Buckingham Palace Road, Belgrave Square, and the junction between Chancery Lane and Fleet Street. All four were taken to hospital.

It said all three incidents took place within 10 minutes, between 08:25 and 08:35 BST.

An Army spokesperson added: "A number of military working horses became loose during routine exercise this morning.

"All of the horses have now been recovered and returned to camp. A number of personnel and horses have been injured and are receiving the appropriate medical attention."

Smashed window

Grace Whitaker, 23, told the BBC she had just got off a bus on her way to work when she saw several emergency services vehicles near Victoria Station.

"I saw about five fire engines, six ambulances," she said. "I saw one of the horses that was involved, saw some members of the army. It was quite the scene with lots of emergency services around putting up cordons."

"One of the black horses was there. I thought maybe it was a police horse that had come to attend to the scene but obviously I now know it was one of the horses that had escaped.

"I saw what looked like a taxi van that had damage to it, a smashed window. I think everyone's immediate impression was that somebody had been hit by a car. We were quite surprised when we realised it was to do with horses."

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

Bangla New Year 1431 was marked at the Redbridge town hall

On 14 April 2024, Sunday 2 pm to 8 pm, the Bangla New Year 1431 was celebrated at Redbridge town hall, Redbridge, which was organized by Redbridge Boishakhi Mela Trust.

The organizers were Councillor Mayor Joytsna Islam and Councillor Sham Islam of Redbridge Council.

At present hundreds of local residents, councillors, distinguished guests, Community leaders and artists made the program successful with the Bangla music, amusement and cultural programs and cultural shopping stalls. Every year Redbridge Boishakhi Mela Trust organizes it for the Bengali community to observe along with the information to the young children and future generations to learn its culture and traditions.

Bangla New Year is celebrated in West Bengal, India, Bangladesh and globally, wherever the Bengalis live.

A culture of many thousands of years ancient times.

The key persons of the Redbridge Community Trust UK were present president Mohammed Ohid Uddin, General secretary Shaheen Sha Alam Choudhury, treasurer Anamul Hoque Anam, Press & Publicity secretary Misbah Jamal, organizing secretary Moksud Ahmed, Education secretary Shaheen Ahmed, Membership secretary Jaynul Chowdhury, social & welfare secretary Md Taraque Chowdhury, Shohel Ahmed, councillor Syeda Basith Chowdhury, M A Basith Chowdhury Shiraz, councillor Fayzur Rahman, Mujibul Hoque Moni, Chief Reporter M A Kadir Murad and others.

The attendees enjoyed the day and the event closed at 8pm in the evening with the cultural activities.

Bangladesh Sports Network Upazila Cup Draw Held At Seven Kings

Emdad Rahman: The draw is now complete for the inaugural UK Bangladesh Upazila Cup.

The 2024 debut launch of this prestigious heritage trophy will see 16 teams pit themselves against each other over three days to earn the right to be crowned champions.

Organised by the Bangladesh Sports Network UK the event takes place in May 2024.

Speaking after the draw at Seven Kings Park, the home of London Eagles, Bangladesh Upazila Cup co-ordinator Sayfur Rahman from Team Osmani Nagar commented, “We are extremely proud to be working with the Bangladesh Sports Network to deliver a cricketing extravaganza which will not only bring together the cricket community but also inspire future generations and the non cricketing community too.

“We promise six days of sizzling cricket and work extremely hard to use this historic event to involve and engage the interest and imagination of the local, national and global community. Good luck to all our teams.”

2024 DRAW

GROUP A 13TH MAY

- Bishwanath
- Cumilla
- Srimangal
- Dhaka

GROUP B 14TH MAY

- Khulna
- Komolganj
- Hobiganj
- Chadghail

GROUP C 15TH MAY

- Beanibazar
- Jagannathpur
- Osmani Nagar
- Gulapganj

GROUP D 16TH MAY

- Moulvibazar
- Chhattak
- Sylhet Sadar
- Derai

Quarter finals: Wednesday 22nd and Thursday 23rd of May 2024.

Semi and grand final: Bank holiday Monday 27th May 2024.

Year: 21 ◆ Issue: 1009 ◆ Friday 26 April - Thursday 02 May 2024

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ডা: জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ২০ এর পাতায়।

‘ইসরাইলের পরাজয় নিশ্চিত’

পোস্ট ডেস্ক : ইসরাইলের নৃশংস হামলায় মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে গাজা। মিলছে লাশের পর লাশ। একের পর এক বেরিয়ে আসছে গণকবর। ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে ভয়াবহ আগ্রাসন চালিয়েও মৃত্যু আর ধ্বংস ছাড়া কিছুই হাসিল করতে পারেনি বর্বর ইসরাইলি সেনারা। দমাতে পারেনি ফিলিস্তিনের শক্তিশালী বিদ্রোহী সংগঠন হামসকেও। বরং গাজার চোরাবালির ফাঁদে আটকে গেছে তারা (ইসরাইল)। এমনভাবে আটকে গেছে যে তাদের পরাজয় অনেকটা নিশ্চিত।

গাজা যুদ্ধের ২০০ দিন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার টেলিভিশনে প্রচারিত এক বিবৃতিতে এমন ইঙ্গিতই দিলেন হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জুদ্দিন আল-কাসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু উবায়দা। বললেন, তাদের সামনে কোনো লক্ষ্য নেই, কোনো আশাও নেই, লজ্জাজনক পরাজয়ের অনেকটা সন্নিকটে সেনারা।

লেবাননের সংবাদ মাধ্যম আল-মায়েদিনের প্রতিবেদন অনুসারে, ভিডিও ভাষণে আবু উবায়দা আরও বলেছেন, গাজায় যুদ্ধের ২০০ দিন পর দখলদার বাহিনী বিশ্বকে বোঝাতে চাচ্ছে, তারা সব প্রতিরোধ গ্রুপকে নির্মূল করে ফেলেছে। এটা একটি ভয়াবহ মিথ্যা। তারা গাজার বালিতে পুরোপুরি আটকে গেছে। ইসরাইলি বাহিনী এখন

গাজায় তার ভাবমর্যাদা পুনরুদ্ধার আর পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ পর্বতের মতোই অটল রয়েছে বলেও জানান তিনি। উবায়দা বলেছেন, আমাদের ভূমিতে যতক্ষণ দখলদারদের আগ্রাসন থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আঘাত আর প্রতিরোধ অব্যাহত থাকবে। ফলে এখান থেকে ইসরাইলি বাহিনী লজ্জা আর পরাজয় ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারবে না।

৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ইসরালি সেনাবাহিনী অব্যাহতভাবে গাজাসহ বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। হামাসকে নির্মূল করার অজুহাতে চালানো সাড়ে ছয় মাসের এই হামলায় ফিলিস্তিনে ৩৪ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন লক্ষাধিক। যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ইসরাইলি হামলায় কমপক্ষে ৩৪ হাজার ২৬২ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৭৭ হাজার ২২৯ জন আহত হয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে পুরো বিশ্ব থেকে বিশেষ করে তাদের মিত্র হিসেবে পরিচিত দেশগুলো থেকেও যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। কিন্তু তাতে কোনো ধরনের সমঝোতায় আসতে রাজি নন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ফলে ইসরাইলকে এখন ইরান, লেবাননের হিজবুল্লাহসহ ইয়েমেনের হুথিকেও মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে ইসরাইল বড় ধরনের ফাঁদে পড়ে গেছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরাও।

এদিকে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজাতে ইসরাইলের হামলা চলাকালীন সময়েই নতুন এক সিদ্ধান্তের কথা জানাল জ্যামাইকা। ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছে ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশটির সরকার। ইসরাইলের যুদ্ধ এবং গভীরতর মানবিক সংকট নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই এ সিদ্ধান্তের কথা জানাল দেশটি। জ্যামাইকার পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক বাণিজ্যবিষয়ক মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায়। বুধবার এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আলজাজিরা। --১৭ পৃষ্ঠায়

হাসপাতালে ভর্তি সৌদি বাদশা সালমান

পোস্ট ডেস্ক : নিয়মিত মেডিকেল চেকআপের জন্য জেদ্দায় অবস্থিত বাদশা ফয়সাল স্পেশালিষ্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বাদশা সালমান বিন আবদুল আজিজকে। সৌদি রয়েল কোর্টকে উদ্ধৃত করে বুধবার এ খবর দিয়েছে অনলাইন গালফ নিউজ। ৮৮ বছর বয়সী বাদশা সালমান ২০১৫ সালে সিংহাসনে আসীন হন। হাসপাতালে তার এই পরীক্ষা সম্পন্ন করতে কয়েক ঘন্টা লেগে যেতে পারে। ওদিকে মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় মিডিয়ায় ফুটেজে দেখানো হয় যে, বাদশা সালমান সাপ্তাহিক মন্ত্রিপরিষদের এক মিটিংয়ে --১৭ পৃষ্ঠায়

রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের স্মার্ট কার্ড প্রদানের সুপারিশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রেমিট্যান্স প্রেরণকারী ও তাদের পরিবারের জন্য বিশেষ ‘স্মার্ট কার্ড’ (Smart Card) প্রদানের মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার সুপারিশ করেছে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে যাতে রেমিট্যান্স প্রেরণকারীর পিতা-মাতা ও স্ত্রী-সন্তানেরা সকল পর্যায়ের সরকারি হাসপাতাল, সরকারি সেবা অফিস ও সুরক্ষার জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে বিশেষ প্রাধিকার প্রদান করার সুপারিশ করেছে কমিটি।

বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদের “অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক কমিটির সভাপতি আ হ ম মুস্তফা কামাল এর সভাপতিত্বে এসব সুপারিশ করা হয়।

বৈঠকে কমিটি সদস্য ও অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান, এম এ মান্নান, এ কে আব্দুল মোমেন, আহমেদ ফিরোজ কবির, এ কে এম সেলিম ওসমান ও রুনু রেজা অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠকে বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে গতি আনয়নের লক্ষ্যে চলমান আর্থিক প্রণোদনার পাশাপাশি --১৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে স্কুলে বন্দুক নিয়ে যেতে পারবেন শিক্ষকরা

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যে মঙ্গলবার শিক্ষকদের স্কুলে বন্দুক নিয়ে যাওয়া নিয়ে একটি বিল পাস হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, শিক্ষকরা স্কুলে বন্দুক নিয়ে যেতে পারবেন। তবে তা প্রকাশ্যে দেখাবেন না। বিলটি এবার যাবে রিপাবলিকান গভর্নর বিল লি-র কাছে অনুমোদনের জন্য। এক প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলে। একবছর আগে ন্যাশভিলের স্কুলে গুলিচালানোর ঘটনায় তিন শিশু-সহ ছয়জনের মৃত্যু হয়। তারপর এই সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

বিলে বলা হয়েছে, স্কুলের ভেতরে কেউ যদি বন্দুক নিয়ে যেতে চান, তাহলে তাকে প্রতি বছর ৪০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ নিতে হবে। --১৭ পৃষ্ঠায়

"সিলেট শহীদ স্মৃতি উদ্যান'-এ লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ৩৫ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর

লন্ডন, ২২ এপ্রিল ২০২৪: সিলেট ক্যাডেট কলেজ-সংলগ্ন বধ্যভূমিতে "সিলেট শহীদ স্মৃতি উদ্যান' প্রতিষ্ঠায় অংশীদার হলো লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব। ক্লাবের সম্মানিত সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্যদের সহযোগিতায় ৩৫ লাখ টাকা সংগ্রহ করা হয়। ২১ এপ্রিল রোববার বিকেলে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ৩৫ লাখ টাকার চেক (প্রতীকী) হস্তান্তর করা হয়। এই অর্থ শীঘ্রই সিলেট শহীদ স্মৃতি উদ্যান কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে প্রতিকী চেকটি গ্রহণ করেন সিলেট শহীদ স্মৃতি --১৭ পৃষ্ঠায়

ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে গিয়ে নারী-শিশুসহ ৫ অভিবাসী নিহত

পোস্ট ডেস্ক : ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে গিয়ে অন্তত ৫ অভিবাসী নিহত হয়েছেন। --১৭ পৃষ্ঠায়

এভিয়েশন শিল্পের উন্নয়নে সহযোগিতা করতে চায় যুক্তরাজ্য

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশের এভিয়েশন শিল্পের উন্নয়নে সহযোগিতা করতে চায় যুক্তরাজ্য। বুধবার বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খানের সঙ্গে তার বাসভবনে সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক যুক্তরাজ্যের এই আগ্রহের কথা জানান।

হাইকমিশনার বলেন, ‘‘বাংলাদেশের এভিয়েশন শিল্পের সাথে যুক্তরাজ্যের দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্ব রয়েছে। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নসহ এভিয়েশন শিল্পের নানা খাতে এর আগে একত্রে কাজ করেছি। যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের এভিয়েশন শিল্পের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন, --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk